নির্মাতাদ্বীপের গুপ্তধন

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

নির্মাতাদ্বীপের গুপ্তধন

(কিশোর ও বয়স্কদের জন্য)

[ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত চিন্তাধারা এবং সামাজিক-রাজনীতি বিষয়ক একটি শিক্ষণীয় গল্প]

মূল
আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

ভাষান্তর
মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
লিসাঁস, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

সম্পাদনা
আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

নির্মাতাদ্বীপের গুপ্তধন (কিশোর ও বয়স্কদের জন্য)

মূল : আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান

ভাষান্তর : মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

সম্পাদনা: আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন

ISBN
984-70103-0010-8

প্রথম প্রকাশ

পৌষ ১৪১৬

মহররম ১৪৩০

ডিসেম্বর ২০০৯

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ী # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০

ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬. ০৬৬৬২৬৮৪৭৫৫

E-mail : biit_org@yahoo.com. Website:www.iiitbd.org

মূল্য

১২৫.০০ টাকা US $ 10

মুদ্রণে

আহমদ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

১৪৫/১ আরামবাগ, ফোন : ৭১৯২৬৪৪

Nirmata Diper Guptadhan (Hidden Treasure of Builders' Island) for adolescents and Adults written by Dr. Abdul Hamid Ahmad Abu Sulaiman, translated into Bangla by Mohammad Zahidul Islam, edited by Dr. A Y M Nesaruddin, published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara, Dhaka, Bangladesh, Phone : 8950227, 8924256, 06662684755, Fax: 02-8950227, E-mail : biit_org@yahoo.com, Website:www.iiitbd.org, Price : Tk. 125.00 US $ 10

প্রকাশকের কথা

বই পড়া যাদের অন্যতম শখ তাদের জন্য গল্পের বই অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের শিশু কিশোর, যুবক, যুবতীদের অবসর সময় কাটে গল্পের বই পড়ে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য অধিকাংশ গল্পের বই-ই নিছক আনন্দ দানের জন্য এবং ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করে রচিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ কারণে পাঠক-পাঠিকাগণ এসব বই থেকে শিক্ষণীয় ও সমাজের জন্য কল্যাণকর বিষয় খুব কমই পেয়ে থাকেন। বরং এসব বই কখনও কখনও ব্যক্তির উৎকর্ষ, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং কোমলমতি শিশু কিশোরেরা ও সচেতন অভিভাবকগণের জন্য নির্মল আনন্দ ও দিক নির্দেশনামূলক গল্পগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বিখ্যাত মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা কর্তৃক রচিত একটি দ্বীপের ভ্রমণ কাহিনীকে বর্তমান সময়োপযোগী করে গল্পাকারে সুধী পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করেছেন প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান। এখানে লেখক গল্পের আকারে একটি আদর্শ সমাজকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এখানে রয়েছে আদর্শ পিতা-মাতা ও সন্তানাদি যাদের মধ্যে বিরাজ করছে শান্তি, শৃঙ্খলা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়বিচার তাদেরকে নির্মাতা জাতির মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে। তাই তাদের দ্বীপটি পরিণত হয়েছে সুখ সমৃদ্ধির খনিতে।

প্রখ্যাত পন্ডিত ও দার্শনিক বায়দাবা এই গল্পের সংলাপ ও ঘটনাবলীর অবতারনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপ্লবী ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পূনর্গঠন সম্ভব হবে। এ কারণেই তিনি আর্কষণীয় গল্পের ছলে মানুষের চিন্তা ও বিবেককে জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছে। এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে মূল আরবি পান্ডুলিপি 'কুনুয যাযিরাতুল বান্নায়ীন' এর বাংলা অনুবাদ 'নির্মাতাদ্বীপের গুপ্তধন' নামে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে বিআইআইটি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই বইটি প্রতিটি শিক্ষিত মুসলিম নর-নারী ও সুধী সমাজের চিন্তা চেতনাকে আন্দোলিত করবে এবং উম্মতের উত্তম ভবিষ্যত বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন ॥

এম আব্দুল আজিজ
উপ-নির্বাহী পরিচালক, বিআইআইটি

অনুবাদকের কথা

শিক্ষামূলক এই গল্পটির গল্পকার পশ্চিম আফ্রিকার (বর্তমান তানজানিয়া) বিখ্যাত মুসলিম বিশ্বপরিব্রাজক, পন্ডিত ও দার্শনিক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭ খ্রিঃ) এক অপরূপ দারুচিনি দ্বীপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। যে দ্বীপের অধিবাসীগণ উত্তম মানবিক গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাই তারা অপরূপ এই দ্বীপটিকে সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের জীবনে প্রতিফলিত উত্তম গুণাবলী দিয়ে। ফলে তাদের মাঝে গড়ে উঠেছিলো শান্তি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহমর্মিতা যার সুবাদে তারা সেখানে পরম সুখে-শান্তিতে বসবাস করেছেন। তাদের এই কৃতিত্বের সিংহভাগেরই দাবীদার ছিলো এই দ্বীপের মাতৃ ও পিতৃকূল। এই গল্পটিকে বর্তমান সময়োপযোগী করে সুধী পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করেছেন প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান ।

এই গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে, এ দ্বীপের মাতৃকূল কেমন সুন্দর পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সন্ত ানদেরকে। তাদের স্বামীদের সাথে তারা কীরূপ আচরণ করেছেন, তাদের স্বামীগণও তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন। পিতা-মাতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ, তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলার প্রতি তাদের সম্মান, ন্যয়নিষ্ঠা, তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির কারণে তারা পরিণত হয়েছিলেন একটি নির্মাতা জাতিতে। ফলে তাদের এই অপরূপ লীলাভূমিটি পরিণত হয়েছিলো একটি গুপ্তধন ভান্ডারে। বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা সেই অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত হলেও তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর কোন নির্দিষ্ট অনুবাদ আমাদের হাতে খুব কমই রয়েছে। এই বইটি তারই একটি।

এই গল্পের সংলাপে অংশ নিয়েছেন আরেক পন্ডিত ও দার্শনিক, জনপ্রিয় আরবী রূপকথা *'কালীলাহ ওয়া দিমনাহ' (দূর্বল ও ধ্বংসাবশেষ)* -এর লেখক বায়দাবা। 'কালীলাহ ওয়া দিমনাহ'র গল্পগুলো আমাদের কাছে সুপরিচিত হলেও এর লেখক বায়দাবা বাংলা ভাষার পাঠকদের নিকট বরাবরই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছেন। বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার সাথে কথোপকথনে তিনি তাঁর সুচিন্তিত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে আলোচনার বিষয়বস্তুগুলোকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই গল্পটির মাধ্যমে আমরা সেই সুসাহিত্যিক, দার্শনিক ও পন্ডিত বায়দাবার সাথেও পরিচিত হতে পারি।

এটা অত্যন্ত আনন্দের যে, বিশ্ব ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে 'নির্মাতাদ্বীপের গুপ্তধন' বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বিআইআইটি বইটিকে নির্বাচন করেছে। আমি বইটির তাৎপর্যের কথা বিবেচনা করে, বন্ধু-বান্ধবদের অনুপ্রেরণায় শত ব্যস্ততার মাঝেও বইটিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছি। সে জন্য মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

যেহেতু মানুষের কোন কাজই পূর্ণাঙ্গ ও ক্রটি মুক্ত নয়, তাই আমার এই অনুবাদ কর্মটিও এর ব্যতিক্রম নয়। সুধী পাঠকবৃন্দ যদি বইটির অনুবাদ কর্মে কোন ক্রটি লক্ষ্য করেন, তা'হলে অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করতে সচেষ্ট হবো।

অবশেষে সকলের দোয়া ও শুভেচ্ছা কামনা করছি।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
zahidsirazi@gmail.com

ভূমিকা

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

আপনারা যে গল্পটি পড়তে যাচ্ছেন তার সংলাপ ও ঘটনাবলীর অবতারণা করেছেন সুসাহিত্যিক, বিজ্ঞ পন্ডিত, দার্শনিক এবং প্রখ্যাত গল্পের বই 'কালীলাহ ওয়া দিমনাহ' (দূর্বল ও ধ্বংসাবশেষ) এর লেখক 'বায়দাবা'। এই বইটি পূর্ববর্তী 'নির্মাতাদেরদ্বীপ' গল্পের সম্প্রসারিত অবতারণা। এই গল্পটি অবতারণার উদ্দেশ্য হলো সমকালিন মানব জাতির জন্য গল্পের মূলনীতি, চিন্তা-চেতনা ও ইসলামী সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গিসমূহে চিন্তাগত পর্যালোচনার অবতারণা করা-যেগুলো মুসলিম উম্মাহ'র চিন্তা-চেতনা ও পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি পূনর্গঠন পূর্বক তাকে কোর'আনী দৃষ্টিভঙ্গি (স্থান ও কাল সীমার উর্দ্ধে) এবং আস-সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ'র আলোকে সুদীর্ঘ বিপ্লবী ইতিহাস নির্ভর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে গঠন করবে।

সূধী পাঠক মন্ডলী,

এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ইসলামী উম্মাহ'র দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারার উৎকর্ষতা সাধন এবং মুসলিম প্রজন্মসমূহকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অধ্যয়ন

ব্যতিরেকে এ যুগসন্ধিক্ষণে উম্মাহ্'র জন্য এর জনশক্তি এবং মানব জাতি গঠন এবং মানব সভ্যতার পথে এর স্থিতিশীল অগ্রণী ভূমিকা পুনরুদ্ধার করা কখনই সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। এ কারণেই আমাদের বিশ্বাস, আপাত দৃষ্টিতে আমরা যা পর্যবেক্ষণ করছি তার আলোকে এই গল্প এবং এর সংলাপ ও কথোপকথন প্রতিটি মুসলিম যুবক ও মুসলিম যুব নারীর জন্য, প্রতিটি মুসলিম পিতা ও মুসলিম মাতার জন্য, প্রতিটি মুসলিম শিক্ষিত পুরুষ ও মুসলিম শিক্ষিত নারীর জন্যই শুধু জরুরী নয়; বরং প্রতিটি মানুষের জন্যই জরুরী হিকমাহ্ বা প্রজ্ঞা অন্বেষণ করা। কারণ বিদ্যাসমূহ বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ায় এবং সমকালীন মানুষের স্কন্ধে অধিক ব্যস্ততা ও দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় বিশেষজ্ঞগণ ব্যতিরেকে এটা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার যে, যুব সমাজ ও সাধারণ শিক্ষিত সমাজ প্রতিটি সমস্যাকে আয়ত্ব করবে যা সন্নিবেসিত হয়েছে এই গল্পে এবং শাখা প্রশাখায় বিভক্ত গবেষণামূলক নিবন্ধে ধর্মীয়, সামাজিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উৎস ও সূত্রসমূহে। একারণেই এই গল্পটির একটি উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি পাঠক সমীপে একেকটি ভ্রমণ কাহিনীতে সহজ ও প্রাঞ্জল গল্পের ছলে বুদ্ধি ও বিবেককে সম্বোধন করে এ কথাগুলো ব্যক্ত করা।

তাই আমি আশা করি, প্রতিটি মুসলিম কিশোর ও কিশোরী, মুসলিম পিতৃ ও মাতৃকূল, নর ও নারী, শিক্ষিত সুশীল সমাজ এই গল্পটি গুরুত্ব ও ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করতে আগ্রহী হবেন। তাঁরা একদিকে যেমন এর উদ্দেশ্যসমূহ অনুধাবন করবেন, এর বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারাসমূহ পর্যালোচনা করবেন এবং অন্যদিকে তাদের চিন্তার গভীরতাও সমৃদ্ধ করবেন। মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আল-উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ এবং সমগ্র মানব সভ্যতার উত্তম ভবিষ্যতের জন্যই এ কাজটি তারা করবেন বলে আমি আশাবাদী।

সকলের জন্য শুভ কামনায় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তৌফিক ও সঠিক পথ প্রদর্শনের একনিষ্ঠ দু'আ ও শুভেচ্ছান্তে -

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান
০৫/০৩/১৪২৭ হিঃ
০৩/০৪/২০০৫ খৃঃ

সূচি

॥১॥

দ্বীপের অতিথি ইবনে বতুতা

এই বিরল ঘটনাটি নির্মাতাদ্বীপের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞ পন্ডিত 'বায়দাবার গল্প সমাহার নিয়ে রচিত। বিজ্ঞ পন্ডিত, দার্শনিক, প্রখ্যাত মুসলিম বিশ্বপরিব্রাজক, ইবনে বতুতার মুখ থেকে যা তিনি শ্রবণ করেছেন, তার আলোকে। চিন্তাবিদ ও শিক্ষাগুরুগণকে উদ্দেশ্য করে, কিশোর, পিতা ও মাতাগণকে উদ্দেশ্য করে, অনুরূপভাবে শিক্ষিত সমাজ ও সংস্কারকগণকে উদ্দেশ্য করে তাদের মাঝে যে সমস্ত কথোপকথন ও সংলাপ হয়েছিলো সেগুলো নিয়ে। গল্পটি বর্ণনাশৈলীতে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ঐ সমস্ত বিষয়, সমস্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে যেগুলো এই সংলাপের বিষয়বস্তু। যেন এর মধ্যে এক্ষেত্রসমূহে যে সকল মূল্যবান প্রজ্ঞা, উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে, যেগুলো উম্মাহ'র জনসাধারণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, তা অনুধাবনের জন্য এবং তারা যেন আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় পুনর্জাগরণ, সংস্কার ও আত্মমর্যাদার পথের দিশা পায়।

পন্ডিত বায়দাবা বলেন, শিক্ষাগুরু, বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা নির্মাতাদ্বীপের অনেক আশ্চর্য ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, যেখানে পৌঁছাতে তিনি বিশাল মরুভূমি ও বিস্মৃত বিরাণভূমি পাড়ি দিয়েছেন এবং সাগরের উত্তাল তরঙ্গে আরোহন করেছেন। এরপরে তিনি স্বচক্ষে তা অবলোকন করেছেন এবং তা ভ্রমণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। নিজে সে সমস্ত অবস্থার সাথে পরিচিত হয়েছেন এবং ঐ সমস্ত পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়েছেন যা সে দ্বীপকে অধিকতর সুখময়, সমৃদ্ধশালী, নিরাপদ ও শন্তিপূর্ণ করেছে অন্যান্য দ্বীপের তুলনায়। কীভাবে ইবনে বতুতা সে দ্বীপটি ভ্রমণের পরও যে ঘটনাবলী তিনি সেখানে স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন, তা বর্ণনায় ক্লান্ত হবার ছিলেন না। তাঁর আলোচনা ছিলো সে দ্বীপের সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামোসমূহের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদীকে পরিপূর্ণ রূপ দান, কর্ম সম্পাদনের উৎকর্ষ সাধন, সামাজিক বিষয়াবলী পরিচালনা, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের মান-মর্যাদা রক্ষণাবেক্ষণে তাদের সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ইতিবাচক দিকসমূহ ব্যক্ত করা। তাদের সাধারণ প্রশাসন, অনুরূপভাবে দেশের সন্তানদেরকে লালন পালন এবং তাদেরকে শিক্ষা দান সম্পর্কে। তারা যে সমস্ত ভদ্রতা ও একে অপরের প্রতি সুন্দর আচরণ উপভোগ করে এবং তারা যে পরিশ্রম, একনিষ্ঠতা, আচার আচরণে ও লেন-দেনে সত্যবাদিতার গুণসমূহে গুণান্বিত। তাদের মাঝে সুন্দর ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও একে অপরের প্রতি স্নহমর্মিতা এবং কীভাবে এ সমস্ত উত্তম বৈশিষ্ট্য ও উন্নত গুণাবলীর উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

মাতৃত্বের বিষয়ে এবং পরিবার সম্পর্কে তাদের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের মাঝে সন্তানদেরকে লালন পালনে পিতা-মাতার আত্মিক ও মানসিক উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠা, তার বয়বৃদ্ধির সূচনা লগ্ন হতে তাদের অন্তরে মহানুভবতা, উত্তম চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধের ব্রীজ বপন করা হয়। ব্যক্তি চরিত্রের ভিত সে সমস্ত মূল্যবান গুণাবলীর মধ্যেহতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরিবার সংরক্ষণ, মানুষের মান-মর্যাদা ও ইজ্জত-আবুরু হেফাজত করা। আর এ সকল কিছুর আগে আসে মাতৃত্ব, নারীত্ব ও সন্তান জন্ম দানের মর্যাদার বিষয়টি। সে কারণেই নারীত্ব এবং নারী জাতি তাদের কাছে ব্যবসার সস্তা পণ্যে পরিণত হয়ে উঠে নি; বরং তা হয়ে উঠেছিলো মাতৃত্বের মর্যাদা অধিষ্ঠিত মান-মর্যাদার ঝর্ণাধারার উৎস ও সমাজের নিরাপদ দোলনা স্বরূপ।"

বায়দাবা বলেন, "আমি বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার কাছ থেকে সন্তানদেরকে লালন-পালন ও তাদেরকে শিক্ষা দান সম্পর্কে যা শুনেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যা তিনি বলেছেন, নির্মাতাদ্বীপের মাতৃকূল সম্পর্কে। তিনি বলেছেন, তাদের মাঝে সন্তানের প্রতি কেমন ভালোবাসা, উৎসাহ প্রদান, কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তোলা এবং সন্তানদেরকে কৃতিত্ব ও শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত করে তোল ও উৎসাহের সৃষ্টি করা। এটা ছিলো তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা ও সন্তানদেরকে লালন পালনের মৌলিক মাধ্যম।"

বিজ্ঞ পন্ডিত ও দার্শণিক ইবনে বতুতা এই পদ্ধতির উপমা দিতে গিয়ে বলেন, "এই দ্বীপের পর্বতমালায় ডালিম ফলের গাছ জন্মে। সে পর্বতমালার মাটির উর্বরতা, উত্তম গুণাগুণ, চমৎকার আবহাওয়া এবং এর মৃদুমন্দ সমিরণের ফলে সেখানে এমন উন্নত মানের ডালিম গাছ হয় যা তাদেরকে সুমিষ্ট ফল দেয়, যেগুলো স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। যেহেতু ডালিম ফলের খোসা ও দানার রং অত্যন্ত গাঢ় ও অমোচনীয় এবং কাপড়-চোপড় ও ঘরের আসবাবপত্রে লাগলে তা উঠে না এর দানার পরিমাণ অধিক হওয়ায় এগুলো সংরক্ষণ করাও মুশকিল হয় এবং খুব সহজেই কাপড়-চোপড়, বৈঠক খানার বিছানায় ও আসবাবপত্রে পড়ে যায়। বিশেষ করে এগুলো যখন ছোট ছোট বাচ্চা ও শিশুরা খায়।

তাই এই দারুচিনি দ্বীপের মাতৃকূল তাদের উচ্চশিক্ষা ও তাদের প্রজ্ঞা দ্বারা অনুধাবন করতে পারেন, ডালিম ফলের কোন দানা যেন কাপড়-চোপড় ও আসবাবপত্রে না পড়ে- সে অভিপ্রায় নিয়ে বাচ্চাদের উপর হুকুম জারী করলে কোন সুফল বয়ে আনবে না। বাচ্চাদের আদেশের কথা স্মরণ রাখা ও তা পালনে জটিলতার কারণে ও দ্রুত তাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে বাচ্চারা যে সমস্ত কাজ-কর্ম করে সাথে সাথে যে সমস্ত কর্মকান্ড ও খেলাধূলা চর্চা করে, সে সমস্তের প্রতি তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে না। একারণে সে

দ্বীপের মাতৃকূল এমন অভিনব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন যা শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং অভিষ্ট কর্ম সম্পাদনে তাদের আগ্রহ জাগ্রত করে তোলে সেটাকে কোন প্রকার আদেশ মনে না করে বা তাদেরকে এর উপর বাধ্য না করেই।

আর সে কৌশলটি ছিলো এরকম সে দ্বীপের মাতৃকূল তাদের সন্তানদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, প্রতিটি ডালিম ফলের ভেতর একটি করে দানা থাকে যা জান্নাতের ডালিম ফলের দানা। তাই যে ডালিম ফলের প্রতিটি দানা খাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হলো এবং সবগুলো দানাই খেলো, সে যেন জান্নাতের ডালিম ফলের দানাটিও খেলো।

এভাবে মায়েরা তাদের সন্তানদের অন্তরে আগ্রহ ও স্পৃহা জাগ্রত করতেন সমস্ত আগ্রহ নিয়ে একটি ডালিম ফলের প্রতিটি দানা খাওয়ার ব্যাপারে যেন সেগুলোর মধ্য হতে একটি দানাও খাওয়া থেকে বাদ না পড়ে বা কোথাও পড়ে না যায়।

এই সূক্ষ্ম শিক্ষনীয় কৌশলটি প্রতিটি ইতিবাচক ভালোবাসা ও আগ্রহের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্বুদ্ধকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটা বাস্তবে একটি শিশুকে ঐ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়, যা তার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে ও আশা করা হচ্ছে। আর সেটাই হচ্ছে সফল ও সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতিসমূহের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিটি পিতা ও মাতাকে তা অনুধাবন করা একান্ত জরুরী তাদের ছেলে ও মেয়েদেরকে সক্রিয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হলে এর বিকল্প নেই।"

বায়দাবা বলেন, আমি পন্ডিত ইবনে বতুতাকে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যা তিনি তার জীবদ্দশায় একটি খারাপ শিক্ষাদৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখেছেন। আর তা হলো শিশুদের অন্তরে ভয়-ভীতি ও ভীরুতার অনুভূতি জাগ্রত করার পদ্ধতিতে শিশুদেরকে লালন-পালন করা ও শিক্ষা দেয়া।

পন্ডিত ইবনে বতুতা বলেন, হে বায়দাবা, খারাপ শিক্ষা হলো ঐ শিক্ষা, যা কঠোরতা, আদেশ ও ভীতি প্রদর্শণের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশুর অন্তরে ভীরুতা, কাপুরুষতা ও বাধ্যতা স্বীকারের বীজ বপন করে এবং যা সমাপ্ত হয় বিরোধী মনোভাব দ্বারা প্রত্যাখান ও ঝগড়া বিবাদের চরিত্রে অথবা কাপরুষত্ব ও ভীরুতার চরিত্রে এবং পরাধীনতা ও অপমানের অনুভুতিতে কিংবা মিথ্যা ও কপটতার বৈশিষ্ট্যে। যেভাবে শিশু ও তার শিক্ষাগুরুর মধ্যেকার সম্পর্কের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহ, শিশু লালন পালন ও তার সাথে আচার-আচরণে শিক্ষাগুরু যার আশ্রয় নেন। তিনি নির্মাতাদ্বীপের সুস্থ ও উত্তম মাতাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিনি আমাকে খারাপ শিক্ষার অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত প্রদান করলেন, যেখানে মায়েরা শিশুদের লালন-পালন করতে তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করার আশ্রয় গ্রহণ করে।

পন্ডিত বলেন, "তুমি জান হে বায়দাবা, এটা নিরাপত্তা পূর্ব যুগেও ছিলো এবং এখনও তা অনেক দেশেই আছে। আজ পর্যন্ত যে বিষয়টি বিলুপ্ত এবং যার কোন অস্তিত্ব নেই। এরূপ অবস্থাতেও মায়েরা তাদের শিশুদেরকে সূর্যাস্তের পর বাড়ি থেকে বের হতে দিতে ভয় পায়। প্রেতাত্মা ও সম্প্রদায়ের খারাপ মানুষ তাদেরকে কষ্ট দিতে পারে, একারণে।

আর এ অবস্থা প্রতিরোধের জন্য কোন কোন মূর্খ্য মাতা কোন এক দেশে, যে দেশের মায়েরা সন্তান লালন-পালনের গুরুত্ব ও শিক্ষা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল নয়, তারা ভীতি প্রদর্শনের কৌশল হিসেবে তাদের ছোট ছোট সন্তানদের অন্তরে 'জুজু'র ভয় ও ভীতির সঞ্চার করে। তারা সন্ধ্যা হওয়া ও অন্ধকার নেমে আসার পরে যেন বাড়ির বাইরে না যায়। আর এই খারাপ কৌশলটি ছিলো "জুজু বুড়ির" গল্প। কেউ কেউ আবার তাকে ভূত বলেও সম্বোধন করতো।

এদের একটা হতে আরেকটার পরিবেশ ছিলো কিছুটা অন্ধকার ও ভিন্ন। এদের ছিলো হরেক রকমের সব বিচিত্র বিচিত্র নাম! আর তা ছিলো একটি দুষ্ট জিনের রূপকথা। যে মেয়েদের পোষাকে ছদ্মবেশ ধারণ করে আসে। সূর্য্য ডোবার পর যখন অন্ধকার নেমে আসে তখন সে পাহাড়ী পথ ও বাড়ী-ঘরের মাঝে সংকীর্ণ অলি-গলিতে চলাফেরা করে এবং শিশুদের প্রতি ওৎ পেতে থাকে। এই সমস্ত সংকীর্ণ-নীরব স্থানে শিশুদেরকে ব্যাথা দেওয়ার জন্য এবং হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য।

রূপকথার এই ভূতের আকৃতি কোন নারীর কাছেই ভিন্ন ছিলো না। শুধুমাত্র কোন কোন নারীর মতে তাদের মানুষের মত পা ছিলো না; বরং তার ছিলো গাধার পায়ের খুরের মত শক্ত খুর। এ কারণে শিশুদেরকে রাত্রিতে ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না যেন এই ভূত তাদেরকে ব্যাথা না দেয় বা তুলে নিয়ে না যায়।

পন্ডিত ইবনে বতুতা বলেন, তুমি কল্পনা কর, এই খারাপ শিক্ষাকৌশল কীভাবে শিশুদের অন্তরে রাত্রি ও অন্ধকার সম্পর্কে ভয় ও ভীতির অনুভুতি জাগ্রত করে এটা শিশুদের অন্তরে রাত্রিতে বের হওয়ার ব্যাপারে ভীতির বীজ বপন করে। রাত্রিতে নিরাপত্তাহীন এবং অপরিচিত স্থানে বের হওয়ার প্রতি ভীতি সতর্ক করার পরিবর্তে! এটা এমন একটি বিষয়, যা নিঃসন্দোহে ঐ সমস্ত মায়ের ছেলেদের বীরত্ব ও দুঃসাহসিক অভিযানের আত্মাকে হত্যা করে ফেলে!

বায়দাবা বলেন, "আমি পন্ডিত ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনায় এই জাতীয় শিক্ষামূলক গল্প উল্লেখ করতে বেশী আগ্রহী ছিলাম। কারণ এর মাঝে পিতা ও মাতাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, উপদেশ এবং শিক্ষামূলক দৃষ্টান্তসমূহ যেন তারা সন্তান লালন-পালনে শিক্ষার মূল্য পরিমাপ করতে পারে। তাদের সন্তানদেরকে লালন-পালনে কোন একটি শিক্ষাকেও অবহেলা না করে। কারণ এটা তাদের অন্তরে কখনও কখনও বিপদজনক খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। এই খারাপ প্রভাবসমূহকে তারা তখন অনুধাবন করতে না পারলেও পরবর্তীতে তারা তা অনুভব করতে পারবে। তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেলে, মানসিক বৃদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করলে এবং সময় চলে যাওয়ার পর যখন অনুভব করলেও কোন লাভ হবে না।

বায়দাবা নির্মাতাদ্বীপের কাহিনী হতে তার স্মৃতি চারণ করতেই থাকলেন। সে সমস্ত বিষয় নিয়ে নির্মাতাদ্বীপের কাহিনী হতে যেগুলো তাঁকে বর্ণনা করেছেন বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরু পন্ডিত ইবনে বতুতা তার সাক্ষাতে। কেমন করে ইবনে বতুতার হৃদয়ে ঐ সমস্ত বিষয়াদি দাগ কেটেছে যা তিনি লক্ষ্য করেছেন সে দেশের সন্তানদের মাঝে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সুন্দর লালন-পালন ও সুশিক্ষার ফলে তারা দক্ষতা, সৃজনশীলতা, চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের বীরত্ব মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উপভোগ করতো। তাদের অন্তর ছিলো গর্ব, মর্যাদা ও সম্মানের অনুভূতিতে ভরপুর, পূর্ণ বিনয়াবনত এবং লোক দেখানো ও কপটতা মুক্ত। তাদের ছিলো প্রচুর শিল্প ও কৃষি কর্ম। তাদের কাউকেই তুমি বেকার পাবেনা, যা তাদের প্রশাসনিক পরিকল্পনা, তাদের সন্তানদের সুন্দর লালন-পালন, তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা ও সঠিক শিক্ষা প্রদানের প্রমাণ বহন করে। সেই সাথে সাথে এ প্রমাণও বহন করে যে, তাদের আছে উন্নত বিদ্যালয় ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউশন।

তারা গুরুত্ব আরোপ করতো মাতৃত্বের প্রতি, শিশুর প্রতি আর গুরুত্ব আরোপ করতো কিশোরদের প্রতি। তাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম যে জিনিষ বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা দেখেছেন এবং শুনেছেন, তা'হলো সেখানে কোন প্রতিষ্ঠান ছিলো না যা মাতৃত্ব ও দায়িত্বকে লালন-পালন করে এবং তাকে শিক্ষা প্রদান করে। বরং তাদের কাছে ছিলো এর চেয়েও উত্তম বস্তু। সেখানে শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক বা বিনোদনমূলক কোন প্রতিষ্ঠান ছিলো না যা শিশুদলসমূহের বিকাশ সাধন করে, তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন করে বা তাদের পিতা-মাতার শিক্ষা উন্নয়ণ করে, তাদের সচেতনতা এবং শিক্ষামূলক সক্ষমতাকে উন্নয়ন করে। কিন্তু তুমি শুধুমাত্র যে জিনিষটি তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুন্দরতম অবস্থায় পাবে, তা'হলো তারা ছোট্ট ছোট্ট শিশু ও কিশোরদের প্রতি গুরুত্বারোপ করতো। যে কাজটি তারা সারাদিন

ব্যাপী চর্চা করতো, বছরের প্রতিটি দিন, শীত ও গ্রীষ্মে , শরৎ ও বসন্তে, বর্ষা ও হেমন্তে সব কার্যক্রম ও দক্ষতা শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার পাঠাশালাসমূহে। তাদের সভা ও ক্যাম্পসমূহে, শহর ও গ্রামসমূহে, উপত্যকায় ও পাহাড়ের চূড়াসমূহে এবং সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ও নদীর তীরসমূহে।

বায়দাবা বলেন, শিক্ষাগুরু বিশ্বপরিব্রাজক যখন এই দ্বীপের পরিবার, নারী ও তার সফলতা এবং মর্যাদা সম্পর্কে কথা বলছিলেন তখন উপস্থিত একজন সম্ভ্রান্ত নারী জিজ্ঞাসা করলেন, সে দ্বীপের নারীরা পুরুষদের সাথে এবং স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের সাথে কীরূপ আচরণ করে হে শিক্ষাগুরু?

তিনি এর আশ্চর্যজনক একটি উত্তর দিলেন যার মধ্যে রয়েছে অনেক অদ্ভুত হাস্যরস ও মজার ব্যাপার। সম্মানিত শিক্ষাগুরু বললেন, ভাই ও বোনেরা, নির্মাতাদ্বীপের স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের সাথে আচরণ করে গাধা পালকের মত। অর্থাৎ গাধার মালিকের মত যিনি গাধার স্বত্ত্বাধিকারী এবং এই গাধা দিয়ে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। বায়দাবা বিশ্বপরিব্রাজক পন্ডিতের হঠাৎ করে এরকম হাস্যকর অদ্ভূত উত্তর শুনে বললেন, হে শিক্ষাগুরু, আপনাকে একজন রসিক ব্যক্তি ছাড়া আমার আর কিছুই মনে হচ্ছে না! আপনি এই দ্বীপ ও দ্বীপবাসীর প্রশংসা করছেন অথচ আপনি পুরুষদের সম্পর্কে কীভাবে একথা বললেন যে, তারা সেই চমৎকার দ্বীপে গাধা পালকের মত আচরণ করে?

ইবনে বতুতা বললেন, হে পন্ডিত একথা শুনে তুমি আশ্চার্যান্বিত হয়েছো, এটা তুমি ঠিকই করেছো। কিন্তু কথাটির মর্ম বুঝতে হলে তোমাকে একটু ধীর ও স্থীরভাবে চিন্তা করতে হবে হে বিজ্ঞ পন্ডিত। তা'হলে তুমি আমার কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। কারণ আমি তোমাকে যা বললাম তার মধ্যে অনেক প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। হায়, এযুগের প্রতিটি নারীই যদি এর মূল্য বুঝতো ও অনুধাবন করতো! বিশেষ করে আমরা সম্প্রতি দিনগুলোতে যুব সমাজ ও স্বামী-স্ত্রীদের যে অবস্থা দেখছি এবং বিভিন্ন কারণে তাদের মাঝে যে সমস্ত পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ, বাক-বিতন্ডা ও নির্বোধ বিষয়াদি সংঘটিত হচ্ছে সে প্রেক্ষাপটে। দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, তাদের মাঝে আশ্চর্যজনকভাবে তুচ্ছ তুচ্ছ জটিলতার অধিকাংশই সমাপ্ত হচ্ছে তালাকে। ফলশ্রুতিতে পুত্র ও পিতাগণ দূর্ভাগ্যের স্বীকার হচ্ছে।

বায়দাবা বলেন, আমি শিক্ষাগুরুকে বললাম, আপনার কোন দোষ নেই হে সম্মানিত পন্ডিত। আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করুন একথা দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। আপনি আমাকে ও আমার সকল ভাই-বোনকে ধৈর্য্যসহকারে নীরবতা অবলম্বন করতে দেখবেন ইন শা আল্লাহ্।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, সম্ভবত তুমি জানো হে বায়দাবা, অতীত কালের যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিলো। শুধু অতীত কালে নয়, বর্তমান যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার কথাই ধর। কোন কোন অনুন্নত দেশের অনেক গ্রামে এখনও মালামাল পরিবহন করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর পিঠে যেমন উট, খচ্চর ও গাধা। গাধার অপরিসীম ধৈর্য্য, বহন ক্ষমতা, শান্ত বৈশিষ্ট্য ও পালন খরচ কম 'খাদ্য মূল্য সস্তা' হওয়ায় বহন ও পরিবহন কাজে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। আর গাধা পালকগণ অর্থাৎ গাধার মালিকগণও গাধা খরিদ করতেন, তার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ও যত্ন নিতেন যাদের প্রয়োজন হতো তাদের কাছে তাকে ভাড়া দেওয়ার জন্য। এভাবে এ থেকে যে অর্থ পেতেন তাতেই তার জীবন জীবিকা নির্বাহ করতেন।

আর একারণেই গাধার মালিক প্রতিদিন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তার গাধার প্রতি যত্ন নিতেন এবং তাকে যত্নসহকারে খাওয়াতেন, পানি পান করাতেন, তার বাসস্থান পরিস্কার করে দিতেন। এভাবে তাকে সংরক্ষণ করতেন এবং তাকে দিয়ে প্রতিদিনের কষ্টসাধ্য কাজ হাসিলের উদ্দেশ্যে তার স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এভাবে তাকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে নিজের কাজ হাসিল করে নিতেন এবং তার আয় দিয়ে নিজেরা জীবকা নির্বাহ করতেন।

কখনও কখনও গাধার মালিক নিজের প্রতিও এতটুকু যত্ন নিতেন না, যতটুকু যত্ন নিতেন তার গাধার প্রতি। কারণ যদি তিনি যত্ন না নেন, তা'হলে তার গাধাটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে এবং সে মারা যাবে। এভাবে তার মূলধনটি বিনষ্ট হয়ে যাবে, সেই সাথে তার সহজ ও সুন্দর আয়ের উৎস্যটিও।

হে বায়দাবা, আর দ্বীপটির বয়স্ক মহিলাগণ তাদের মেয়েদের দাম্পত্য জীবনের পূর্বে, তাদের কচি বয়সে, যৌবনের শুরুতে ও বিয়ের প্রাক্কালে তাদের মেয়েদেরকে এই বলে উপদেশ দিতেন, তার যেন এই পর্যায়টিতে তাদের পরিবার ও স্বামীদের যত্নকেই তাদের কাজকর্মের তলিকায় সর্বাগ্রে রাখে। সে সময়টি অবশ্য নারীদের উর্বর গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের অত্যন্ত মোক্ষম সময় এবং তাদের লালন-পালনের উপযুক্ত বয়স। এসময়টিতে নারীরা যেন তার সন্তানের পাশাপাশি তাদের স্বামীর প্রতিও গুরুত্বারোপ করে। সন্ধায় সে যখন ঘরে ফেরে তখন যেন তার প্রতি ঐরূপ যত্ন নেয়, যেরূপ গাধার মালিক তার গাধার প্রতি নেয়। এতে করে তার স্বামী সকালে গাধার মালিকের গাধার মত ঘুম থেকে ওঠে প্রাণবন্ত ও কর্মক্ষম অবস্থায় নিজের জন্য এবং তার আশে-পাশে যারা আছে তাদের প্রয়োজনের জন্য শক্তি সঞ্চার করে। সে দ্বীপটিতে স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের সাথে জীবন যাপন করতো সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে এই প্রজ্ঞাময় রাজনীতি নিয়ে এবং এই স্বর্ণালী প্রজ্ঞা

নিয়ে। কারণ তাদের ফিতরাত বা প্রকৃতির প্রাধান্যের প্রতি সাড়া প্রদানের ফলে তাদের সন্তান একনিষ্ঠতা, ভালোবাসা ও সম্প্রীতিতে পরিবার ও স্বামীদের যত্নের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তো। আর যেহেতু তারা পথচ্যুত না হয়ে রাত্রিতে যখন তাদের স্বামীগণ দিনের কাজকর্ম সেরে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাড়ীতে ফিরতেন তখন তাদের স্বামীদের আরামের প্রতি অত্যন্ত যত্ন নিতেন। তাই তারা তাদের সামনে আনন্দ ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে যেতেন, তাদেরকে শান্তনা দিতেন, তাদেরকে কাছে টেনে নিতেন, তাদের সান্নিধ্যে যেতেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটাতেন। একারণেই স্বামীগণ তাদের স্ত্রীদেরকে খুশী করার কোন প্রচেষ্টাই বাদ দিতেন না এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রয়োজন মেটাতে সর্ব প্রচেষ্টা ব্যায় করতেন। ঐ সমস্ত নারীদের গুণাবলী সম্পর্কে এটাই হলো আমার সে কথার ব্যাখ্যা যা আমি ব্যাক্ত করেছি একটি বহুল প্রচলিত উপমার মধ্যমে। এটা একটি সংক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাময় উক্তি যা স্ত্রী স্বামীকে বোঝার গুরুত্বকে ব্যক্ত করে আর ব্যক্ত করে তার সুন্দর আচরণকে। তার স্বামী রাত্রিতে হন তার রক্ষী (পাহারাদার) আর দিনে হন তার মজুর। আর এলক্ষ্যে সে দ্বীপের পিতাগণ প্রত্যেক নামাজের পর তাদের মেয়েদের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করেন,

"আল্লাহ্ পাক যেন তাদের বাজার করেন আগুন এবং তাদের ক্রেতা যেন হয় গাধা।"

কারণ হলো বাজারে পণ্য বিক্রেতার কাছে পণ্য প্রদর্শণীর চেয়ে পণ্যের চাহিদাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। একারণেই ব্যবসায়ীগণ অতীতে এবং আজ পর্যন্ত বলে থাকেন, "ভালো বাজার; ভালো পণ্য নয়"। হে বায়দাবা, তুমি একথার মর্ম অনুধাবন করতে পারবে না। এখানে গাধার মর্ম হলো একজন ধৈর্যশীল ও শক্তিধর ব্যক্তি। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ তাদের ভুল ধারণা বশতঃ যে নির্বোধ বুদ্ধিহীন ও বোকা বলে গাধাকে অপবাদ দেয়, এর অর্থ তা নয়। যেমন তারা গাধার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাকে ধরে নিয়েছে নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী হিসেবে। এ কথা ধারণা করে মানুষ গাধার উপর কী জুলুমই না করেছে! সেই সাথে সাথে মানুষ একজন ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু ব্যক্তির সাথেও কেমন অবিচার করেছে!! আর একারণেই সাধারণ মানুষ বলে হে বায়দাবা, 'জেলখানায় অত্যাচারিত কারা আছো'।

একথা শুনে প্রথম সাবির শেষ প্রান্ত হতে এক যুবক উঠে হাঁসতে হাঁসতে বললো, "আপনি সত্য বলেছেন হে শিক্ষাগুরু। যদি বিবাহিত পুরুষদের গাধার গুণ ও বুদ্ধি না থাকতো তা'হলে তারা বিয়ে করতে পারতো না।"

এই টিপ্পনীর কারণে পন্ডিত শিক্ষাগুরু এবং মিলনায়তনে উপস্থিত সবাই এক ঝলক হেঁসে নিলেন। গাধার সাথে যে ঠান্ডা ও বিদ্রুপ করা হয় তা দেখে বায়দাবা নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনিও এই বলে টিপ্পনী কাটলেন, "আমরা গাধার প্রতি কি জুলুমটাই না করি, চাই সে প্রাণী হোক অথবা মানুষ!"

একথা শুনে একজন বয়স্ক মহিলা বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হে পন্ডিত বায়দাবা, আমরা অনেক নারীই আমাদের স্বামীদের প্রতি জুলুম করি। আমাদের নিজেদের এবং আমাদের সন্তানদের বোঝা বহনে আমাদের স্বামীগণ যে কষ্ট ও পরিশ্রম করেন আমরা তার মূল্যায়ন করি না। এভাবে আমাদের বোঝা বহনের ভারে ও কঠোর পরিশ্রম করে যখন তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তখন আমরা আফসোস করি ও অনুতাপ করি, তখন আফসোস ও অনুতাপ কোন উপকারে আসে না।"

এ পর্যায়ে এসে শিক্ষাগুরু বিশ্বপরিব্রাজক বললেন, যখন আমরা দুঃখ-দুর্দশা ও হাসি-উল্লাসের দিন অতিক্রম করি তখন আমরা বুঝতে পারি নির্মাতাদ্বীপের স্বামীগণই সুখী। এর কারণ হলো তাদের প্রতি তাদের স্ত্রীদের প্রেম, ভালোবাসা ও আদরের বিবেচনায় তাদের সাথে গাধার মত আচরণ করা হয়। গাধার স্ত্রী হয়ে স্বামীদের কাছ থেকে শ্রম ও ত্যাগ-তিতীক্ষা পেয়ে তাদের স্ত্রীগণও কম সুখী নয়!

হে বায়দাবা, আমরা গাধার প্রতি জুলুম করি! অথচ প্রকৃতপক্ষে গাধার রয়েছে অনেক উত্তম গুণাবলী। আর পরিবারের নিকট সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি স্বামী গাধার এই সমস্ত উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন। হায় এ যুগে আমাদের সমস্ত নারীই যদি একথা উপলব্ধি করতে পারতো এবং তাদের স্বামীদের সাথে গাধার রাখালের মতো আচরণ করতো!

হে বায়দাবা, এটা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। কারণ হলো অধিকাংশ ভালো পুরুষের গুণাবলী গাধার গুণাবলীর মত। গাধা হলো শক্তিশালী, ধৈর্য্যশীল, মেধাবী, উত্তম গুণাবলীর অধিকারী, অধ্যবসায়ী, শান্ত প্রকৃতির এবং কঠিন ও সহিষ্ণু একটি প্রাণী। তার চরিত্রে কোন কঠোরতা ও প্রত্যাখান নেই এমন কি এর মালিক যদি এর গলায় এর পরিচালনার রশিও ঝুলিয়ে দেয় তবুও সে তার পথ চলে। সেই পাহাড়ী উঁচু-নিচু পথ যে পথে সে চলতে অভ্যস্ত কোন পরিচালক ও পথপ্রদর্শক ছাড়াই।

হে বায়দাবা, গাধা ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হয় না কিন্তু তাকে যদি অত্যন্ত বেশী কষ্ট দেওয়া হয় তখন সে রাগান্বিত হয় এবং সে বিগড়ে যায় ও তাকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন সে কষ্টদায়ক ব্যক্তিকে তার পেছনের মজবুত খুরদ্বয় দ্বারা লাথি মারতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। এভাবে সে তার কষ্টের প্রতিশোধ নেয় এবং নিজের কাছে থেকে তাকে চিরতরে দূরে ঠেলে দেয়। যে সমস্ত পুরুষ উত্তমরূপে ললিত-পালিত হয়েছে, তাদের এরূপ গাধার গুণাবলী রয়েছে এবং তাদের যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে তাদের স্ত্রীদের অধীনস্ততা স্বীকার করে চলার মত এবং স্ত্রীদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করার মত। এ সবই সম্ভব যদি নারীরা জানে কীভাবে তাদের স্বামীদের সাথে আচার আচরণ করতে হবে।

আর সে কারণেই প্রিয় ভাই ও বোনেরা, প্রত্যেক সমাজের জন্য এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমাজের মানুষ সর্বদা সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা কামনা করবে এবং সে লক্ষ্যে কাজ করবে। সে সমাজের সন্তানেরা যেন সর্বদা সৃষ্টিগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য *(ফেতরাত)* এবং প্রত্যেক শ্রেণীর নারী ও পরুষদের প্রয়োজন অনুধাবন করে সেই সাথে সাথে বুঝার চেষ্টা করে। অত:পর সমাজের শিক্ষাগুরুগণ, পিতা-মাতা ও সমাজের গুরুজন ও মুরুব্বীগণ যেন তাদের পিতা মাতাকে ও পরিবারিক শিক্ষা সংস্কৃতি উন্নয়নে কাজ করেন। আর তা হতে হবে সুনিয়ন্ত্রিত লালন-পালন ও শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে যেন স্বামী স্ত্রী এবং ছেলে বা মেয়ে জানতে পারে তারা সমাজের অভ্যন্তরে এবং পরিবারের গন্ডির ভেতর পরস্পর পরস্পরের সাথে কীরূপ আচরণ করবেন, কীভাবে তারা একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবেন, একে অপরের সহায়তায় পরিপূর্ণতা অর্জন করবে এবং কীভাবে অংশীদার ও শরীকগণের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের কাছ থেকে ন্যায় ও ইনসাফ হাসিল করবে যেন ভালোবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, স্থিতিশীলতা ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মাঝে এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মাঝে।

হে বায়দাবা, আমাদেরকে অবশ্যই আগ্রহী হতে হবে আমাদের সন্তানদের হৃদয় ফিতরাতগত (প্রাকৃতিক) মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের উৎপাদন ও উন্নয়নের ভিত্তিতে আমাদের সন্তানদেরকে লালন-পালন ও শিক্ষা দান এবং তাদেরকে বড় করে তোলার ব্যাপারে যেন নিজেদের পরিবার গঠনে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুচারুরূপে পালন করতে পারে। এটা সমাজ গঠনের মূল ভীত এবং পরবর্তীতে তা সুনাগরিক গঠনের নার্সিং হোম। আর সেটাই হলো তাদের প্রকৃত বেড়ে ওঠার সৌভাগ্যবান শিক্ষা ও লালন-পালন এবং তাদের শক্তি ও সক্ষমতা নির্মাণ।

হে বায়দাবা, অন্তরে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব প্রকৃতির মূল উপাদান হলো মায়ের কাছে ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গ এবং বাবার কাছে দান, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়ণতা। যখন এই মূল উপাদানটি পিতা ও মাতার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র থেকে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের ভূমিকাসমূহ মিথ্যায় পর্যবসিত হয়, হে বায়দাবা, তখন পরিবারের ভীত ধ্বসে পড়ে এবং পিতা ও মাতাগণ একই সাথে হতভাগা হয়ে পড়ে এবং সেই সাথে সাথে একটি সমাজ থেকে ভালোবাসার সজিবতা, আত্মীয়তার বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর ধ্বংসের আর কোন উপাদানই অবশিষ্ট থাকে না, শুধুমাত্র সময় উপাদান ব্যাতিত। এভাবে সমাজ নির্মাণের ভিত্তিতে সৃষ্ট ফাটল প্রসস্ত থেকে প্রসস্ততর হতে থাকে এবং এক সময় তা সামজের অধ:পতন ও ধ্বংসে পর্যবসিত হয়।

বায়দাবা বললেন, হ্যাঁ আপনি যথার্থই বলেছেন হে বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু। হায়, আমাদের যুগের ছেলে-মেয়েরা যদি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল উপাদানসমূহ অনুধাবন করতে পারতো। প্রত্যেকে একে অপরের আরাম ও আয়েশের জন্য কাজ করতো হায়, প্রত্যেকে যদি সুন্দর ও সুচারুরূপে তার দায়িত্ব পালন করতো, তারা প্রত্যেকে যদি পরিপূর্ণরূপে দায়িত্বকে পালন করতো। প্রত্যেকে যদি তার নিজের পক্ষ হতে অতিরঞ্জিত না করে, বাধ্য-বাধকতা এবং চাপ প্রয়োগ ব্যতিত নিজ দায়িত্ব পালন করতো। এগুলো যদি সঠিক ও সুষ্ঠু পিতৃ-মাতৃক শিক্ষার বদৌলতে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতো যা পাঠশালা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভবিষ্যতের পিতা ও মাতাদের মৌলিক শিক্ষায় বাস্তবায়িত হওয়া একান্ত জরুরী। বিশেষ করে এগুলোর মধ্য হতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যখন তারা বিবাহ বন্ধনের দ্বার প্রান্তে এবং পরিবার গঠনের সন্নিকটে পৌছবে।

হে বায়দাবা, এটা যদি প্রতিষ্ঠিত হতো -আমরা অত্যন্ত আগ্রহী ও আশাবাদী, তা প্রতিষ্ঠিত হোক-তাহলে আমরা দেখতে পেতাম না, যা আজ আমরা অনেক যুবকের মাঝে বর্তমান সময়ে দেখছি বিভিন্ন প্রকার অমিল, বনিবনার অভাব ও ঝগড়া বিবাদ, সহিংসতার বিস্তার, পরিবার ভাঙ্গন এবং পিতা ও মাতাদের দূর্ভাগ্য ও ভাগ্য বিপর্যয়। বিজ্ঞ পন্ডিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, এটাই সবকিছু নয় হে বায়দাবা, এখানে সমাজের ওপর অনেক অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে যা নারী ও মাতৃ সমাজের জন্য পালন করা একান্ত জরুরী। আর সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের পরবর্তীতে যে পর্যায়টি আসে তাহলো উর্বরতা ও গর্ভধারণ, মাতৃত্ব, সন্তান জন্মদান এবং পারিবারিক শিক্ষা ও লালন পালনের পর্যায়ের পরে আসে। অর্থাৎ সে সময়টি হলো নারীদের বয়সের প্রায় চল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ হতে প্রায় পঁয়ষট্টি অথবা সত্তর বছর পর্যন্ত। যখন প্রতিটি নারী বয়সের এই সন্ধিক্ষণে অধিকাংশ মাতৃত্বের ভার হতে মুক্ত হয় এবং ইতোমধ্যে তার গর্ভধারণের সম্ভাবনাও কেটে গেছে এবং তার এক সময়ের ছোট ছোট বাচ্চারা বয়স্কপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছে। এই পর্যায়টিতে সে এখনও ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার দিক হতে সবচেয়ে উত্তম অবস্থায় অবস্থান করেছে এ সময়টিতে। অর্থাৎ মাতৃত্ব পর্যায়ের পরের সময়। আরও বিশেষভাবে উল্ল্যেখ করতে গেলে বলা যেতে পারে, চল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হতে নারীদের সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত সামাজিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ একজন নারীর কাছে প্রধান বিষয়, উত্তম বস্তু এবং সবচেয়ে মুল্যবান জিনিষ। এ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সে তার জীবনকে ভরে তুলতে পারে এবং এর মাধ্যমে সে তার সমাজের সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

একারণে ঐসমস্ত সমাজে যেখানে প্রকৃতপক্ষে নারী জাতির সংরক্ষণ, মাতৃত্বের রক্ষণাবেক্ষণ, পারিবারিক রক্ষণশীলতা, আত্মীয়তা সম্পর্কের বন্ধন এবং সামাজিক বিন্যাস ও শক্তি-সুস্থতা

বজায় থাকে, সে সমস্ত সমাজকে এমন কর্মসূচী ও আইন-কানুন প্রণয়ন করতে হবে যা মাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা মেটাবে এবং নিরাপত্তা বিধান করবে। অনুরূপভাবে নারীর জন্য মাতৃত্বের পরের পর্যায়টিতে কর্মক্ষেত্র এবং প্রয়োজনীয় পুনর্শিক্ষা কর্মসূচীও তৈরী করতে হবে যেন সে শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে পারে। তার জন্য অতিরিক্ত মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা ও মাতৃত্বের জন্য উৎসর্গ, সংসার ও পরিবার পরিচালনা অভিজ্ঞতা এবং জটিলতাসমূহ নির্বাচন করতে হবে। তাই চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সকে সমস্ত নারীর জন্য শ্রম বাজাদের প্রবেশের বয়স হিসেবে গণ্য করতে হবে যেমন করা হয় সুস্থনির্মাতাদেরদ্বীপ ও উপত্যকায়। তাহলে তারা সমাজকে উচ্চযোগ্যতা সম্পন্ন সফল মানবিক পরিচয় প্রদান করতে পারবে এবং একই সময় তা এমন একটি বিষয় হিসেবে গণ্য হবে যা ঐ সমস্ত ভদ্রনারী সমাজের অন্তরের খোরাক ও হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং কৌতুহল ও আগ্রহ পূরণ করতে পারবে। তাদেরকে লাভজনক, উপকারী ও ইতিবাচকভাবে কর্মব্যস্ত করে তুলবে যা নারীদের জন্য পরিবার ও মাতৃত্বের দায়িত্ব ও কর্ম সম্পাদনের পর কিছু সময় নির্ধারণ করবে এবং সঞ্চয় করবে। আর কিছু নয়, শুধুমাত্র নারীদের সেবায় ও সমাজের উপকারার্থে। শুধু তাই নয়, এটা বরং কর্মহীন শ্বাশুড়ীদের হস্তক্ষেপ হতে পারিবারিক ব্যস্ততা লাঘবেও সফল অবদান রাখবে যা যুব স্বামী-স্ত্রীদের জন্য বিরক্তির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময়ই তাদের বিষয়সমূহ জটিল করে এবং জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। আর তখনই কেবল বলা যায়, "তোমার শ্বাশুড়ী তোমাকে ভালোবাসেন"।

হে বায়দাবা, এসবের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো এই পর্যায়ে সামাজিক কার্যক্রমে নারীর কর্ম ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ তাতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান করে এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে সে আর্থিক ও মানবিকভাবে এর অত্যন্ত মুখাপেক্ষী হতে পারে। জীবনের নতুনত্ব ও সমস্যাসমূহের সম্মুখে তার মানবিক আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের জন্য, তার বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে যা অনেক সময় নারীর নিরাপত্তা, তার জীবনের স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজকাল অনেক সমাজেই যা সংঘটিত হচ্ছে তা বাস্তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তা'হলো অনেক সমাজই নারীদের যৌবনকালে ও তাদের মাতৃত্বকালীন সময়ে তাদের ঘাড়ে বিশাল কাজের ভারী বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটি হলো, নারীর জীবনের এই উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে তার মৌলিক মাতৃত্বের ভূমিকার সম্মুখে পরিশ্রম চাপিয়ে দিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়। তারপর আমরা দেখতে পাই সমাজ নারীকে বেকারত্ব ও কর্মহীনতার দিকে ছুড়ে মারে তার মাতৃত্বের সময় কাল ও তার গুরুত্বপূর্ণ কর্মময় সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, যা সমাজের সন্তানদের

জীবনে এবং তাদের স্থিতিশীলতার জন্য একটি অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। এর পর নারীকে তার মাতৃত্বের পর্যায় থেকে আরাম-আয়েশ ও বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় অথচ সে তখনও তার শারীরিক ও মানসিক শক্তির সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করছে। বরং সম্ভবত সে এই সময় তার সমকক্ষ পুরুষদের চেয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে বেশী কর্মক্ষম। কার্যতঃ প্রকৃতপক্ষে নারীদের দৈহিক গঠন বেশী মজবুত হওয়ার কারণে এবং এই বয়সে তার শরীরে যে হরমোনের পরিবর্তন ঘটার ফলে। এর কারণ হলো এই সময় নারীর শরীরে নারীত্বের হরমোন কমে যায় এবং পরুষত্বের হরমোন বৃদ্ধি পেতে থাকে যা তার ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়প্রত্যয়, কর্ম সম্পাদনের ইতিবাচক দিকসমূহকে শক্তিশালী করে তোলে। পুরুষদের ব্যাপারটি এর বিপরীত। কারণ এ পর্যায়টিতে পুরুষের পুরুষত্বের হরমোন কমে যায় এবং নারীত্বের হরমোন বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও তা অনেক সময় সৌভাগ্য বশতঃ দ্রুতগতিতে সংঘটিত না হয়ে ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়। এতে পুরুষের পরিপক্বতা বৃদ্ধি পায় ও তার একটি দিককে কোমল করে তোলে। ফলে তখন অতি সহজে পরুষের চোখে অশ্রু আসে নারীত্বের হরমোনের প্রভাবে। যে অবস্থাটিতে নারী অবস্থান করতো তার বয়সের শুরুর দিকে। হরমোনের এই প্রভাব পুরুষের শরীরে বিস্তার লাভ করে পুরুষের জীবন বার্দ্ধক্যে পতি হওয়া, তার শরীর দূর্বল হয়ে পড়া এবং কর্মক্ষমতার মান নিম্নমুখী হওয়ার পূর্বে।

হে বায়দাবা, এ কারণেই জাতির সুস্থ্য জনগণের উচিৎ তাদের পথ চলার প্রধান উপকরণ পরিবার ও নারীত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা, পরিবারের চরিত্র গঠনে মনোযোগী হওয়া, নারী ও মাতৃত্বের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং সামাজিক চারিত্রিক বন্ধনের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা রক্ষা করা। আর এগুলো হতে হবে পুনর্নির্মানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান্যসমূহ এবং নারী সত্ত্বার জন্য এবং বর্তমান বিশ্বের জন্য বিকল্প সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করতে হবে। যা সুষম মানবিক ফিতরাত বা প্রকৃতির জন্য আধ্যাত্মিক মূলনীতি ও ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত; লংঘন প্রবৃত্তি, বিকৃতি এবং প্রাণী মাতৃকতা বিলীন হওয়ার সীমা হতে অনেক দূরে। যা পারস্পরিক জুলুম ও সীমা লংঘনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সঠিক মানব আত্মিক ফিতরাতকে (প্রকৃতি) নাকোচ করে এবং নারী ও নারীত্ব নিয়ে ব্যবসা করে কোন প্রকার চারিত্রিক বাধা ব্যাতিরেকে এবং পরিবার ও সমাজের গন্ডির ভেতর কোন প্রকার শাস্তির তোয়াক্কা না করে। যেন নারী একটি পণ্য ও ডামীতে (প্রদর্শণের বস্তু) পরিণত হয়ে দোকানে দোকানে, রাস্তায় রাস্তায়, অফিসে অফিসে ঘোরাফেরা করে এবং পণ্যের প্রচার ও বিজ্ঞাপনের পর্দায় প্রদর্শিত হয়। সে তার আকর্ষণীয় রূপ যৌবন, অপরূপ সৌন্দর্য মেলে ধরে, তার সামনে, যে তাকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ বিনিময় প্রদান করে। তার সতীত্ব, আত্মমর্যাদা ও নারীত্বকে বিসর্জন দেওয়ার বিনিময়ে। নিজ শিশু সন্তানকে ভালোবাসা, স্বামীর সেবা-যত্নের প্রতি উদাসীন হয়ে এবং নিজ পরিবারের ও আপন ঘর

থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে। অথচ সে তখনও তার আপন দেহের অভ্যন্তরে ভরা যৌবন, রূপ-লাবণ্য, উর্বরতা, মাতৃত্বের সক্ষমতায় অবস্থান করছে।

বায়দাবা বললেন, আমি বিজ্ঞ পন্ডিত শিক্ষগুরুকে বললাম, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুক। কারণ আমরা এখন বুঝতে পারলাম আপনার কথার মর্ম ও গাম্ভীর্য্য। আপনার উদ্দেশ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলাম। জনগণ ও জাতিসমূহের এবং সুষ্ঠুধারার চিন্তাবিদগণের কর্তব্য, বিকল্প চিন্তা উপস্থাপন, বস্তুবাদী সমাজ এবং হারাম ভোগ বিলাসের ব্যবসারীরা যা প্রচলন করছে তার সমস্ত মিথ্যা কথা। গণমাধ্যমসমূহের প্রতারণা এবং অর্থের সর্ব প্রকার প্রলোভন সত্ত্বেও যা বর্তমান যুগে নারীকে ফেতনা-ফাসাদ, অবিচার ও নির্যাতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা যা করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট কাজ!

হে সম্মানিত পণ্ডিত, আপনাকে নির্মাতাদ্বীপ ও উপত্যকা সম্পর্কে আপনার বাকী কথাগুলোর বর্ণনা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিশ্বপরিব্রাজক বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু বায়দাবাকে একথা বলে উত্তর দিলেন, আলোচনার বিষয় আজ এই পর্যন্তই মুলতবি করো হে বায়দাবা, আগামী দিনের জন্য ইন শা' আল্লাহ। আজ আমরা যে আলোচনা করলাম তা যথেষ্ট হয়েছে।

বায়দাবা বললেন, সে দিন আমরা পন্ডিত শিক্ষাগুরুর আলোচনা সভা ত্যাগ করলাম এমন অবস্থায়, আমার এবং আমার ভাইদের শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতাকে ঐ দ্বীপ ও উপত্যকা সম্পর্কে আলোচনার পর আমরা বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার সাথে মোসাফাহা করে প্রস্তান করতে শুরু করলাম। তাঁকে শুধু সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করেই নয়; বরং পন্ডিতের বিড়ালকে দেখেত সন্ত্রস্ত হয়ে যে বিড়ালটি মজলিসে পন্ডিতের সামনে বসে দেখছিলো মজলিসে কী হচ্ছে। সে যেন একটি বিশস্ত পাহারাদার কুকুর, যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পাহারা দেয়া ও সংরক্ষণ করার জন্য। শিক্ষাগুরুর মজলিসে আগতদের মধ্য হতে কেউ মজলিসে প্রচলিত আদবের খেলাপ করছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। যদি কেউ আদবের খেলাপ করে, তা'হলে সে তাকে তার ধারালো সুন্দর শিকারী দাঁতগুলো বের করে এবং তার উজ্জ্বল রঙ্গীন গোল দুটি চোখ রাঙ্গিয়ে ধমক দিচ্ছে।

বায়দাবা বললেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে পন্ডিতের বিড়ালটিও একটি আশ্চর্য বিষয়। আমরা কখনও এত বুদ্ধিমান ও এত সুন্দর প্রাণী দেখি নি। এমন কি আমরা তার বুদ্ধিমত্তার সুন্দর বিশ্লেষণ দেখে ধারণা করতাম, শিক্ষাগুরু যা বলেন, সে তার সবটুকুই বোঝে। আল্লাহর কসম সে এত সুন্দর, পন্ডিত যখন মজলিসে প্রবেশ করেন, তখন সে তাঁর সম্মুখে থাকে, আবার যখন তিনি মজলিস থেকে বের হয়ে যান তখনও সে তার সম্মুখ

দিয়ে হেঁটে যায় এবং তিনি যখন কথা বলেন তাঁর সম্মুখে সে বসে থাকে সদাজাগ্রত ও সজাগ অবস্থায়।

সুধী পাঠকবৃন্দ, এ বিড়ালটির আরেকটি আশ্চর্য বিষয় হলো, সে প্রতিটি মজলিসে (বৈঠকে) উপস্থিত ব্যক্তিদের সারি দিয়ে একবার অথবা দুবার করে ঘোরা-ফেরা করতো। সে নিয়মানুবর্তিতা এবং শিক্ষাগুরুর মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাদের গতিবিধি ও আচরণের যথার্থতা পর্যবেক্ষণ করতো। আর এই সুযোটিতে আমরা তার পিঠের সফেদ লোমশ কোমল চামড়ার উপর হাত বুলিয়ে দিতাম সে যা করছে তার সমর্থনে এবং তাকে আদর করে। সে আমাদের প্রতি তাকিয়ে থাকতো এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে সহজ সরলভাবে সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে। তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসূচক গম্ভীর পদক্ষেপ আরও মন্থর হয়ে যেতে। আমাদের একজনের কাছেই দাঁড়িয়ে না থেকে সে বরং কখনও আমাদের কারও কাছে দাঁড়াতো। তার বসার ধরন বা অবস্থা তদন্ত করার জন্য এবং তার প্রতি তার হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে তার বাহুতে অথবা রানে চাপ দিয়ে তাকে সতর্ক করা বা দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে। উপবিষ্ট ব্যক্তি তার সাথে বাড়াবাড়ি না করে সুন্দরভাবে সোজা হয়ে বসতো অথবা তার পোষাক সুন্দর করে নিতো।

বায়দাবা বলেন, শিক্ষাগুরুর বিড়ালটি ছিলো শিক্ষাগুরুর মজলিসে বসার একটি আনন্দ এবং প্রিয় ঘনিষ্ট একটি সদস্য যে মজলিসের চারিদিকে ভালোবাসা, হৃদ্যতা, মৈত্রী ও বন্ধুতের পরিবেশ সৃষ্টি করতো। আর শিক্ষাগুরু তাকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, সে তাঁর মজলিস হতে কখনও দূরে থাকতো না এবং তাঁর হাত থেকেই কেবল সে খাদ্য গ্রহণ করতো। মজলিসের স্বেচ্ছাসেবকগণ যদি আমাদের মাঝে কোন খাদ্য পরিবেশন করতো তা'হলে সেখানে তারও একটি ভাগ থাকতো। আর তা হলো এক পিয়ালা দুধ, যা শিক্ষাগুরু তাকে অত্যন্ত আদর করে পান করাতেন। শিক্ষাগুরু তার সুন্দর কোমল পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিতেন তার প্রতি তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ এবং স্বচ্ছ, খাঁটি ও সুস্বাদু দুধ হতে সে তার যে অংশ পান করছে তার অনুমতি স্বরূপ।

॥ ২ ॥

কালো মেঘের গর্জন

বায়দাবা বলেন, আমরা পরের দিন মজলিসে পন্ডিতের সাথে বসে আছি। এমতাবস্থায় যে পূর্বের দিনের আলোচনা যেন আমাদের কাছে এখনও বাজছে। সে আলোচনায় তিনি নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তার প্রতি ন্যায় বিচার ও ইনসাফ এবং সঠিক শিক্ষা, রক্ষণশীল আইন প্রণয়ন ও সক্রিয় ক্রমবিকাশের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা রক্ষা করা সম্পর্কে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি করছেন। এদিনও আমরা এভাবেই পন্ডিতের পাশে বসে ছিলাম, আমরা তাঁর কাছ থেকে সেই দ্বীপ ও উপত্যকাটির কথা শুনছিলাম। আর তিনিও সেই দ্বীপ ও উপত্যকাটির কথা অবিরামভাবে বলে যাচ্ছিলেন। সেই দ্বীপের ও উপত্যকার সুন্দর শৃঙ্খলার কথা শুনে আমাদের মনে হতো, সেখানে রয়েছে আশ্চর্য ধরনের একটি আইন-শৃঙ্খলা, যেমন শিক্ষাগুরু বলছিলেন। এমন চমৎকার শৃঙ্খলার কথা শুনে আমরা মুগ্ধ ও আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তা হচ্ছে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিপূরকতা এবং তা সর্বপ্রকার বিচ্ছৃঙ্খলা, দূর্নীতি, ঘুষ ও পক্ষপাতহীন এবং জনসাধারণের সম্পদের অপব্যবহার থেকে মুক্ত। জনসাধারণের সম্পদের অপব্যবহার করা অথবা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব অবহেলা বা দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা বা দায়িত্বে ও কর্তব্য সম্পর্কে দূর্বল অনুভূতি থেকেও ছিলো সে দ্বীপবাসী মুক্ত। এর কারণ ছিলো সন্দেহাতীতভাবে গভর্নরদের বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ইনসাফ ও তাদেরকে পূর্ণ অধিকার প্রদান, সুন্দর শিক্ষা ও লালন-পালন এবং উত্তম প্রশিক্ষণ, সৃজনশীল ও আলোকিত প্রচার মাধ্যম। উত্তম পথের প্রতি আহ্বান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা এবং কোমলমতি শিশু-কিশোরদের অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধ ও সঠিক নৈতিকতার বীজ বপন। এই সমস্ত গণপ্রতিষ্ঠান, আইন প্রণয়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যাপক পরিমাণ একনিষ্ঠতা, দায়িত্ব সচেতনতা এবং স্বচ্ছতার উন্নয়ন করে থাকে। যে বিষয়টি দূর্নীতিবাজ ও দূর্বল নৈতিকতাবোধশীল ব্যক্তিদের মাঝে মানসিক রোগ বিস্তারের কোন সুযোগ প্রদান করে না। তাহলো ব্যক্তি স্বার্থপরতা এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পাদন, সম্পদের ওপর অনধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করা। একারণেই সে দ্বীপের জন্য এ বিষয়টি আশ্চর্যের ছিলো না, সেই দ্বীপটিতে কোন বেকারত্ব নেই এবং সেই দ্বীপটি ছিলো কোন প্রকার সহিংসতা ও অপরাধ মুক্ত অথবা প্রায় ছিলোই না বলা চলে। সেই দ্বীপের শহর ও গ্রামগুলোতে জীবনের প্রতিটি বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাপত্তার নিদর্শনসমূহ অনুভব করা যেতো।

বতুতা পন্ডিত বায়দাবা বলেন, সম্মানিত শিক্ষাগুরু, বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা সে দিন আমাদেরকে বললেন, এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট, জনসাধারণের প্রশাসন, কর্তৃপক্ষের

মুখপাত্র, সুস্থ ধারার স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি জনসাধারণের প্রশাসন থেকে উদ্ভূত আহ্বান এবং নৈতিক শিক্ষাই ছিলো সে জাতির সুস্থ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সঠিক নির্বাচনের প্রধান অনুপ্রেরণা। এর ফলে তারা সঠিক সময়ে সঠিক সীদ্ধান্ত গ্রহণ করতো এবং সঠিক বিষয়টি নির্বাচন করতো যা তাদের প্রশাসনের গতিবিধি সঠিক ও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতো যেন আদ্‌ল বা ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয়, সম্পদ ও আয়ের উৎসসমূহ সংরক্ষিত হয়, সৃজনশীলতা, কর্ম সম্পাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, সংহতি উন্নয়ন করে, পারস্পরিক সম্প্রীতির বিকাশ ঘটায়, দেশ রক্ষা করে এবং সকলের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিধান করে।

বায়দাবা বলেন, সম্মানিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবন কাটিয়েছে যে দিনগুলো তিনি সেই অপরূপ দ্বীপে অতিবাহিত করেছেন। এর কারণ হলো সে দ্বীপের অফুরন্ত সম্পদ, উন্নতমানের উৎপাদন এবং সে দেশের সন্তানদের বদান্যতা এবং তাদের উদার ও আন্তরিক আপ্যায়ন, তাদের উন্নত চরিত্র, স্বচ্ছ আচরণ, তাদের দেশ ও শহরসমূহের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা। সে দেশের সৌন্দর্য্য, সে দেশের প্রাকৃতিক মাধুর্য্য, যা তারা সংরক্ষণ করেছে এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে ও সুপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করেছে। কারণ তারা সবাই সে দেশের নাগরিক ও অধিবাসী এবং সেদেশ ও সে দেশের সম্পদের অংশীদার। তাদের সমস্ত কিছুই ছিলো এমন পরিকল্পিত যে, তাদের রাস্তা-ঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কোন প্রকার জানজটে শ্বাসরুদ্ধকর ছিলো না। পয়নিষ্কাসন ব্যবস্থা না থাকার ফলে এবং কল-কারখানার কালো ধোঁয়া ও বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থের কারণে। সে দেশে কোন ব্যক্তি কোন প্রকার রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হতো না

বায়দাবা বলেন, এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু, বিশ্বপরিব্রাজক আমাকে এ বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে বললেন, প্রকৃতপক্ষে নির্মাতাদ্বীপ বিভিন্ন দেশের জনগণের কাছে পরিচিত প্রাকৃতিক অবস্থার চেয়ে মোটেও ভিন্ন কিছু নয়। এটা ছিলো অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এবং অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। যেমনভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অনেক দেশে দান করেছেন।

যাহোক, আল্লাহ্‌র দেশসমূহের কোনটিই বঞ্চিত নয় যদিও এর রূপ ও গুণের কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেখানে পার্থ্যক্য ও বৈপরিত্য বেশি পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন দেশে ধরনে, পরিপূর্ণতায় ও সৌন্দর্য্য। একারণেই যে পার্থক্যটি এই দ্বীপকে অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র করেছে এবং এর মত সংক্ষিপ্ত অনেক দেশকেই। তা ভূমির পার্থক্য নয়; পার্থক্য হলো নাগরিকদের মাঝে এবং তারা যে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে। যে সমস্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি

নিয়ে- পার্থক্যটি হলো তাতে এবং তাদের চরিত্র ও নৈতিক মুল্যবোধে। এর ওপর ভিত্তি করে তাদের আচরণ, ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠেছে যেমনভাবে বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন। এ কারণে তারা মানবাধিকার ও মানুষের সম্মানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যেন সবাই মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করে। নাগরিকগণ যেন নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষপত্র উৎপাদনে প্রদর্শন করে তাদের সৃজনশীলতা। তারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং সুচারুরূপে তা সম্পন্ন করে এবং জনপদসমূহ ও তার অধিবাসীগণকে রক্ষা করে।

এ পর্যন্ত এসে বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা আলোচনা থেকে বিরতি নিলেন এবং তাঁর সেবককে ডেকে মেহমানদেরকে আপ্যায়নের জন্য তাঁর স্বজাতির রীতি অনুযায়ী কিছু খেজুর ও ফলের পানীয় আনতে বললেন তাদেরকে সন্তুষ্ট করাতে তারা যেন তাঁর ভালোবাসার স্মৃতি, সাহচর্য্য ও সহঅবস্থানের স্বাগতবাণী বহন করে নিয়ে যায়- একথা বিবেচনা করে। এটা অপরিচিত কোন ব্যক্তি অনুভব করতে পারে, বিশেষ করে অজ্ঞতার আশংকায় এবং অপরিচিতির অনুভূতি এবং সহানুভুতি ও হৃদ্যতার প্রতি তার প্রয়োজনীয়তার কারণে নিজের ঘর-বাড়ী ও আত্মীয়স্বজনদের থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে।

বায়দাবা বলেন, আমি বিজ্ঞ শিক্ষাগুরুকে বললাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই উষ্ণ আপ্যায়নের জন্য হে শিক্ষাগুরু। আমি আপনার কাছে এ কথা গোপন করবো না, আমি আপনার মজলিসের ডান দিকে ও বাম দিকে তাকালাম আল্লাহ পাকের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, আমি আপনার কাছে ঐ জিনিষ দেখতে পেলাম না যা বিভিন্ন দেশে বর্তমান যুগের সন্তানদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। যা নিয়ে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ শংকিত তা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আর তাহলো ধুমপানের ব্যাধি। অন্য ভাষায় যাকে বলা হয় 'ধুমপানের বদ অভ্যাস'। সেখানে একজাতীয় গাছের পাতাকে অনেক জনগণ তাদের মুখ দিয়ে জ্বালায় এবং জ্বলন্ত পাতার ধোঁয়া তাদের মুখ ও নাক দিয়ে ছড়ায়। ফলে তারা নিজেরাও তাদের ফুসফুস দ্বারা পোড়া তামাকের দূষিত ধোঁয়াযুক্ত বাতাস সেবন করে, যে ধোঁয়ার পোড়া কালো কারবন তাদের ফুসফুসকে কালো ও দুষিত করে ফেলে। এটা প্রত্যেক বার সেবনের সময় বাতাসের সাথে তাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। হে বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু, আপনি নিঃসন্দেহে একথা আমার চেয়েও ভালভাবে অবগত আছেন ঐ জিনিষ সম্পর্কে যা তারা বিড়ি বা সিগারেটরূপে গ্রহণ করে অথবা অন্য কোনরূপে গ্রহন করে থাকে, যেমন চুরুট, কলকি বা হুক্কা। কেউ কেউ তাকে আবার তামাক বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তারা এই কাজটি করে নির্বোধের মত এবং আশ্চর্যজনক সেবন লালসা সংবরণ করতে না পেরে। উল্লেখিত উপকরণগুলো নির্মাণেও তারা যথেষ্ট শৈল্পিক বিকাশের পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের মজলিসে তারা একে অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিবেশনা ও পরিচালনা করে থকে। তাদের নাক ও ফুসফুস দিয়ে এর উত্তপ্ত বাতাস সেবনের জন্য রাতের পর রাত বিনিদ্র

কাটায়। ধোঁয়ায় ও উত্তপ্ত বাতাসে তাদের মজলিস, কর্মস্থল এবং পরিবেশসমূহ দূষণ করে থাকে। এমন কি এর দ্বারা তারা ঐ সমস্ত লোকজনের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি সাধন করে যারা তাদের মত ধুমপান করে না কিন্তু মজলিসে উপস্থিত থাকে।

বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু, বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা বলেন, আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করুক, হে বায়দাবা! তোমার হৃদয়ে কি এ কথাই উদয় হলো। আমি কি এতটা অজ্ঞ ও নির্বোধ হবো! আমার মত একজন বিশ্বপরিব্রাজককে অবশ্যই অবগত থাকতে হবে। তুমি ধুমপানের ব্যাপারে কিছু জানো সে সাথে তোমাকে একথাও জানতে হবে যে, ধুমপানের কারণে মানুষের ফুসফুস ও বক্ষ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ক্যান্সারের মত ঘাতক ব্যাধী, যা এই বিষাক্ত জলন্ত কার্বন জাতীয় পদার্থ থেকে নির্গত হয়। নির্বোধ মুর্খের দল নিজেদের মূল্যবান অর্থ ব্যয় করে স্বাস্থ্যগত এসব বিপদ ডেকে আনার জন্য।

তুমি জেনে রেখো হে বায়দাবা, তুমি যখনই এই জাতীয় ক্ষতিকারক ও বিপদজনক কোন বাহ্যিক খারাপ বিষয় দেখবে কোন সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে, তখন জেনে রাখবে এর পেছনে এর চেয়েও বিপদজনক কোন ব্যাপার বিরাজ করছে। আর তা' হলো মাদকাসক্তি, সহিংসতা, বিবাহবিচ্ছেদ ও কুমার জীবন যাপনের কারণে পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধন ধ্বসে পড়া ও চরিত্র হননকারী বিষয়াদীর বিস্তার লাভ। সেখানে এ সমস্ত ট্রাজেডির সয়লাব এবং এর চেয়ে বেশী বিপদজনক বিষয়াদী ছড়িয়ে পড়বে। সে সমাজের অধিবাসীদের কর্তব্য পালনে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, পারিবারিক, দার্শনিক এবং সংবাদ মাধ্যমসমূহ দূর্বল হয়ে পড়ার কারণে। ফলে ধুমপান এবং ধুমপানজনিত রোগ-ব্যাধিতে তাদের সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস দূর্বল হয়ে পড়া, কুশিক্ষা এবং অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধী ছড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। সে সমস্ত সমাজের এটাই প্রকৃত ও বাস্তব চিত্র, যতই তারা বাস্তব সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করুক না কেন। যতই তারা তাদের রোগ-ব্যাধীর প্রকৃত কারণ অস্বীকার করুক না কেন। তাদের বিষয়াদি পরিচালনায় নিম্নমানের প্রশাসন, সে সমাজের অধিবাসীদের দূর্বল শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা অবনতির কথা যতই অস্বীকার করুক না কেন।

বায়দাবা বলেন, এপর্যন্ত বলেই বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু, বিশ্ব পরিব্রাজক স্তব্ধ হলে গেলেন। তিনি চিন্তা ও ধ্যানমগ্নতায় ডুবে গেলেন এবং স্মৃতি চারণ করতে থাকলেন। অতপর আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে বায়দাবা, তোমাকে ও তোমার ভাই-বোনদেরকে এ কথা পুনরাবৃত্তি করে বলবে। প্রত্যেক জাতি ও প্রতিটি দেশের জনগণ যেন তাদের ব্যয়ের অগ্রগণ্য খাত হিসেবে সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা এবং নাগরিক তত্ত্বাবধান খাতকে অবশ্যই প্রাধান্য দেয়। এটা জরুরী নয় যে, তারা শিক্ষাক্ষেত্রে শুধুমাত্র কৃতকার্য্য

হবে এবং নতুন প্রজন্মকে কিছু প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করবে। বর্তমান যুগে যাকে 'শ্রম বাজার' বলে অভিহিত করা হয়, সেখানে টিকে থাকার জন্যে। কারণ জীবন জীবিকা, কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা এবং সম্পদ কুক্ষিগত করা একটি অতিব জরুরী বিষয় বটে। কিন্তু শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট হবে না অবশ্যই সেই সাথে সাথে সুশিক্ষা ও সুষ্ঠু আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদীকে যদি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে ব্যবহার না করা হয় এবং এর নিরাপদ ও যথাযথ উদ্দেশ্যের প্রতি যদি গুরুত্ব আরোপ না করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই শেষ পর্যায়ে এসে এর ব্যবহারকারীদের ক্ষতি সাধন করবে। তাদের জন্য অভিশাপে পর্যবসিত হবে অনিষ্ট ও ধ্বংসের উপকরণ ও শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে। এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও দ্রুত এবং ধ্বংসাত্মক মাধ্যমে রূপ নেবে। যেমন আপনারা দেখছেন এ যুগে চারিত্রিক অবক্ষয়, সামাজিক ভাঙ্গন ও বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও গোত্রের মাঝে যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের হাতে যে সমস্ত সমরাস্ত্র, হত্যা ও ব্যাপক বিধ্বংস্বী অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞ দেখছো।

হে বায়দাবা, ওগুলো হচ্ছে ঐ সমস্ত জাতির অবস্থা, যারা শুধুমাত্র শিক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে কিন্তু সন্তানদের লালন-পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এর চেয়েও নাজুক অবস্থা ঐ সমস্ত জাতির, যারা শিক্ষা ও লালন-পালন উভয়েই সমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু হে বায়দাবা, তোমার একথা বুঝতে অসুবিধা হবে না, কোন জাতি শিক্ষায় কৃত কার্য হয়েছে কি না। কারণ সে জাতির যুব সমাজের ক্ষমতা ও দক্ষতা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের পেশাগত সৃজনশীলতা, সক্ষমতা ও শক্তির মধ্য দিয়ে এবং তাদের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি ও সমাজে তাদের বেকারত্বের হার হ্রাসের মধ্য দিয়ে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিষয় হলো সংস্কৃতির নির্মলতা ও শিক্ষার সফলতা নিরূপন করা। আর এটা আমি যেমন তোমাকে বলেছি, তুমি তা উপলব্ধি করতে পারবে একটি জাতির যুব সমাজের মাঝে। তাদের পরিপক্কতা, পারস্পরিক ভালোবাসা, কল্যাণের প্রতি তাদের আকৃষ্টতা এবং সত্য ও ন্যায়ের পথের প্রতি তাদের ভালোবাসা, দায়িত্ব পরায়নতা ও জনস্বার্থের প্রতি তাদের মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে। আমি জানি না হে বায়দাবা, ঐ জাতির কাছে কোন শিক্ষা আছে কি না, যে জাতির বিপুল সংখ্যক যুবক মাদক, নেশা ও অচেতনকারক বস্তুর শিকারে পরিণত হয়েছে, যার ক্ষতির কারণসমূহ কারও কাছেই অজানা নয়। এর ক্ষতি শুধুমাত্র শারীরিক নয়; বরং তা শরীরের সমস অঙ্গ প্রতঙ্গের ক্ষতি সাধন করে। এটা মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড এবং যকৃতেরও ক্ষতি সাধন করে থাকে। এর চেয়ে মারাত্মক হলো তা থেকে যে সমস্ত ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক বিষয়াদী প্রকাশ পায় তা মাদকের শিকার ব্যক্তিদের মেধা, মানসিক, সামাজিক ও দ্বীনি শক্তির উপর। তা সত্ত্বেও আমরা যা দেখি তা বাস্তবই দেখি এবং যা শুনি তা বাস্তবই শুনি। আমরা দেখতে পাই অনেক যুবকই

আত্মবিশ্বাস ও স্মৃতিশক্তি হীনতায় আক্রান্ত এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অবমূল্যায়ন ও অপারগতা তাদেরকে পরাভূত করেছে। তুমি দেখবে তারা সে সমস্ত ধ্বংসাত্মক মাদকে ডুবে আছে যা তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে এবং তাদের চোখের সামনে তাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করে ফেলছে। বদ অভ্যাস তাদেরকে পরাজিত করেছে এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তাদের আত্মবিশ্বাস ও স্মৃতিশক্তির দূর্বলতা ও কুশিক্ষা বিস্তার করেছে। আর সেটা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে সমস্ত প্রকার চিন্তাশক্তি, পরিণতির হিসাব ও দায়িত্ববোধ থেকে। এরকম অবক্ষয় ঐ সমস্ত জাতি ও জনগোষ্ঠীর মাঝে ঘটে না ও বিস্তার লাভ করে না যারা সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রক্ষণশীলতা বিষয়ক কার্যক্রম সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করে। তাদের প্রজন্মসমূহকে শিক্ষা দিয়ে লালন-পালন করে গড়ে তোলে এবং তাদের ছেলে মেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষার বিষয়কে সবচেয়ে প্রাধান্য দেয়।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় ধুমপান ব্যাধী ও ধুমপানজনিত কারণে ধুমপায়ী কিশোরদের ফুসফুসের ক্ষুদ্রাতিক্ষূদ্র কোষসমূহে যে দাহ্য কালো কার্বন পড়ে সেগুলো এবং মাদকাসক্তি ও নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনের ফলে যে সমস্ত রোগ-ব্যাধী হয়, ঐ সমস্ত শারীরিক রোগ-ব্যাধী পরবর্তীতে স্নায়বিক, মানসিক ও সামাজিক রোগ-ব্যাধীর দিকে ঠেলে দেয়। তা প্রকৃত অর্থে মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ বহনকারী কালো মেঘের মতই। কারণ ধুমপানের ফলে ফুসফুসের ভেতরে দাহ্য বজ্রপাতে ভরে যায় ফলে ভেতরে যেগুলোকে তা স্পর্শ করে তার সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলে। যেগুলোকে তা স্পর্শ করে এবং এর বজ্রপাতসমূহ ফুসফুসের ভেতরে যে শূণ্যতার সৃষ্টি করে ও সে সমস্ত জাহান্নামের আগুন বহন করে নিয়ে যায় যুবকদের ফুসফুস ও ফুসফুসে শূণ্যস্থানসমূহে। এই সমস্ত বজ্রপাত ও ধুমপান চর্চার মত নির্বোধ ও বদ অভ্যাস চর্চার খারাপ পরিণতি থেকে জ্ঞান ও বিবেকবান ব্যক্তিদের জন্য বাঁচার কোন উপায় নেই। তা হতে সতর্কতা অবলম্বন করা, ধুম পানের পথ থেকে দূরে থাকা এবং ধুমপানের দিকে ঠেলে দেয় এমন পথসমূহ বর্জন করা ব্যাতীত।

নিশ্চয় বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের জনগণ, যারা তাদের শিশু কিশোরদেরকে সুন্দর ও সুচারুরূপে শিক্ষা দিয়ে লালন-পালন করে গড়ে তোলে নি তাদের শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক উন্নত শিক্ষা কোন সুফল দেবে না। এ জাতীয় শিশু কিশোরদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা তাদেরকে ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি অবহেলার কারণে তাদের উপরে মারাত্মক আপদ, অত্যন্ত ব্যাথাদায়ক ক্ষতি ও স্বাস্থ্য, চরিত্র ও সামাজিক বিকৃতিসমূহ বর্তাবে।

বায়দাবা এ সমস্ত বিষয়ে স্মৃতি চারণ এবং তার ও বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার মাঝে যে আলোচনা ও কথোপকথন হয়েছিলো তা পুনরাবৃত্তি করে বলছিলেন, বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে

বতুতা যা বলেছেন, একেবারে ঠিক কথা বলেছেন। এর সাথে ঐতিহ্যবাহী গল্প *'আল্ফ লায়লা ওয়া লায়লা'* (সহস্র এক রজনী) এর নায়ক, প্রখ্যাত বিশ্বপরিব্রাজক সিন্দবাদও একমত প্রকাশ করেছেন। যিনি ইবনে বতুতা সম্পর্কে বলেছেন তিনি এর পূর্বেই নির্মাতাদ্বীপে যেতে পেরে সৌভাগ্যবান হয়েছেন এবং তিনিও নির্মাতা দ্বীপে ও দ্বীপবাসীদের নিয়ম শৃঙ্খলা দেখে বিস্মিত হওয়ার ব্যাপারে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন নিশ্চয় কোন ব্যক্তি ও জাতির সফলতার রহস্য শুধুমাত্র নাগরিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি চরিত্রেই হতে পারে। প্রত্যেক জাতি যারা এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য উদ্গ্রীব, যেখানে মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করবে, নাগরিকগণ পাবেন সম্মান তাদেরকে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে কেমন করে তারা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিয়ে লালন-পালনকরতে হবে। তাদের সম্মুখে পার্থিব কোন দৃষ্টিভঙ্গিটি তারা তুলে ধরবেন। তাদের কোমলমতি শিশুদের অন্তরে কোন শিক্ষা, কোন চারিত্রিক ও মানসিক মর্যাদাবোধের বীজ বপন করবেন। কোন দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ তাদের জন্য রেখে যাবেন। কোন পবিত্র একনিষ্ঠ তথ্য তাদেরকে তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শন করবে। কোন গণপ্রতিষ্ঠানসমূহ দায়িত্ব পালন করবে এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। কোন সংবিধান ও আইন তাদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখবে।

এ পর্যায়ে এসে দার্শনিক বায়দাবা বললেন, এ সমস্ত জ্ঞানগর্ভ কার্যকরি টিপ্পনীসমূহের পর সেদিন মহান বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা নির্মাতাদ্বীপ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সেখানে তাঁর দেখা কিছু আজব আজব বিষয় ও উপদেশ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সমাপ্ত করলেন। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মহাপন্ডিত, বিজ্ঞ বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতাকে জিজ্ঞাসা না করে ক্ষান্ত করতে আমার মোটেই ইচ্ছে করছিলনা সেই মনোমুগ্ধকর দ্বীপটি সম্পর্কে যা তিনি আলোচনা করেন নি সে ব্যাপারে তার মতামত না জেনে এবং সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি না জেনে।

আমি তাঁকে বললাম, হে বিজ্ঞ বিশ্বপবিব্রাজক ভাই, আপনি নিশ্চয় অনেক বিষয়েই সুন্দর সুন্দর ও মজার মজার আলোচনা করেছেন নির্মাতাদ্বীপের বিভিন্ন দিক নিয়ে। আপনি সেখানে সৌন্দর্য ও জনপদ ও সভ্যতার নিদর্শনসমূহ দেখেছেন কিন্তু আপনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। সেই অপরূপ দ্বীপের সে দুটি বিষয় সম্পর্কে আমরা আপনার মুখ থেকে শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী।

বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা বল্লেন, আজকে আমরা নির্মাতাদ্বীপের ইত্যাকার অবস্থা সম্পর্কে যে আলোচনা করলাম, সে দ্বীপের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে যা বললাম তাই যথেষ্ট। এর উৎসের দিকে ফিরে গেলে আমরা দেখবো যে, এর পেছনে রয়েছে শিক্ষা,

দাওয়াত (সৎকাজের প্রতি আহ্বান), রক্ষণশীলতা এবং তথ্য সম্পর্কিত বিষয়াদিতে তাদের গুরুত্ব আরোপ। বাকী যে আলোচনা রয়েছে তা আগামী কালের সাক্ষাতের জন্য। রেখে দাও তোমাদের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী রয়েছে তা সমাপ্ত করার জন্য কারণ তোমার মত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিজ্ঞ দার্শনিকের নিকট গুরুত্ব আরোপের মত বিষয় নিশ্চয় কোন বিপদ জনক বিষয় হবে এবং এমন কিছু সম্পর্কে হবে যার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে হে বায়দাবা। তাহলে চলো আমরা আগামী কাল আরও বেশী আগ্রহ ও প্রানবন্ততা নিয়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করবো আলল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায়।

॥ ৩ ॥

প্রভাতে মুক্ত কোকিল ডাকে

পরের দিন বায়দাবা ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার মজলিসে আসন গ্রহণ করার সাথে সাথে সম্মানিত শিক্ষাগুরু মজলিসে তাশরীফ গ্রহণ করলেন। মজলিসে বসে ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে ভাববিনিময় করতে করতে তিনি এক পেয়ালা সুগন্ধি ও উপকারী ফুলের নির্যাস পান করলেন। সেই সাথে তিনি প্রশ্ন করলেন, কী সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়দ্বয় যা বায়দাবা'কে ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে সেই নির্মাতাদ্বীপ ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে। যে বিষয় সম্পর্কে পূর্বে তার সাথে আলোচনা করা হয় নি?

বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা বললেন, কি সেই বিষয় দুটি যা তোমার মত একজন বিজ্ঞ দার্শনিককে ভাবিয়ে তুলেছে ও ব্যতিব্যস্ত করে ফেলেছে, বায়দাবা?

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, প্রথম বিষয়টি হলো 'স্বাধীনতা'। এই বিষয়টি দ্বারাই আজ আপনি আপনার আলোচনা শুরু করুন। হে বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু, আপনি সেই নির্মাতাদ্বীপের স্বাধীনতাসমূহ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেন নি। সেই জাতির নিকট এই স্বাধীনতার অর্থ ও মর্ম কী? কীভাবে তারা স্বাধীনতাকে চর্চা করে? কারণ স্বাধীনতা হলো সবচেয়ে কঠিন ও জটিল একটি বিষয় যা আজ মানুষের মনমগজ বিগড়িয়ে ফেলেছে। যার জটিলতায় অনেক সামাজিক আইন-কানুন আজ ভুগছে এবং অনেক দেশেই এর পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ সঠিক পথ খেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে।

হে শিক্ষাগুরু, বর্তমানে আমাদের সমকালীন যুগে অনেক দেশই আছে যারা স্বাধীনতাকে এমন অর্থে প্রয়োগ করে, যা বিচ্ছৃঙ্খলা ও চরিত্র ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, স্বাধীনতা বলতে তারা বুঝায় পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন, প্রকৃতি ও স্বভাবচরিত্র কলুষিত করণ, বিধ্বংসী কাবিরা গুনাহসমূহকে হালাল করা, ইত্যাদি। অনেক সমাজ ও দেশের নাগরিকদের টুঁটি এমনভাবে চেপে ধরা হয় যে, তারা যেন শান্ত সুবোধ বালক, নিজেদের স্বার্থ ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে কিছুই বোঝে না। তাদের মাঝে স্বল্প সংখ্যক লোক আছে তারা যাদেরকে জাতির কর্ণধার হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। তুমি তাদেরকে দেখবে তারা নিজেদেরকে সমস্ত মানুষের উপদেষ্টা হিসেবে দাবি করে ও উপস্থাপন করে। তারা ব্যতিত অন্য কারও শ্বাস নেয়া অথবা কথা বলার কোন অধিকার নেই তারা জনগণের জন্য নিজেদের মতামত অনুযায়ী যা ভাল মনে করে তা তাদের উপর চাপিয়ে দেয় এবং তাদের ইঙ্গিতেই এ সমস্ত কিছু ঘটে থাকে। আর তাকেই তারা স্বাধীনতা হিসেবে দাবি করে।

তা'হলে সে দেশের অবস্থা কেমন ছিলো? সে সমস্ত সমাজ ও দেশের মানুষ ও নাগরিকগণ নিজেদেরকে কীভাবে পরিচালনা করতেন? তাদের এখাতিয়ারসমূহ কি ছিলো? তারা কি এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন? তা'হলে তারা কীভাবে তাদের স্বাধীনতাকে চর্চা করতে সক্ষম হলেন? এবং একই সময় তারা কীভাবে বিশৃঙ্খলার অনিষ্টে পতিত হওয়া থেকে নিজেদেরকে এড়াতে সক্ষম হয়েছে, কীভাবেই বা তারা স্বৈরশাসনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে?

হে বায়দাবা, আমরা চাই তোমার কাছ থেকে সে দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কিছু শুনবো, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তুমি শুনেছো এবং দেখেছো। হয়তো বা আমরা তোমার বক্তব্যে এমন কিছু ঔষধ পাবো যা দ্বারা আমাদের এখানে এবং আমাদের দেশে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের অবস্থা ও চিন্তা-চেতনার চিকিৎসা করা যাবে। তা দ্বারা তাদের সঠিক পথ ও অবস্থার সংস্কার সাধিত হবে।

বায়দাবা বললেন, বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা আমার দিকে গভীর চিন্তা নিয়ে তিক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন, হে বায়দাবা, তুমি নিশ্চয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছো। মানব জগতে অনেক দেশ ও মানুষই আছে যাদের উপর গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করা প্রয়োজন। যেন তারা জীবনের প্রকৃত অধিকার সংরক্ষণ, জীবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন এবং জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। কারণ জীবন খেলার বস্তু নয় এবং জীবনকে বৃথা নষ্ট করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। সে কারণে এই অনুধাবনটি বিশ্বাস ও আত্মিক সন্তুষ্টি থেকেই উৎপত্তি হওয়া একান্ত জরুরী যেন মানুষ তাদের জীবনের ভারসাম্য বাস্তবায়ন করতে পারে এবং তাদের আচার-আচরণকে সঠিক করতে পারে। এভাবে পারে ন্যায়পরায়ন, সৎ ও আদর্শ মানব সভ্যতা ও জনপদ স্থাপনের মাধ্যমে তারা যেন এই পৃথিবীর বুকে উত্তম আদর্শ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। যারা পৃথিবীকে পরিচালনা করবে বা হালাল ও উত্তম ভোগের বস্তু হিসেবে পৃথিবীকে বশীভূত করবে। যেমন আল্লাহ পাক চান এবং যেমন তিনি মানুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তারা যেন সেভাবেই পরিচালিত হয়। আর সে অনুধাবনটাই হবে জীবনের অর্থ এবং হিসাবের পাল্লা।

বাযদাবা বলেন, আমি বললাম, "হ্যাঁ, আপনি যথার্থই বলেছেন, হে প্রজ্ঞাময় শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা।" তা'হলে আমাদেরকে বলুন, আপনি কেমন পেলেন সেই দ্বীপে স্বাধীনতার অবস্থা এবং কী দেখলেন?

ইবনে বতুতা বায়দাবা ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, হে পন্ডিত বায়দাবা, তুমি জানো যে, আমাদের সৃষ্টি জগৎ ও পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকের জীবন শুধুমাত্র

একটি সুনিদির্ষ্ট সময়কালের জন্য। এরপর আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মহান স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবো যেন তিনি আমাদের প্রত্যেককে হিসাবের খাতা বুঝিয়ে দেন এবং আমাদের প্রত্যেককে কৃতকর্মের *(আমল)* ফলাফল এবং প্রত্যেকের আমানত যথাযোগ্য অধিকারীর কাছে ফেরৎ প্রদানের অবস্থার প্রতিবেদন প্রদান করবেন। এ কারণে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া অত্যাবশ্যক। আর এ লক্ষ্য হতে হবে অবশ্যই সৎ ও সুন্দর। তাই হলো পৃথিবীতে ব্যক্তির পর ব্যক্তি ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম আবর্তনের মূল অর্থ। আর সেটা হলো সারিবদ্ধ ইঁটের মত যা দিয়ে পৃথিবীতে জনপদ নির্মাণ করা হয়। সেগুলিই পৃথিবীর চির কল্যাণকর বস্তু, সম্পদ ও ধনরাজী নিয়ন্ত্রণ করে, উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন এবং সৃজনশীলতার পাল্লায়। এর অর্থ হলো লক্ষ্য হতে হবে সবচেয়ে উত্তম আমানত এবং তা যথাযত ও সঠিক প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করে যেতে হবে। আর এটাই হলো পৃথিবীর বুকে সুদূর প্রসারী ও উত্তম বসতি স্থাপন ও আবাদী সৃষ্টি করে যাওয়ার জন্য বসতিপূর্ণ বিশ্বের আদল সত্য, ন্যায়পরায়নতা,পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা দয়া ও শান্তির নেতৃত্ব প্রদান করে, সৌন্দর্য্যের দিক থেকে, সৃজনশীলতার দিক থেকে, পরিপূর্ণতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সমতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের দিক থেকে এবং সর্বোত্তম দিক থেকে পৃথিবীর বুকে। যেন অনিষ্ট দূরীভূত হয় যে অনিষ্টের দিকে সমস্ত খারাপ গুণাবলী ধাবিত হয়, যা পাম্পারিক জুলম, অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন, অন্যের অধিকার খর্ব এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার দিকে ঠেলে দেয়।

হে বায়দাবা, তুমি কি আমার সাথে দেখো না সভ্যতা ও জনপদের অর্থ এবং প্রতিনিধি নির্বাচন ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণের অর্থ ঐ সময়ই একটি মূর্ত প্রতীকের রূপ ধারণ করে, যখন মানুষ তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পৃথিবীর বুকে সভ্যতা নির্মাণ করতে গিয়ে মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতা দিয়ে সেখানে এখনও প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। এটা কি মানুষের জন্য উপকারী নয় যে, তারা কয়েক ঘন্টায় যে পথ অতিক্রম করছে, তা' এক সময় মানুষ অতিক্রম করতো কয়েক মাস ও বছরে? এটা কি মানুষের ও সমস্ত জীবের জন্য উপকারী নয় ঐসমস্ত রোগ প্রতিরোধ করা, যা এক সময় হাজার হাজার, এমন কি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন হরণ করে নিয়ে যেতো?

হে বায়দাবা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও সভ্যতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাই, যেমন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন এবং নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধন করা। একারণে জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং এ দুটোর দ্বারা পৃথিবীতে মানব সভ্যতা ও জনপদের উন্নয়নের প্রচেষ্টায় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মানুষদেরকে মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য সৎ কর্ম ও আমল দ্বারা বশীভূত করা, যা'তে উপকারিতাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং

অন্যান্যদের জন্য তা' সহজ ও সুবিধাজনক করে দেয়। এভাবেই সৎকর্ম সম্পাদনকারীর জন্য প্রতিদান ও পৃথিবীতে বস্তুগত ভোগের উপকরণ। তার জন্য সবচেয়ে মহান আত্মীক প্রতিদান রয়েছে শেষ বিচারের দিনে।

হে বায়দাবা, তা' সংঘটিত হবে ঐ সময় যখন আমাদের জীবন কালের অবসান ঘটবে এবং এই নশ্বর পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বকাল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখনই আমাদের হিসাবের খাতা এবং আমাদের হাত দ্বারা আমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী সে সমস্ত কর্ম সম্পাদিত করেছি ও আমরা যে সমস্ত অর্জন করেছি তার প্রতিবেদন আমদের সম্মুখে পেশ করা হবে। আর সেই সময়ই হবে প্রত্যেক শ্রমিককে তার শ্রম শেষে 'মুজুরী' প্রদানের অবস্থার ন্যায়। তখন আমরা জানতে পারবো কে এই দুনিয়াতে সবচেয়ে উত্তম আমল করেছে, তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে এবং তাতে মানব সভ্যতা নির্মাণ করে। যেন তা মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জন্য মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর হয়। যেমনটি আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং এর জন্য পৃথিবীকে আমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন।

ইবনে বতুতা বললেন, আমি বললাম, হ্যাঁ হে বিজ্ঞ পন্ডিত। তিনি বললেন, আমি সে দ্বীপের সন্তানদেরকে দেখেছি তারা জীবনের সঠিক ও যথার্থ অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছে, তারা তাদের সমাজে স্বাধীনতার সঠিক অর্থও উপলদ্ধি করতে পেরেছে। তারা যে পদ্ধতিতে তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে লালন-পালন করেছে, তাও তারা সঠিকভাবে বুঝতে পেয়েছে এবং তাদেরকে তা চর্চা করতে অভ্যস্ত করেছে। তারা নিজেদের জন্য কল্যাণকর বিষয়াদি বাস্তবায়িত করেছে যা বাস্তবায়িত করার জন্য এবং তাদের উত্তম জাতির জন্য বশীভূত করার জন্য আল্লাহ পাক তাদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছেন। যদি তারা জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার না করতো এবং স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার না করতো তাহলে হে বায়দাবা, তাদের পক্ষে তাদের জগতে উৎকৃষ্ট সভ্যতা ও উত্তম জনপদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হতো না। ঐ রকম উত্তম পদ্ধতিতে যে রকম তারা আমাদের সামনে পেশ করেছে। হে বায়দাবা, ইহ জগতে এবং পরজগতে ধ্বংস তাদের জন্য যারা বুদ্ধি ও বিবেককে বিনষ্ট করেছে, স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং সৃজনশীলতাকে হত্যা করেছে।

হে বায়দাবা, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একথা উপলব্ধি করা যে, সে দ্বীপ ও উপত্যাকাবাসীর নিকট স্বাধীনতার অর্থ বিশৃঙ্খলা, বিলীন হয়ে যাওয়া, গোমরাহীর পথ অনুসরণ করা এবং বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত হয়ে যাওয়া। যেখানে বন জঙ্গলের আইন-কানুন দ্বারা মানব সন্তানদেরকে শাসন করা হতো না যে, অধিকার খর্ব হবে, সম্মান ও মর্যাদা বিনষ্ট হবে এবং দায়িত্বে অবহেলা করা হবে। সেখানে মানুষ ও সমাজে অনিষ্ট ও জুলুম অত্যাচার করা হবে এর কিছু অংশ পাওয়া যাবে ইহজগতে এবং কিছু পাওয়া যাবে পরলৌকিক জগতে।

হে বায়দাবা, সেই দ্বীপের নাগরিকদের নিকট জীবনের অর্থ এবং স্বাধীনতার অর্থ ভুল কাজ করার অধিকার, বিশৃঙ্খলা ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কর্ম, পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার প্রচলন এবং বড় বড় পাপে পতিত হওয়া। কারণ এগুলো তাদের আইনে ও তাদের সামাজিক রীতি-নীতিতে স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচিত ছিলো না। বরং সেগুলো ছিলো কর্তব্যে অবহেলা, বিশৃঙ্খলা, নির্বোধ আচরণ ও পশ্চাৎপদতা। স্বাধীনতা ছিলো তাদের কাছে জীবন ও বুদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমানত এবং এ দু'য়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেটা ছিলো তাদের নিকট পবিত্র অধিকার। এ কারণেই তা ছিলো তাদের নিকট স্বাধীনতার পথভ্রষ্ট ও বিশৃঙ্খল অর্থের বিপরীত যার অর্থ বিচ্যুতি ঘটানো, বিলীন হওয়া ও বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি। তা হলো পথভ্রষ্ট পাষবিকতার নিম্নতম কর্দমাক্ত অর্থ, যে অর্থের মাঝে জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য, মহান লক্ষ্য নেই এবং প্রকৃতপক্ষে যা নিছক বস্তুবাদী অস্তিত্বহীনতায় চলে। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এর মাঝে তারা কিছুই পায় না, শুধুমাত্র তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যা অনুভব করতে পারে এবং তার প্রবণতা তাতে যা পূর্ণ করে দেয়, তা ব্যতিত। মূল্যবোধের বা আত্মার দিকনির্দেশক অথবা চারিত্রিক নিয়ন্ত্রক ব্যতিত অথবা দায়িত্ব ও আমানত পালনের অনুভূতি ব্যতিত।

হে বায়দাবা, ইতিহাস উপদেশ ও শিক্ষণীয় উদাহরণসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। আর বিষয়টি হলো সময়ের অন্য কিছুর নয়া যেন পথহারা মানুষগুলো তাদের পূর্বে যে সমস্ত নির্বোধ জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে দেখে সঠিক পথের দিশা পায়।

হেবায়দাবা, নিশ্চয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, মেধা, বিবেক, ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ ক্ষতি ও ধ্বংস সাধনের অধিকার নয়। হীনতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের বিস্তারের অধিকার নয়; বরং স্বাধীনতা ছিলো তাদের নিকট কল্যাণ ছড়িয়ে দেয়া, সংস্কারের প্রতি আহ্বান করা, সঠিক কর্ম সম্পাদন, অধিকার সংরক্ষণ, দায়িত্ব কাঁধে নেয়া। সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার মূল্যবোধ, পারস্পরিক মঙ্গল কামনার বিস্তার ঘটানোর অধিকার। সমস্ত জাতি ও সমাজের পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ যা কিছু ন্যায়, মঙ্গলজনক ও সংস্কার বলে মনে করেন সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি পরস্পরকে উপদেশ প্রদান এবং সমগ্র জাতি ও সমাজের পরামর্শ পর্ষদ যেগুলোকে খারাপ, অন্যায়, অপকর্ম, অনিষ্ট, জুলুম সীমালঙ্ঘন ও অতিরঞ্জিত মনে করেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকার অধিকার।

বায়দাবা বলেন, আমি সম্মানিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা'কে বললাম, এর অর্থ কি সে দ্বীপের সমাজ ও সে উপত্যকার সন্তানেরা ছিলো শান্তিকামী ও সমস্ত প্রকার অপকর্ম, পাপাচার থেকে এবং বিপথগামীতা ও ধ্বংসাত্মক পাপসমূহ থেকে তারা একেবারেই মুক্ত, হে আমাদের সম্মানিত শিক্ষাগুরু?

বায়দাবা বলেন, বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরু আমার দিকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন, তুমি এর চেয়েও বড় পন্ডিত হে দার্শনিক বায়দাবা। পৃথিবীতে কোন সমাজ অথবা সৃষ্টি নেই যারা ভুল, ধ্বংসাত্মক পাপ ও পদস্খালনে পতিত হওয়া থেকে মাসুম। কিন্তু যাকে তোমার প্রতিপালক রক্ষা করেছেন সে ব্যতিত। এরকম মানুষ খুবই বিরল যার উপর অনুমান করা যায় না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক তোমার ধারণাকে সংশোধন করুক। ভূল-ভ্রান্তি, পদস্খালন, পাপচারিতা ও ধ্বংসাত্মক পাপে অনিচ্ছা সত্ত্বে অথবা অসতর্ক অবস্থায় অথবা অপারগতা জনিত কারণে পতিত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এমন কি রড় বড় বিজ্ঞ পন্ডিতদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু যে নাফসের প্ররোচনায় এ জাতীয় পাপে পতিত হয় তখন সে সাথে সাথে তা থেকে তওবা করে ও ফিরে আসে, সেই উত্তম সৃষ্টি। আর তা খুব কদাচিতই ঘটে থাকে। কোন কোন সময় কোন ছোট ছোট পাপ, এমন কি বিরল কোন কাবীরা গুনাহেও যদি পতিত হয়, তাহলে তা অধিকাংশ সময়ই হয়ে থাকে হঠাৎ করে ও আকস্মিকভাবে এবং তা ঘটে থাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভয়, লজ্জা এবং অন্ত রকে শিক্ষা দিতে গিয়ে। কারণ সে জানে এটা সংঘটিত হয়েছে ভুল বশতঃ এবং তাকে অবশ্যই তার ভুল থেকে ফিরে আসতে হবে যদি সে তাতে পতিত হয় এবং পতিত হওয়ার সাথে সাথেই। কারণ সরল হৃদয়বান ব্যক্তির *নাফস* (অন্তর) ভুল বা পদস্খলনে পতিত হলে কোন ক্ষতি হয় না। সে এতে আগ্রহী হয় না, পাপ কর্মকে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায় না। অনিষ্ট ও ধ্বংসাত্মক পাপসমূহেও তার কোন ক্ষতি করে না যখন এর কিছুতে পতিত হয়। পক্ষান্তরে পাপের উপর অবিচল থাকা, পাপ করে তা বলে বেড়ানো এবং অপকর্ম প্রচার করা হলো বড় অনিষ্ট ও ব্যাপক ক্ষতিকারক বিষয়। এতে প্রত্যেক মানুষের জন্য কষ্টদায়ক বিষয় রয়েছে, তা বিশৃঙ্খলার প্রতি আহ্বান করে এবং অধঃপতন ও পথভ্রষ্টের পথ প্রদর্শন করে। সঠিক পথ অবলম্বন করা থেকে অধিকার খর্ব করে ও দায়িত্ব অবহেলার প্রতি আহ্বান করে।

হে বায়দাবা, আমি তোমাকে এ জাতীয় আচরণের প্রভাব থেকে নিষেধ করি এবং নিষেধ করি এই সমস্ত অধঃপতিত বাহ্যিক বিষয়াদী হতে। এগুলো যদি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে তা'হলে খরিদ করা হবে। কারণ সাধারণ ও নিষ্পাপ মানুষদের উপর এগুলোর রয়েছে নিকৃষ্টতম প্রভাব, যেগুলো শিশুর অন্তরে অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক যুবকদের হৃদয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বায়দাবা বলেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, এর অর্থ কি এই যে, একটি রাষ্ট্রের সমাজ রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে একটি সাহায্যকারী বাহিনী গঠন করতে হবে মানুষ কি করে তা জানার জন্যে? এমন কি তারা যদি একান্ত গোপনেও কিছু করে? যারা অপকর্মসমূহের অনুসন্ধান করবে কে, কেন ও কোন সময় তা করছে। লোকজন কোন বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত আছে কি না, ইত্যাদি খতিয়ে দেখার জন্য?

একথা শুনে পন্ডিত শিক্ষাগুরু সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চেহারায় কিছুটা আবেগের ছাপ প্রকাশিত হলো।

বায়দাবা বললেন, পন্ডিত শিক্ষাগুরু আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন যেন তিনি তার মাথায় কথাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছেন যা তিনি আমাদেরকে এই বিপদজনক বিষয়ে বলবেন।

এক দন্ড পর তিনি বিজ্ঞ পন্ডিত বায়দাবা ও তার সঙ্গী-সাথীগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে বায়দাবা, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমাজে নিয়োগ করার জন্য তুমি যে সাহায্যকারী বাহিনী গঠন করার প্রতি ইঙ্গিত করেছো, যেন তারা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ কী করছে তা উদঘাটন করে, সমাজের সৎ চরিত্র বজায় রাখে ও সংরক্ষণের আগ্রহ নিয়ে, তা' হলো অত্যন্ত ভয়াবহ একটি বিষয়। যে বিষয়ের ভয়াবহতায় অনেক দল, সমাজ ও রাষ্ট্র পতিত হয়। প্রারম্ভে অনেক অবস্থাতেই এ জাতীয় বাহিনী গঠন করা হয় সৎ উদ্দেশ্য এবং মহৎ সংকল্প নিয়ে। কিন্তু তা'স্বত্বে প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় বিষয়ের চর্চা একেবারেই একটি ভুল পন্থা, যা পরিশেষে সমাজ প্রকৃত অর্থে বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়, সমাজে স্বৈরচারিতা ও একে অপরের উপর চড়াও হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার মাধ্যমে।

হে বায়দাবা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়ে প্রত্যেক সমাজের মানুষকে আগ্রহী হওয়া জরুরী যেন প্রকৃতপক্ষে তা' মানব সমাজে পরিণত হয়, তা'হলো নিরাপত্তা বোধ জাগ্রত করা। যখন কোন সমাজে নিরাপত্তা বোধ দূরীভূত হয়, তখন সে সমাজকে বিদায় জানিয়ে সালাম দিয়ে সেখান থেকে তুমি চলে এসো।

হে বায়দাবা, এটা কারো অধিকার হওয়া উচিৎ নয় যে, সে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে এবং তাদের দায়িত্ব পালনের উপর গোয়েন্দাবৃত্তি করবে। আর কোন সমাজেই এটা নিরাপত্তার প্রতি অনুভূতি নয় যে মানুষ তাদের একান্ত গোপনে যে সমস্ত বিষয়াদি গোপন রেখে সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদন করে তা লুকিয়ে দেখবে এবং তাদের একান্ত গোপন বিষয়াদি নিয়ে ছেলেমি করাবে।

হে বায়দাবা, সমাজে চরিত্র সংরক্ষণ করা কখনও গোয়েন্দাবৃত্তি করে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে এবং সমাজের অধিবাসীদের সাথে তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে এবং তাদের গোপন বিষয়াদির ব্যাপারে ছেলেমি করে সম্ভব নয়। হে বায়দাবা, তবে সমাজে চরিত্র সংরক্ষণ করার বিষয় আসে তখন, যখন প্রকাশ্যে কোন পাপাচার করা হয় ও ধ্বংসাত্মক কোন পাপকর্মে প্রকাশ্যে লিপ্ত হয় এরপর তা প্রচার করা হয়। যা ফাসাদ সৃষ্টিকারী নিজেদেরকে এবং বিশৃঙ্খলাকে মানুষের উপর চাপিয়ে এর প্রচার করে এবং এর দ্বারা তারা মানুষের দৃষ্টি, কর্ণ ও হৃদয়কে ব্যথিত করে। এর প্রতি তাদের ছোটদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ও তাদের রিপুর

তাড়নাকে উত্তেজিত করে। এর প্রতি তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার সাবধানতা বা এর পরিণাম, অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য ও পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি না করেই।

হে বায়দাবা, সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষিত হয় এজাতীয় পাপাচার, ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড প্রকাশ ও প্রচারের প্রচেষ্টা, মানুষের মাঝে এবং শিশু ও কিশোরদের তাদের পিতা-মাতা ও সমাজের অজ্ঞাতসারে এসমস্ত পাপাচার, অপকর্ম, অশ্লিলতা, ইত্যাদি প্রচার ও প্রসার রোধের মাধ্যমে। আর এই প্রতিরোধই হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা। এবং এর কারণে অপকর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত করুণ পরিণতি হতে পারে তা থেকেও বিরত রাখা। সেটাই হলো সমাজে প্রকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সমাজে স্বাধীনতা সংরক্ষণের একমাত্র পথ।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গোয়েন্দাবৃত্তি ও লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষের গোপনীয় বিষয়াদি এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের গোপনীয়তা তাদের অগোচরে জানা ও অবগত হওয়া হচ্ছে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া এক জাতীয় স্বৈরচারিতা ও মানুষকে ভীতি প্রদর্শনের পন্থা। এর মাঝে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বাধীনতা হরণ, নিরাপত্তা অনুভূতি দূরীভূতকরণ এবং সমাজের জন্য প্রকৃত অর্থে ধ্বংস।

নিশ্চয় মানুষের উপর গোয়েন্দা বৃত্তি ও নজরদারী করা দেউলিয়া ও ধ্বংসাত্মক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া অন্য কেউ চর্চা করে না। যে রাষ্ট্র তার সামাজিক প্রশাসনকে বাধ্য করার জন্য ভীতি প্রদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, ঐ সমস্ত বিষয়কে অধীনস্ত করে দেয় যেগুলো ক্ষমতার অপব্যবহার ও তার বিকৃতি ঘটায় এবং ক্ষমতাকে স্বৈরাচারীভাবে চর্চা করে।

হে বায়দাবা, সমাজে এবং প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম ও কার্যকরী এবং সক্রিয় ও উপকারী মাধ্যম হলো ছোট বেলা থেকে সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তোলা। কোমলমতি শিশুদের হৃদয়ে মূল্যবোধ, সচেতনতা ও নৈতিকতার বীজ বপন করা; তাদেরকে চাবুক মেরে ও লাঠি দ্বারা পিটিয়ে নয়। কারণ গোয়েন্দাবৃত্তি করে, চাবুক মেরে চারিত্রিক উন্নতি ও অন্তর নিষ্কলুশ করা যায় না; বরং তা কচিকাঁচাদের হৃদয়ে ভীতি, কাপুরুষতা, কপটতা ও মিথ্যার সঞ্চার করে যার ফলশ্রুতিতে তারা পদস্খলন ও বিশৃঙ্খলার গভীরে মগ্ন হয়ে যায়।

হে বায়দাবা, এভাবে তুমি দেখবে, নিশ্চয় চারিত্রিক পদস্খলন এবং ঝোঁক ও প্রবনতার চ্যালেঞ্জসমূহ মানুষের মাঝে আচরণগত, অপরাধ ও স্বার্থের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে একজন হতে আরেকজন ভিন্নতর হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত বিষয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট তার মাঝেও। যেমন মানুষের অধিকার প্রদান করা, মানুষের জীবন ও জীবনের জন্য নিরাপত্তা

নিশ্চিত করা। তা সম্ভব হয় সীমালঙ্ঘন প্রতিরোধ করার মাধ্যমে। আর এটা এমন একটি অপরাধ ও সীমালঙ্ঘন যার পক্ষগণ এবং স্বার্থ ও অধিকারের অধিকারীগণ একে অপরের প্রতি জুলুমের অভিযোগ করে, যা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন দলীল ও প্রমাণের; গোয়েন্দাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি, পদস্খলন, গোপনীয়তা ও ক্রুট-বিচ্যুতি অন্বেষণের মাধ্যমে নয়। এগুলোর দ্বারা এ সমস্ত অপরাধ সাময়িকভাবে দমন করা সম্ভব হলেও এতে সীমালঙ্ঘন আরও বৃদ্ধি পায়। আর এ অপরাধ নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে এর লক্ষ্য। এসমস্ত অপরাধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ও যথাযথ শাস্তিই যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। অর্থাৎ শাস্তির ব্যাপারে অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করা নয়। এসমস্ত অপরাধ দমনের জন্য এবং লালসা, সীমালঙ্ঘন সীমিত করার জন্য এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটা অপরাধ, সীমালঙ্ঘন ও জুলমসমূহকে দমন করার জন্য এবং লালসা ও সীমালঙ্ঘনের প্রতি উৎসাহিতকরণ সীমিত করার জন্য। যা না হলে এসমস্ত অপরাধ আরও আন্দোলিত ও উৎসাহি হতো, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং মানুষের জান ও মালের হেফাজতের স্বার্থে।

হে বায়দাবা, আমি আশাকরি বিষয়টি তোমাকে স্পষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছি চারিত্রিক পদস্খলন ও সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। অধিকার ও জান-মাল রক্ষার ব্যাপারে সামাজিক নিরাপত্তার মর্ম বুঝাতে পেরেছি। আশা করি তুমি ও তোমার ভাই-বোনেরা চারিত্রিক, আত্মিক প্রবৃত্তি ও নফসের পদস্খলন এবং অধিকার, সম্পদ ও রক্তের উপর সীমালঙ্ঘনের অপরাধের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছে। এগুলোর প্রত্যেকেটির নিদর্শন পাওয়া যাবে সমাজে চারিত্রিক দিক ও চারিত্রিক বিষয়াদি চর্চার সঠিক আচরণ পদ্ধতির মাধ্যমে। জৈবিক ও অন্তরের *(নাফস)* প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাই একমাত্র ভিত্তি ও প্রাথমিক দমন সীমারেখা সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষায় সুন্দরভাবে লালন-পালন না করলে আইন প্রণয়ন, শাস্তি প্রয়োগ, আইনের শাসন ও ধমকি কোনই সুফল বয়ে আনবে না। গোয়েন্দা ও চৌর্যবৃত্তি কুফল ও খারাপ পরিণতি হলো এদু'টি বিষয় হতে অতিরিক্ত ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা ব্যতিত কিছুই পাওয়া যায় না। এর বিপরীতে সচেতন ও সহমর্মি সমাজে তুমি দেখতে পাবে, তারা সুশিক্ষার পাশাপাশি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ শাস্তি সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে সমাজে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে ও সমাজে নিরাপত্তার অনুভূতি বিস্তারের ব্যাপারে।

হে বায়দাবা, এভাবে তুমি দেখবে সমাজের নিরাপত্তা ও নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রতি সচেতনতার সঠিক পন্থা অবলম্বী ও দায়িত্বশীল সমাজ সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, কঠোর শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে নয়। এ কারণে সর্বোচ্চ শাস্তি ও হাদ্দসমূহ (ইসলামী আইনে নির্দিষ্ট অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি) ছিলো সে সমাজে ছাদের মত যার নীচে সর্বোচ্চ জরুরী অবস্থায় তারা আশ্রয় গ্রহণ করতো। এভাবে সেটা ব্যতিত অন্য যে কোন তা'জীরী শাস্তিই (যে সমস্ত

অপরাধের জন্য ইসলামী আইনশাস্ত্রে নির্দিষ্ট কোন শাস্তি নেই অথচ বিচারকের দৃষ্টিতে একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি) যথেষ্ট ছিলো অপরাধ দমন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। আর এই জাতীয় শাস্তি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। শাস্তি প্রদান করতে হবে, তা'হলে তা অপরাধ দমনের জন্য একটা যথেষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। এ শাস্তি অবশ্যই সমাজের সন্তুষ্টিতে হতে যেন সমাজ তা গ্রহণ করে এবং এতে কোন ক্রমেই সীমালঙ্ঘন করা চলবে না। হে বায়দাবা, কারণ হলো ব্যাপারটি সামাজিক নিরাপত্তার, প্রতিশোধের বিষয় নয়।

হে বায়দাবা, এ কারণেই পিতা-মাতা ও গুরুজনদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা শিশু ও উঠতি বয়সের কিশোরদেরকে তাদের কর্মের অর্থ ও তাদের অন্তর ও পরিবারসমূহ এবং অন্যান্যদের উপর তাদের কৃত কর্মের ফলাফল ও এর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তা তাদের মেধাশক্তিতে পৌঁছিয়ে দেয়া তাদের নিজেদের পক্ষ হতে এবং তাদের আশে পাশে যে সমস্ত প্রতিবেশী আছে তাদের পক্ষ থেকে উদাহরণসমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে। যেমন তাদের পিতা-মাতা, তাদের ভাই-বোনদের উদাহরণের মাধ্যমে। এভাবে যদি এদের মধ্য হতে কেউ তার নিজের ব্যাপারে কোন ভুল করতো অথবা অপরাধ করতো তা'হলে সে এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখতো? এব্যাপারে তার অনুভূতি কেমন হতো? এভবেই তাদের অন্তরের ভিত্তিপ্রস্তরে এবিষয়টি বপন করা যাবে। সুন্দর লালন-পালন, উন্নত পরিচর্যা, উত্তম চরিত্র, দায়িত্ববোধ, নিরাপদ পরিণতি তাদের জন্য এ বিষয়টি মূর্ত করে তুলবে। তারা তাদের ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিষ ভলোবাসবে, যা তারা নিজের জন্য ভালোবাসে। একারণেই কচি-কাঁচাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে উত্তম বীজ বপন, তাদের হৃদয়ের অনুভূতি, নাফসের অভ্যন্তরে নিয়ন্ত্রণ, আল্লাহ্'র ভালোবাসার অনুপ্রেরণা দ্বারা মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মানবিক মর্যাদার প্রকৃতি ও আত্মমর্যাদার অনুপ্রেরণা অর্জন করে দেবে। যদি এ আদর্শের বীজ শৈশবের উর্বর কোমল মাটিতে বপন করা হয়, তাহলে তাই হবে সবচেয়ে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী অনুভুতি, আত্মিক ও হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ, যা সর্ব প্রকার হুমকি ও ধমকিতেও অটল ও স্থির থাকবে। কারণ শুধুমাত্র হুমকি-ধমকি এমন কি শাস্তিও তাদেরকে টলাতে পারবে না, যা অনেক সময়ই শিশু-কিশোরেরা ভিঙ্গিয়ে যার ভুলে গিয়ে, ঝোঁক-প্রবণতা, প্রবৃত্তি ও আবেগ শক্তির প্রভাবে পড়ে।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা তাঁর বক্তব্যে বিজ্ঞ পন্ডিত বায়দাবাকে সম্বোধন করে একথা বলে পুনরাবৃত্তি করলেন। হে প্রজ্ঞাময় বায়দাবা, শান্তিকামী ও সৎ নাগরিকদের হৃদয়ে আল্লাহ্'র ভালোবাসা, পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা, হারাম কাজ হতে বিরত থাকার উত্তম বীজ বপন, সুশিক্ষা ও সুন্দর অভ্যাস গঠনই কেবল পারে তাদেরকে সংরক্ষণ, তাদের অন্তরকে শাসন করতে তাদের মধ্য হতে যারা ন্যায়, মঙ্গল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে, তদেরকে

সঠিক, উত্তম ও মঙ্গলের পথে ফিরিয়ে আনতে, তাদের সামাজে সীমালঙ্ঘন, সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা, ফেতনা-ফাসাদ বিস্তার রোধ করতে এবং যুবকদের পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে এটাই সুন্দর পথ।

বায়দাবা বলেন, আমি বললাম, হে বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু, আপনি যথার্থ ও সত্য বলেছেন। তা'হলে এখন আপনি ভুলবশতঃ কোন অপরাধ করা এবং অপারগতা জনিত কোন পাপ করা; প্রকাশ্যে কোন অপরাধ করা এবং অনিষ্ট ও ক্ষতিকারক কাজ-কর্ম প্রকাশ্যে করার অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দিন। কারণ যে ব্যক্তি জেনে-শুনে, স্বেচ্ছায় বিশৃঙ্খলা, অনিষ্ট ও ক্ষতি অন্বেষণ করে সে শয়তানের বন্ধু; সে জীবন ও স্বাধীনতার শত্রু। তার এ আচরণ স্বাধীনতা নয়; বরং তার এ জাতীয় আচরণের মাঝে মঙ্গল, সত্য, ন্যায় ও যথার্থতার কোন অংশ মাত্র নেই। বরং তা হলো অধঃপতন, পশ্চাৎপদতা, বিশৃঙ্খলা ও আত্মঅস্তিত্বহীনতার সমতুল্য। এতে রয়েছে ব্যবধান, কাল দীর্ঘ হোক অথবা সংক্ষিপ্ত, জাতিসমূহের ধ্বংস, সামাজিক ভাঙ্গন ও সভ্যতার পতন।

বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বলেন, হে বিজ্ঞ পন্ডিত বায়দাবা, যে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে এভাবে দেখে যে, স্বাধীনতা হলো তার কাছে যা ভালো লাগে এবং তার আত্মা *(নাফস)* ও প্রবৃত্তি যা চায় তা'ই করা, কোন প্রকার কল্যাণ, ন্যায়, অন্যায় ও দায়িত্ববোধের নিয়ন্ত্রণকে তোয়াক্কা না করে। এর উৎস ও উৎপত্তি স্থলের দিকে না তাকিয়ে, এর অর্থ ও পরিণতির হিসাব না করে। এমতাবস্থায়, তার অন্তরে ভালো ও মন্দের মিশ্রণ ঘটেয়ে, সততা ও গর্হিত এবং ভুল ও শুদ্ধের মিশ্রণ ঘটেছে। এর দ্বারা সে শুধুমাত্র পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং সস্তা অর্জন ছাড়া আর কিছুই চায় না। সে'ই হলো প্রথভ্রষ্ট, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত; এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তার গন্তব্য স্থল হলো ছন্নছাড়া জীবন, অনুশোচনা ও ধ্বংস। এ পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক ছাড়া কিছুই নেই যে তার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারিণ করে দেবে, চলার গতি নিয়ন্ত্রণ করবে ও তার গন্তব্য নির্ধারণ করবে। এ পৃথিবীতে প্রত্যেকটা বস্তুরই নামানুসারে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বস্তুরই একটি গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য বয়েছে। আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখছি তা'হতে এমন কোনও অপরূপ সৃষ্টি নেই যা উদ্দেশ্যহীন ও বৃথা সৃষ্টি করা হয়েছে।

বায়দাবা বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু। তা'হলে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা প্রতিটি অস্তিত্বের মাঝে জীবকোষ হতে অণু-পরমাণু পর্যন্ত, গ্রহ-তারা-নক্ষত্র হতে গ্যালাক্সী পর্যন্ত। আর আমরা একথা জানি, এসমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার মাঝে সামান্যতম বিচ্যুতিও এর লক্ষ্য হতে অথবা এর নিয়ন্ত্রকসমূহ হতে এর গতিপথকে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

সম্মানিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, তুমি যা বলেছো তা অবশ্যই এই মহাবিশ্বে আল্লাহ্ পাকের নিয়ম-নীতি। কিন্তু হে বায়দাবা, এখন তো বিশ্রামের জন্য প্রস্থানের সময় হয়েছে। কারণ আমি সামান্য একটু বিশ্রাম গ্রহণ করতে চাই দিনের দীর্ঘ পরিশ্রমের পর এবং জীবনের অর্থ, ক্ষেত্র ও গন্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে মস্তিস্ক পরিচালনার ক্লান্তি হতে।

এস্বত্তেও বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু সারাদিন প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা-পর্যালোচনায় এবং তাঁকে ঘিরে মজলিসে যে সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে তার মাঝে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। শুধুমাত্র বিজ্ঞ শিক্ষাগুরুর মুখে সামান্য অস্থিরতার ছাপ লক্ষ্য করা যেতো। আবার সাথে সাথেই তা বিলীন হয়ে যেতো একপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন যাতে চিন্তার ছাপ বোঝা যেতো সে চিন্তার দৃষ্টি তাকে আচ্ছন্ন করার পূর্বেই তা আবার দূর হয়ে যেতো। আর সমস্ত দৃষ্টিই তিনি ফেলতেন বিজ্ঞপন্ডিত বায়দাবার দৃষ্টির ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্টি, যা দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন। একারণেই তিনি *(বায়দাবা)* চলে গেছেন আর তিনিও কোন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। যে বিষয়টি হয়তো বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা'কেও চিন্তিত করেছে এবং তার হৃদয়ে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে এ বিষয়ে চিন্তা করে যে, তাঁর মাথায় এমন কোন চিন্তা নাও থাকতে পারে, যা বিজ্ঞ পন্ডিতের মাথায় আছে। একারণে তিনি বিনিদ্র রাত্রী যাপনও করতে পারেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বিষয়টি তিনি তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁর বোঝা ভারী করবেন না। বরং তা তিনি বিজ্ঞ শিক্ষাগুরুর জন্য রেখে দেবেন তার মেধায় যা আছে সময় মত বের করে নিয়ে আসার জন্য, তাঁর নিকট যে পদ্ধতি ভালো মনে হয়, সে পদ্ধতিতে।

॥ ৪ ॥

বোকা কবুতর শিকারীর জাল থেকে খাদ্যশস্য ঠুকরিয়ে খায়

বায়দাবা সম্মানিত বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার সাথে সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে জ্বলন্ত অঙ্গারের চেয়েও উত্তপ্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করলেন, এটাছিল তাঁর সাথে গতদিনের আলোচনা ও পর্যালোচনা পূর্ণ করার জন্যে। তাঁর সঙ্গে অন্য আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ করার জন্য যে বিষয়টি সম্পর্কে সম্মানিত বিজ্ঞ পন্ডিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার মতামত ও রায় শোনার অধীর আগ্রহ নিয়ে ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন আছেন। এ আশা নিয়ে যে, তিনি তাঁর হারানো সম্পদ তাঁর কাছে খুঁজে পাবেন। যেমন তিনি ইতিপূর্বে পেয়েছিলেন পূর্বের আলোচনা, পর্যলোচনা, ও কথোপকথনে জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে।

বায়দাবা শিক্ষাগুরুর মজলিসে প্রবেশ করার সময় দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর আলোচনার উদ্দেশ্যে অধীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বসে আছেন সেদিনের আলোচনা শুরু করার জন্য।

সম্মানিত শিক্ষাগুরু বায়দাবার দিকে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাকালেন। আর অন্যদিকে লক্ষ্য করলেন, অনেক যুবক ও যুব নারী দলে দলে তাঁর মজলিসে আগমন করছে। তিনি তাঁকে বললেন, তোমাকে এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকে আজ দেখছি খুব সকালেই আমাদের মজলিসে হাজির হয়েছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে তুমি যেন এখনও তোমার অন্তরেগতকাল আমাদের মাঝে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছিলো তার পুনরাবৃত্তি করছো।

বায়দাবা বললেন, আপনার ধারণা সত্যি হে বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু। আমি ও আমার ভাই ও বোনেরা আপনার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছি আমাদের ভূমি হতে আপনার জাহাজের পাল তোলার পূর্বেই। আপনার সাথে আমাদের জীবনে আরেক বার সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। আর তাই যদি হয়, তা'হলে আপনার সাথে আলোচনা ও আপনার প্রজ্ঞা *(হেকমত)* ও অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একেবারেই বঞ্চিত হবো।

সম্মানিত শিক্ষাগুরু বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো বায়দাবা। এরপর আমাদের জীবনে আর কোন দিন সাক্ষাত নাও হতে পারে। অতপর তিনি আবেগ আপ্লুত অবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, বায়দাবা, আমিও আলোচনার পালাক্রমে তোমার কাছ থেকে আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালার বিশ্ব সৃষ্টির নিয়ম-নীতিসমূহ সম্পর্কে যা শুনেছি তাহলো একটি সুন্দর সাজানো-গোছানো অবস্থায় একে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেগুলোর রয়েছে নির্দিষ্ট সীমা ও নিয়ম-নীতিসমূহ, যেগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে। যখন সেগুলো এই সমস্ত সীমা ও নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে তখন এগুলোর ধারাবাহিকতা ধ্বসে পড়ে, তা যাই হোক না কেন- এ বিষয়টি সম্পর্কে। তাহলে মানুষ, তার

জীবন, সমাজ, স্বাধীনতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাসমূহে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রসমূহ কেন ব্যাতিক্রম হবে? তাই মানুষকে জানতে হবে এসমস্ত ক্ষেত্রের সীমা, নিয়ম-নীতি ও নিয়ন্ত্রকসমূহ এবং এ সাথে সে কীরূপ আচরণ করবে, সে সম্পর্কে। তা-না হলে তার জীবনের ছন্দপতন ঘটবে এবং ধ্বংস হবে জনপদ ও মানব সভ্যতা।

হ্যাঁ, বায়দাবা, যখন আমরা একথা বুঝতে পারবো তখন এটাও বুঝতে পারবো, কে স্বাধীনতার অর্থ ও তার নিয়ন্ত্রকসমূহকে বুঝতে পারে নি এবং কে নিজের জীবনে স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করেছে নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উল্লাস ও পাষুবিক প্রবৃত্তির উপর, মূল্যবোধ ও পরিণামের দিকে না তাকিয়ে এবং মানব জীবন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে। কোন বস্তুসমূহ তার জীবনের বিষয়াদিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং কোন বস্তুসমূহ তার জীবনের ছন্দপতন ঘটাবে, এ সমস্ত দিকে খেয়াল না করে। হে বায়দাবা, এ রকম মানুষ এবং এ জাতীয় সমাজই নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার দিক থেকে কীট-পতঙ্গের ন্যায়। যখন তারা আলোচ্ছটার অন্বেষণে নাচতে থাকে, কিন্তু পার্থক্য করতে পারে না, কোনটি আলোর রশ্মি ও কোনটি আগুনের উত্তপ্ততা। ফলে তার শেষ পরিণতি হয় ধ্বংস ও সর্বনাশে। হে বায়দাবা, এরূপ মানুষ এবং এ জাতীয় সমাজই হলো বোকামী নির্বুদ্ধিতা ও অসচেতনতা এবং দূরদৃষ্টিহীনতার দিক থেকে ঐ কবুতরের মত, সে যখন খাদ্যের অন্বেষণ করে তখন দেখে না কোথা হতে সে খাদ্য সংগ্রহ করছে এবং কীভাবে। ফলে সে গমের দানাগুলো শিকারীর সুতার জালের মধ্যে গিয়ে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খেতে থাকে। পরিণতিতে সে জালেই তার ধ্বংসের আগমন ও মৃত্যুর পথ রচিত হয়ে যায়।

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু আপনি ঠিকই বলেছেন। তা'হলে এখন যে ভুলবশতঃ ও অপারগতাজনিত কারণে এবং যে জেনে-বুঝে, স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে বিচ্ছৃঙ্খলা, ফাসাদ, অনিষ্ট ও ক্ষতির জন্য সচেষ্ট থাকে। নাফসের প্রবৃত্তি এবং প্ররোচনার অনুসরণ করে, চারিত্রিক দায়িত্ববোধ বিবর্জিত ও বিবেকের বাধাবিহীন অবস্থায়। কারণ যে ব্যক্তি বিশৃঙ্খলা, অনিষ্ট, ক্ষতির জন্য সচেষ্ট থাকে, নাফসের প্রবৃত্তি ও অন্তরের প্রবঞ্চনার অনুসরণ করে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে চারিত্রিক দায়িত্ববোধ ও বিবেকের বাধা ব্যাতিরেকে, প্রকৃতপক্ষে সে জীবন ও স্বাধীনতার শত্রু। তার আচরণে স্বাধীনতা, কল্যাণ, ন্যায় ও সত্যের লেশমাত্র নেই। সে জানুক অথবা না জানুক সে নিজেই পতন, বিচ্ছৃঙ্খলা, পশ্চাৎপদ, অস্থিত্বহীনতা। সে এর তাৎক্ষণিক এবং সুদূর প্রসারী প্রভাবসমূহকে মূল্যায়ন করুক অথবা না করুক।

শিক্ষাগুরু বললেন, হ্যাঁ! হে বিজ্ঞ পন্ডিত, তুমি যেমন উল্লেখ করেছো এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ ও সীমারেখা দিয়ে সাজানো এবং মালার মত গাঁথা।

তাই স্বাধীনতার মালাও মুক্তোর মালা এবং গ্যালাক্সিরাশির মালার মত গাঁথা। প্রত্যেকের রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা, নিয়ম-কানুন ও নিয়ন্ত্রক। এর কোন একটি ফুঁতি বা মুক্তো দানা যদি এর সীমা অতিক্রম করে, এর নিয়ম ভঙ্গ করে এবং এর নিয়ন্ত্রককে অতিক্রম করে তা'হলে এর পরিণতি হবে পতন ও ধ্বংস। আর প্রত্যেকটি জড়বস্তু, জীব ও মানুষের জন্যে এটাই হলো পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নিয়মতান্ত্রিকতা। এটাই হলো মহাবিশ্বের অবস্থা ও নিয়ম-কানুন, সংবিধানের উপদেশসমূহ অধ্যয়ন এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে গ্রহণীয় শিক্ষা নেয়া বাঞ্চনীয়।

এ পর্যায়ে এসে একজন যুবক আলোচনার মোড় বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতাকে দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। সে তাঁকে বললো, হে মহোদয় আমার শিক্ষাগুরু, আপনি কি আমাদেরকে এমন একটি মালার উদাহরণ দেবেন যার মধ্যে একটু বিচ্যুতি ঘটলে ধ্বংস হয়ে যায়? কারণ ইতিপূর্বে আমরা এই বিষয়টি, এর প্রকৃতি এবং এর নির্মাণ ভিত নিয়ে কখনও পর্যালোচনা করি নি।

শিক্ষাগুরু বললেন, হে প্রিয় ভাই, আমি যে উদাহরণটি এখন তোমাকে দেবো তা হলো আমাদের সবচেয়ে নিকটতম একটি ছন্দায়িত ও সুসজ্জিত বস্তুর উদাহরণ। আর তা'হলো আমাদের মধ্যেকার যে কোন একজন ব্যক্তির দেহ। এটা এমন একটি সুসজ্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বস্তু এবং তা অনেকগুলো সুসজ্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের কেউ কেউ ধারনা করে, মানুষের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করা একটি উপকারি বিষয়। কিন্তু হে আমার ভাই, আমি তোমাকে বলবো, তার কথা ভুল। আবার কেন কেউ মনে করে, আমাদের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করা একটি ক্ষতিকারক বিষয়। আমি বলবো, তার কথাও সঠিক নয়, সেও ভুলের মধ্যে পতিত। আর এই উভয় ব্যক্তিরই ভুলের কারণ হচ্ছে, মানব দেহ একটি সুসজ্জিত বস্তু। আর আমাদেরকে বুঝতে ও জানতে হবে কীভাবে এই সুসজ্জিত বস্তুটি কাজ করে। আমাদেরকে জানতে হবে এর নির্মাণের ভিতসমূহ কী কী। আমাদের শুধুমাত্র এর অভ্যন্তরীণ কোন বস্তুর দিকে অন্ধকারে ঢিল ঝুঁড়ে মারলেই চলবে না এই সুসজ্জিত বস্তুটির প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে হবে।

হে আমার স্নেহভাজন ভাই, আমরা যখন আমাদের নাক দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করি, তখন এই অক্সিজেন আমাদের উপকারে আসে। কিন্তু আমরা যখন আমাদের ঘাড়ের মোটা শিরা (Jugular Vein) দ্বারা এক ঘন সেন্টি মিটার পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করি তখন সেই অক্সিজেন পরিণত হয় একটি মরণ ডোজ হিসেবে। বিষয়টি অক্সিজেনের বিষয় নয়; বরং বিষয়টি হলো অক্সিজেন নামক পদার্থর আমাদের দেহের কার্যক্রমে (Function) কীভাবে অংশগ্রহণ করলো, তার বিষয়।

এরপর বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু এক মূহুর্ত চুপ থাকলেন। তারপর আলোচনার মোড় বায়দাবা'র দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁকে বললেন, হে বায়দাবা, তুমি আমাকে ঐ বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে দাও, যে বিষয়ে আমাদের আলোচনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো নির্মাতাদ্বীপের সমাজ সম্পর্কে। আর তোমার যেটা জেনে রাখা জরুরী, তা'হলো, সে দ্বীপের রক্ষণশীলতা শুধুমাত্র অর্থের উপর নির্ভর ছিলো না বরং তা ছিলো এর সঠিক উদ্দেশ্যের জ্ঞানের উপর। আর সেটাই ছিলো একমাত্র অথবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা। বরং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা ছিলো তাদের কর্ম বাস্তবায়ন। আর সেটা ছিলো তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা। শেষ পরিণতি হলো একমাত্র কর্ম ও চর্চার মাঝে এবং কথাগুলোকে কাজে পরিণত করে তা অনুসরণ করার মাঝে। তাই সমাজের ছন্দে স্বাধীনতার সঠিক অর্থ অনুধাবন করাটাই যথেষ্ট নয়, বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমাজের সদস্যগণ এবং সমাজে স্বাধীনতা ও সমাজের সঠিক অর্থ ও মর্মের চর্চা করার মাঝে। তাদের নিজেদের নাফস (আত্মা) আচরণসমূহকে এভাবে গ্রহণ করবে, যেভাবে তাকে তাদের অন্তর ও বুদ্ধিসমূহে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে।

বায়দাবা বললেন, হে শিক্ষাগুরু বিশ্বপরিব্রাজক, সেটা কীভাবে সম্ভব হবে?

ইবনে বতুতা বললেন, এখানেই আসে সুশিক্ষা, লালন-পালন, বিবেচনা ও উত্তম মানসিকতার ভূমিকা। কারণ মানসিকতা ও আচরণই হলো শিক্ষা ও লালন-পালন, যা একটি শিশুর জন্মের প্রথম দিন হতেই শুরু হয় যদি এর পূর্ব হতে শুরু না হয়ে থাকে। কারণ একজন নবজাতক তার আচরণে এবং মানসিকতায় যা কিছু করতে পছন্দ করে ও যা কিছু করা থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে, সে যা কিছু পছন্দ করে ও যা কিছু অপছন্দ করে, মূলত তা প্রত্যাবর্তন করে শৈশবে তার লালন পালন ও শিক্ষার ভিত্তির দিকে। যার উপর তার বাবা-মা তাকে অভ্যস্ত করিয়েছে শৈশব থেকে। শেষ পর্যন্ত এ আচরণসমূহ একজন ব্যক্তির এমন একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় যা তার মন-মানসিকতা হতে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। কোন অপারগতা ও বিচ্যুতি জনিত কারণে এ থেকে যদি সে বিচ্যুত হয়ে যায় তা'হলে তার অন্তঃকরণ ও তার বিবেক-বিবেচনার অনলে সে জ্বলতে থাকে। যার মাঝে সে স্থিতিশীল হয়েছে এবং যার উপর সে শৈশব থেকে তার বয়বৃদ্ধি, ক্রমবিকাশ এবং তার শিক্ষার দোলনা থেকে যার উপর সে স্থিতিশীল হয়েছে, তার প্রতি পরিচালিত হতে থাকে। একারণে বিজ্ঞ উদাহরণে বলা হয়, "যে কোন বৈশিষ্ট্যের উপর সুশিক্ষায় লালিত-পালিত হলো সে তার উপরই প্রাপ্ত বয়সে পরিণত হলো"। এ বিষয়ে কবি যথার্থই বলেছেন :

আমাদের মাঝে উঠতি বয়সের কিশোরেরা সে ভাবেই বেড়ে ওঠে, যেভাবে তার পিতা মাতা তাকে অভ্যস্ত করেছে।

পরিবার ও শিক্ষা এবং পিতা-মাতার শিক্ষামূলক রক্ষণশীলতাই হলো সমাজ সমূহের উন্নতি ও সমাজের ভীত মজবুত করার প্রকৃত গোপন রহস্য। যদি পরিবার ঠিক থাকে এবং শিক্ষা ও লালন-পালন সঠিক ও সুন্দর হয় তা'হলে ব্যক্তি, সমাজ আলো ও উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে এবং সমাজের বয়ন, ভিত ও সহমর্মিতা মজবুত হয়। পক্ষান্তরে যদি পরিবার ধ্বংস হয়, শিক্ষা ও লালন-পালন যদি খারাপ হয় তা'হলে সমাজ অন্ধকার, অস্তিত্বহীনতা ও কর্দমাক্ত সিড়ি বেয়ে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। আর শেষ হয় সামাজিক ভাঙ্গন ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। এই ধ্বংসের সময়কাল দীর্ঘায়িত হোক অথবা সল্প সময়ব্যাপী হোক না কেন। আর এটাই হলো ইতিহাসের শিক্ষা ও অতীত সভ্যতার নিদর্শন ও উদাহরণ।

ইবনে বতুতা বায়দাবা ও তাঁদের মজলিসে উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, এ কথা স্মরণ রেখো হে বায়দাবা, স্বাধীনতা ব্যতিত জীবন অর্থহীন এবং সঠিক শিক্ষা, ভালো অভ্যাস, সুনিয়ন্ত্রিত দায়িত্ববোধ এবং জনসাধারণের স্বার্থের অনুভূতি ব্যতিত স্বাধীনতাও অস্তিত্বহীন।

বায়দাবা বললেন, হে প্রজ্ঞাময় বিশ্বপরিব্রাজক পন্ডিত শিক্ষাগুরু, আপনি স্বাধীনতা সম্পর্কে যে শিক্ষা আমাদেরকে দিলেন তা' আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ এই শিক্ষা আমার চক্ষু থেকে পর্দা দূর করে দিয়েছে। আমার দৃষ্টি থেকে অন্ধকার দূর করে দিয়েছে যে অন্ধকারে এতদিন নিমজ্জিত ছিলো। অনেক দেশ ও অনেক জনগণ ভাল উদ্দেশ্য ও সংকল্প নিয়ে এখনও এ অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে, যা তাদেরকে পতিত করেছে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক বিচ্ছৃঙ্খলা, অপকর্ম, অত্যাচারের বিস্তার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের মাঝে এখনও পতিত করে চলেছে। আলো ও আত্মিক সিঁড়ি তাদেরকে দীগন্ত হতে ফেলে দিয়েছে যেন তারা কাদা ও জঙ্গলের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে গিয়ে পতিত হয়। তারা এই মিশ্রণ ও এই অন্ধকারের কারণে মহাবিশ্বের নিয়ম-নীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। পূর্ববর্তী সমাজ, জাতি ও সভ্যতাসমূহ যাদের জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের সভ্যতা ধ্বংসে পর্যবসিত হয়েছে, তাদের কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করে নি। কারণ পথভ্রষ্ট পশুসুলভ কর্দমাক্ত আকাঙ্খাসমূহের কারণে তাদের চক্ষুসমূহ অন্ধ হয়ে গেছে, সমাজ জাতি ও সভ্যতাসমূহের যে সমস্ত কারণে পতন ও ধ্বংস হয়েছে, তা অনুধাবন করা থেকে। আর তাদের ধ্বংস ও পতনের মূল কারণ ছিলো নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের পতন, বিচ্ছৃঙ্খল, বিলাসিতা, স্বার্থের প্রভাবে সে সমস্ত সমাজে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন। সে সমস্ত জাতি ও সভ্যতা সবচেয়ে শক্তিশালী, প্রতিরোধশীল, সহমর্মিতা ও উন্নতি লাভ করার পরও তার ধংসে পর্যবসত হয়েছে। আর এটাই সৃষ্টিতে আল্লাহ পাকের নিয়ম-নীতি, যদিও তারা পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মনে করে যে তারা খুব ভাল কাজ করছে।

এ পর্যায়ে এসে বিশ্বপরিব্রাজক সম্মানিত শিক্ষাগুরু জানালা দিয়ে পাখির বাঁকসমূহের দিকে তাকালেন। যেমন Pelican (বড় আকৃতির সামাজিক পাখি বিশেষ), রাজহাঁস, ঘুঘু ও কবুতরের ঝাঁক। যারা তাদের উজ্জ্বল ডানাসমূহ আলোকোজ্জ্বল গোলাপী দিগন্তজুড়ে মেলে দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল প্রশান্ত দিগন্ত জুড়ে তাদের সুমিষ্ট গানের আওয়াজের ছন্দ তুলে ছুটে শিষ্টাচার, চাঞ্চল্য ও স্বাধীনতা নিয়ে চলছিলো যে দিকে তাদের বিচরণের শেষ গন্তব্য এবং তাদের সুদূর ভ্রমণের লক্ষ্যে।

এখানে বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরু বায়দাবাকে সম্বোধন করে বললেন, হে দার্শনিক, তুমি জানালা দিয়ে উজ্জ্বল প্রশস্ত দিগন্তের দিকে তাকাও। তুমি তোমার দৃষ্টিমান চক্ষুকে অপরূপ উজ্জ্বল রংসমূহে ভরে দাও। এই সমস্ত সুন্দর রং বেরংগের বিভিন্ন আকৃতির এবং সুমিষ্ট গানে ও কলকাকলিতে মুখরিত পাখির ঝাঁকসমূহের দিকে তাকাও। তোমার এবং দর্শকদের দৃষ্টিসমূহ ভরে যাক ঐসমস্ত পাখির ঝাঁক দেখে যারা অধীর আগ্রহ নিয়ে একাগ্রচিত্তে, শিষ্টাচারিতায়, ও স্বাধীনভাবে তাদের গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে। তুমি ঐ সমস্ত পাখির ঝাঁককে কীভাবে দেখছো তাদের মাঝে অনেক ভিন্নতা থাকাসত্ত্বেও তাদের অনেক বিষয়ের মাঝে মিলআছে। তাদের মাঝে অনেক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের মাঝে পাবে বিভিন্ন প্রকার ও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অপরূপ সৌন্দর্য্য। তুমি পাবে বিভিন্নতা ও ভিন্নতার সম্পূরক রূপ; পথ চলার নম্রতা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশের একাত্মতা।

হ্যাঁ, প্রিয় বায়দাবা, সমস্ত জনগণ ও সমস্ত জাতি তাদের বর্ণ, ভাষা ও শক্তি বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও তাদের উচিৎ তাদের মহৎ উদ্দেশ্যে তাদের অন্তরসূমহকে একত্রিত করা তাদের জীবনসমূহকে সমৃদ্ধ করার জন্যে, তাদের জীবনকে উন্নত জনপদে পরিণত করার জন্যে একাগ্রচিত্তে, শিষ্টাচার, পারস্পরিক সহমর্মিতা, ন্যায় পরায়নতা ও শান্তিতে এবং সব ধরনের ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও স্বাধীনতা দিয়ে। কারণ স্বাধীনতার মাঝে রয়েছে ব্যক্তিত্বের বাস্তবায়ন ও বিকাশ এবং স্বাধীনতার মাঝে রয়েছে উত্তম ও সঠিক ফেতরাত (প্রকৃতি) ও সত্য ন্যায়পরায়নতা, সহানুভূতি, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও শান্তি অন্বেষণের নিরাপদ বাস্তবায়ন। আর নিঃসন্দেহে সেগুলো হলো সবচেয়ে মূল্যবান অর্জন, সবচেয়ে দামি উপঢৌকন ও সবচেয়ে মহৎ উদ্দেশ্য, যা সৃষ্টিসমূহ অর্জণ করে জীবন ব্যাপী এবং তাদের পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব কালীন সময় ব্যাপী।

বায়দাবা বললেন, হ্যাঁ, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, সঠিক বিবেক-বুদ্ধি ও যথাযথ স্বাধীনতা ব্যতিত কোন জীবন এবং কোন অস্তিত্বই পরিশ্রম, সংগ্রাম, কষ্ট সাধন ও জীবন যুদ্ধের সুফল পায় না।

সম্মানিত শিক্ষাগুরু বললেন, হে বায়দাবা, আমার সাথে তুমি ও তোমার ভাই-বোনেরা একথা স্মরণ কর, যেমনি আকাশে ঘুরে বেড়ানো মুক্ত স্বাধীন কোকিল ছাড়া খাঁচায় আবদ্ধ কোন পাখি কখনও গান করে না। বনে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানো স্বাধীন সিংহ ব্যতিত কোন আবদ্ধ সিংহ গর্জন করে না।

বায়দাবা বললেন, হ্যাঁ, আমরা আশা করি যে, স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় পন্ডিত গুরু ইবনে বতুতা আমাদের যে শিক্ষা দিলেন এবং স্বাধীনতার সাথে কল্যাণ ও বিবেক-বুদ্ধির সামঞ্জস্য দেখালেন ও সম্পর্ক বিষয়ে আমরা সবাই তা শিখতে সক্ষম হবো। কোন জাতিই টিকে থাকতে পারে না, তাদের সম্মান স্থায়িত্ব লাভ করে না, কোন জাতিই বিশ্বের জন্য কল্যাণ ও সম্পদকে করায়ত্ব এবং মানুষের জন্য প্রকৃত সভ্যতা নির্মাণে অংশ গ্রহণ করতে পারে না যদি সে জাতি রক্ষণশীল, স্বাধীনচেতা, সৎ ও ন্যায়পরায়ন না হয়। তাদের স্বাধীনতার সঠিক অর্থ ও মর্ম এবং সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি তারা অনুধাবন করতে না পারে। যদি তারা না জানে কীভাবে এই স্বাধীনতা চর্চা করতে হয়, কীভাবে তাদের সন্তানদেরকে তারা লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করবে। এবিষয়ে যদি অভ্যাস গড়তে না পারে কী পদ্ধতিতে সঠিকভাবে তারা কর্ম বাস্তবায়ন ও চর্চা করবে তা হলে স্বাধীনতা অর্থহীন হবে।

॥ ৫ ॥

আল্লাহ্‌র ভালোবাসাতেই সম্মান ও সফলতা নিহিত রয়েছে

সম্মানিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বায়দাবাকে ও তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সম্বোধন করে বললেন যখন তারা তাঁর মজলিসে আসন গ্রহণ করে, অন্য বিষয়টি কী যা তোমার চিন্তা চেতনাকে ব্যস্ত করে রাখে হে বায়দাবা? যে সম্পর্কে আমি এখনও আলোচনা করি নি সেই দ্বীপ ও উপত্যাকার বিষয়াদি সম্পর্কে।

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা, অন্য বিষয়টি হলো আপনি উল্লেখ করেছিলেন সেই দ্বীপ ও উপত্যাকাবাসীদের সম্পর্কে তারা উপভোগ করে শিষ্টাচারমূলক বীরত্ব, গর্ব, সম্মান ও মর্যাদা বোধের মানসিকতা, যা ভালোবাসা ও বিনয়ে পরিপূর্ণ, যাকে কৃত্রিমতা ও অহংকার কলুষিত করতে পারে নি।

ইবনে বতুতা বললেন, হ্যাঁ আমি একথা তোমাকে বলেছি হে বায়দাবা। সেগুলো এমন গুণ যা তোমার চক্ষু তাদের প্রতি প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপেই সনাক্ত করতে ভুল করবে না। বায়দাবা বললেন, কিন্তু হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি তাদের এই বীরত্ব, গর্ব, সম্মান ও মর্যাদার কথা বলেন নি যা তারা উপভোগ করে এবং এর উৎসের কথাও আপনি ব্যাখা করেন নি। হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আর এ বিষয়ে আমার ব্যাকুলতার কারণ হলো আমাদের যুগের অধিকাংশ মানুষই এই গুণাবলী হারিয়ে ফেলেছে, এগুলো সম্পর্কে তাদের অনেক আলোচনা এর প্রতি ভালোবাসা এবং এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়ার ইচ্ছা তাদের মাঝে থাকা সত্ত্বেও। কারণ বর্তমান যুগে অনেক মানুষের ভয়, কপটতা (মুনাফেকী), মিথ্যাচার, স্বার্থপরতা, অপমানবোধ অথবা পদমর্যাদা ও অর্থের অধিকারীদের সামনে মাথানত করা, বিনয়ী হওয়ার চরিত্রে পরিণত হয়েছে, যার ফলে তারা এসমস্ত হীনমন্যতায় ভুগছে।

আর হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, সম্ভবত আপনার কাছে এমন কিছু আছে যা এই জটিল সমস্যাটির সমাধান দিতে সক্ষম হবে। আমাদের সবাইকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত করেছে যা অনেক মানুষকে এবং অনেক জাতিকে বসিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে অপারগতা, দূর্বলতা ও পশ্চাদপদের উত্তরাধীকারী বানিয়ে দিয়েছে। বিশৃঙ্খলা, ফাসাদ ও স্বেচ্ছাচারিতার উপাদানসমূহ তাদের কাঁধে চড়াও হয়েছে এবং তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে শত্রুর কব্জায় বন্দি করে রেখেছে, তাদের প্রতি আক্রমণকারীগণের সহজ শিকারে পরিণত করে দিয়েছে যেন তারা জনগণের ধ্বংসলীলা ও জাতিসমূহের পতনে পর্যবসিত হয়।

বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, হে বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা, তুমি ঠিকই বলেছো। এটা নিঃসন্দেহে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উভয় সংকটমূলক সমস্যা। আর আল্লাহ্ পাকের জন্য

সমস্ত প্রশংসা যে, আমার থলেতে এ বিষয়ে মানববিশ্ব সম্পর্কে সুচিন্তিত সমাধানের একটি উত্তম সংগ্রহ বয়েছে। সম্ভবত এর মধ্যে রয়েছে তোমার প্রশ্নের জবাব এবং ঐ সমস্যার সমাধান যা তোমার কিছু কিছু জঠিলতা দূর করে দেবে।

হে দার্শনিক বায়দাবা, গোপন রহস্য হলো একটি গোত্র ও জাতির নিকট সম্মান ও মর্যাদাবোধের বিষয়টি এবং অন্যান্য গোষ্ঠী ও জাতির নিকট অপমান, অপদস্ত ও শির অবনতবোধের বিষয়। সে জাতির নিকট এবং সে জাতির নিকট সর্বিক পার্থিব দর্শনের মৌলিক বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

হে স্নেহভাজন বায়দাবা, সম্মানিত, শান্তিকামী, শক্তিশালী ও স্বাধীনচেতা জনপদ ও জাতিসমূহ হলো ঐ সমস্ত জাতি, যারা স্বাধীনতা, সম্মান, মূল্যবোধ ও উচ্চাভিলাসী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে *ঐসমস্ত বস্তুকে গ্রহণ* করে, যার প্রতি তাদের অন্তর ও *ফিতরাত* (প্রকৃতি) প্রত্যাবর্তন করে। তাকে তাদের পার্থিব সার্বিক দর্শনের মূল ভিত হিসেবে গ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত জাতি যাদের মাঝে পার্থিব দর্শন ও চিন্তা-চেতনার পদ্ধতি বিকৃতি লাভ করে, তারা তাদের স্বাধীনতাকে হারিয়ে ফেলে এবং ইচ্ছাসমূহ জলাঞ্জালি দেয়। হে স্নেহভাজন বায়দাবা, তারাই সম্মান ও মর্যাদার চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতি হারিয়ে ফেলে। তারা যতই তাদের মনগড়া কথা ও নিজেদের ইচ্ছা মাফিক প্রমাণাদি পেশ করুক না কেন, তারা অপমান, অধিনস্ততা, অপারগতা ও পশ্চাদপদের অনুভূতি ব্যতিত অন্য কোন ফল আহরণ করতে পারে না। শেষে সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে গিয়ে তাদের বিষয়াদি, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সর্বশেষ পর্যায়ে গিয়ে তাদের ব্যাপারটি শেষ হয় ফেতনা ফাসাদ, দাসত্ব ও স্বৈরচারিতার মধ্য দিয়ে।

হে বায়দাবা, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও স্বৈরাচারগণ সহজ-সরল মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করতে দর্শন ও চিন্তা-চেতনাকে কলুষিত করতে, মনগড়া কথা একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বাধ্য করতে, জাতির সন্তানদের কাছ থেকে স্বাধীনতার অধিকার হরণ করতে, তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধিকার স্বীকার করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেয় না। তারা তাদের ওপর অনেক ধরণের নাম ও দোষ চাপিয়ে দেয়, যা গুণে শেষ করা যায় না, যেন তারা স্বৈরচারিতা ও ফেতনা-ফাসাদ করতে সক্ষম হয়, তাদের স্বার্থ ও প্রভাবের প্রবণতার প্রতি সাড়া দেয়। তারা নিজস্ব ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ও স্বার্থসমূহের সেবা করে।

হে বায়দাবা, আজকে বিভিন্ন প্রকার অপারগ ও অপমানিত জাতির মধ্যে হতে অনেকেই মূল ভূখন্ডে অবস্থান করে। তারা প্রকৃতপক্ষে শান্তিকামী জাতি ছিলো তাদের ইতিহাস ও জীবনী আমাদেরকে যা বর্ণনা করে তা থেকে আমরা পাই।

হে বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা, যখন তারা পুরোপুরি সঠিক দর্শনের অধিকারী ছিলো ও সঠিক চিন্তা-চেতনার পদ্ধতি তাদের কাছে ছিলো, তখন তারা এর বদৌলতে স্বাধীনতা, বিবেক, বুদ্ধি, সম্মান ও চয়ন করার অধিকারের অধিকারী ছিলো। একারণে এ সমস্ত জাতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ করতো, তাদের মাঝে ছিলো পেশীশক্তি, প্রতিযোগিতা ও সৃজনশীলতার ক্ষমতা। তাদের নিজেদের প্রতি ও তাদের চর্তুপার্শ্বে যারা ছিলো তাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব বোধ এবং জনস্বার্থ ও সাধারণ স্বার্থের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ ছিলো। এ অনুধাবনই সেই দ্বীপের অধিবাসী অর্জন করেছিলো। এর ব্যাখ্যা এবং সেই সংরক্ষণশীলতাই হলো মর্যাদা, সম্মান ও শক্তির গুণাবলী। সে দ্বীপের সন্তানদের মাঝে বাস্তবায়ন করেছে তাদের জ্ঞানী ও পন্ডিতগণ। যার দ্বারা তারা জনপদ ও মানব সভ্যতা সৃষ্টি করে গেছেন।

হে বায়দাবা, তুমি স্মরণ রেখো, *ফেতরাত* (প্রকৃতি) সংরক্ষিত সঠিক ব্যক্তিগণ সত্য, ন্যায়, ইনসাফ, দয়া, নিরাপত্তা ও শান্তির দিকে ধাবিত হয় এবং এগুলো অন্বেষণ করে। এ কারণেই তারা মুক্ত ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে তাদের পরিপক্ব বুদ্ধির, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা, তাদের আত্মা *(নাফস),* প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন, সত্য, ন্যায় ও দয়ার জন্য বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে এবং নিবাপত্তা ও শান্তি অন্বেষণ করে। আর সে সমস্ত আত্মা (নাফস) সঠিক *ফেতরাত* (প্রকৃতি) দ্বারা জাদের জীবনের সমস্ত দিক থেকে তারা মিথ্যা, বাতিল, জুলুম, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, সীমালঙ্ঘন ও ফেতনা-ফাসাদকে অপছন্দ করে ও ঘৃণা করে এবং এর ওপর তার জীবন ধ্বংস করার লক্ষ্যে এর জন্য কোন ক্ষেত্র ছেড়ে দেয় না।

নিশ্চয়ই জুলুম-অত্যাচার, ফেতনা-ফাসাদ, নিষ্ঠুরতা ও খারাপ গুণাবলীসমূহ ও বদকারগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে বদ কাজের ওপর অটল থাকে। তাদের প্রতি পরম করুণাময় *রহমানের* (আল্লাহর গুণ বাচক নাম) ক্রোধ অত্যন্ত বেশী। পক্ষান্তরে যারা ভাল, সত্য ও ন্যায় পরায়নতাকে ভালোবাসে তাদের প্রতি তাঁর কোন ক্রোধ নেই। যখন তাদের পদস্খলন ঘটে তখন তারা অনুশোচনা করে ও তওবা করে। তারা যে পাপ করেছে, তা বারবার করে না এবং অতি নিকট হতেই সেই পাপ থেকে তারা ফিরে আসে।

হে বায়দাবা, সৎ ও ভাল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতিগণ হলো সেই সমস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতি যারা তাদের *ফেতরাত*গত (প্রকৃতিগত) কারণে মহান 'আল্লাহ' পাককে ভালোবাসে এবং তাদের *ফেতরাত*গত (প্রকৃতিগত) কারণে শয়তানকে ঘৃণা করে। কারণ 'হক্ব' বা ন্যায় ও সত্য 'আদল' ন্যায় বিচার, 'দয়া-অনুগ্রহ' ও 'শান্তি' হলেন 'আল্লাহ্' এবং এগুলো তাঁর গুণ! 'মিথ্যা', 'বাতিল' বা অসত্য 'জুলম' বা অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন হলো খারাপ। আর এগুলো আসে শয়তানের পক্ষ থেকে খারাপ কাজের আদেশ দানকারী নাফস বা আত্মা হতে। হে বায়দাবা, পদস্খলন ও ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারটি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু এগুলো হতে তাওবা কবুল করেন। সেই তওবার প্রতি তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং তার পদস্খলনগুলো

ক্ষমা করে দেন। তার গোনাহ্খাতাগুলো মিটিয়ে দেন এবং তার সৎকর্মগুলো অনেকগুণ বৃদ্ধি করে দেন।

আর হে বায়দাবা, আমরা যদি জানতাম, 'আল্লাহ্' কে, তাঁর গুণাবলী কী কী। তিনি কী কী কর্ম সম্পাদন করেন, তা'হলে আমরা জানতে পারতাম, শয়তান কে, তার গুণাবলী কী কী, সে কী কর্ম সম্পাদন করে এবং কিসের প্রতিনিধিত্ব করে? তা'হলে আমরা একথাও জানতে পারতাম যে, অধিকাংশ মানুষ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাককে ভালোবাসে এবং শয়তানকে ঘৃণা করে যদিও অধিকাংশ মানুষ সে কথা জানে না। কারণ এই অধিকাংশের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত ও কলুষিত হয়ে গেছে এবং তাদের নিকট ও তাদের বিকৃত কল্পনাতে আল্লাহ্ পাক পরিণত হয়েছেন একটি সীমালঙ্ঘনকারী, ধ্বংসাত্মক ও নিঃশ্চিহ্নকারী শক্তিতে যিনি তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করেন এবং তারা যেন আগ্রাসী শত্রুতা পোষণকারী ও খারাপকাজে লিপ্ত শয়তান। একারণেই তিনি তাদের ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলনসমূহ কঠোর ও নিষ্ঠুরতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেন।

আর হে বায়দাবা, এগুলো সংঘটিত হয় এই জাতির চিন্তা-চেতনার অবনতি, তাদের বক্তব্য ও আলোচনার সংমিশ্রনের ফলে। সীমালঙ্ঘনকারী, শত্রুতা পোষণকারী ও মন্দ আত্মার অধিকারী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে সেখানে ভীতি প্রদর্শন ও আজাবের ভয় দেখিয়ে বক্তব্য দেওয়া হয়। যা তাদেরকে আরও বেশী জুলুম অত্যাচার, বাতিল, নিষ্ঠুরতা ও শত্রুতার দিকে ঠেলে দেয় এবং তারা শয়তানের অনুসরণ করে। এই বক্তব্য এবং মুমিনদের (ঈমানদার) আত্মাসমূহকে লক্ষ্য করে প্রদত্ত বক্তব্য যারা প্রকৃতপক্ষে হক, সত্য, ন্যায়, দয়া ও শান্তির মূল্যবোধের প্রতি ধাবিত হয়, যেগুলো পরম করুণাময় 'রাহমান' এর গুণাবলী এবং সে দিকেই তারা আগ্রহী হয়। এর কারণ হলো তারা যেন জাতিগত ভয় পায় এবং তাদেরকে ভীতি ও শংকা পেয়ে বসে এবং তাদেরকে আমল ধ্বংস হওয়া ও নিরাশা ধরে ফেলে। তারা তাদের আত্মাসমূহের (নাফস) মাঝে ভুল-ভ্রান্তি, পদস্খলন, গোপন পাপ-পঙ্কিলতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তাদের ভেতরে লুকানো ভীতি ও অপমানবোধ প্রত্যেক ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী ব্যক্তির সামনে মাথা অবনত করে।

হে বায়দাবা, একথা অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ, যে ব্যক্তি ভয় করে সে দূরে থাকে ও পেছনে পড়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি ভালোবাসে সে কাছে থাকে ও গ্রহণ করে। হে বায়দাবা, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিশালী জাতি নেই যে জাতি নির্মাণ করে ও অর্জন করে, অথচ সে জাতি নিজেদের দর্শণ তৈরী করে নি এবং নিজেদের সমাজের অকাঠামোর ভিত মজবুত করে নি ভালোবাসা, আশা ও আগ্রহের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই, যে জাতির নাগরিকদের হৃদয় ভয়-ভীতি ও শংকায় পরিপূর্ণ অথচ তাদের চলার পথ অক্ষমতা, দূর্বলতা, লাঞ্ছনা ও অবমাননায় পর্যবসিত হয় নি।

হে বায়দাবা, এ কারণেই জাতিকে রক্ষা করা ও সংরক্ষণ করা তাদের নিয়ম-কানুন, আইন ও সংবিধান সে জাতির প্রতিষ্ঠানসমূহের হেফাজত করা একান্ত জরূরী একটি বিষয়। অনুরূপভাবে সে জাতির অধিকার ও স্বার্থসমূহ রক্ষা করা মানুষের জীবনে ও মানব সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য। সেটা ব্যতিত দ্বীনকে রক্ষা করা যায় না, নাগরিকদেরকে হেফাজত করা সম্ভয় হয় না এবং তাদের অধিকার ও সম্মানসমূহও রক্ষা করা সম্ভব নয় না। হে বায়দাবা, নিশ্চয় যে জাতির পার্থিব দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃতি লাভ করেছে, সে জাতির দর্শন ও চিন্তা-চেতনা থেকে সাধারণ দূরদৃষ্টি এবং সভ্যতার দর্শন মানব অস্তিত্ব থেকেও বিলীন হয়ে গেছে। তাদের গুরুত্বের বিষয়ও ব্যক্তিস্বার্থকে ঘিরে সীমিত হয়ে গেছে। সে সমাজসমূহে মানুষ যেন কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিহীন শুধুমাত্র এককভাবে বেঁচে থাকে এবং জীবন জীবিকার পেছনে ছুটে বেড়ায় খুব অল্প পরিশ্রমে লাভ করার জন্যে। এভাবে এক সময় সে মৃত্যুর পথযাত্রী হয়।

হে বায়দাবা, এ জাতিসমূহ পরিণত হয়েছে একক ব্যক্তিত্বে যারা ঝগড়া-বিবাদ করছে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে অবতীর্ণ হচ্ছে জীবন জীবিকার কিঞ্চিৎ শুকনো রুটির টুকরোর জন্য। আর তাদের ঘাড়ের উপর চড়ে সীমালঙ্ঘনকারী স্বৈরাচারেরা দাস ব্যবসায়ীদের মত তাদেরকে শাসন করছে। কারণ দূর্বলতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা তাদের আত্মার *(নাফস)* ভেতর কুরে কুরে খাচ্ছে, কেননা তারা শুধুমাত্র একক ব্যক্তি যারা স্বার্থপর এবং ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে পরস্পরের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। তারা সমাজ ও জাতির শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা এবং জ্ঞান ও সভ্যতা শক্তিকে তারা হারিয়ে ফেলেছে।

হে বায়দাবা, জাতীয়তাবোধ ব্যতিত কোন ব্যক্তি এবং সঠিক সুন্দর ও সুষ্ঠু ভিত বিহীন ব্যক্তি ব্যতিত কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। আর হে বায়দাবা, জাতি ব্যতিতও কোন ব্যক্তি টিকে থাকতে পারে না। হে বায়দাবা, ব্যক্তি হলো জাতিকে রক্ষা করা, জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি ও তাদের শক্তি উৎপাদনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। হে বায়দাবা, আর জাতি হলো ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় অতীত জাতিসমূহ এবং শান্তিকামী, শক্তিশালী ও সম্মানিত জাতিসমূহ, আমরা সকলেই যেমন জানি 'আল্লাহ্' পাকের সাথে সুসম্পর্কের সঠিক অনুধাবন ও সমঝোতার মাধ্যমে তাদের শক্তি, সম্মান ও বীরত্বের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতো। অর্থাৎ আল্লাহ্'র প্রতি তাদের ভালোবাসার কারণে তারা সত্য, ন্যায় পরায়নতা, দয়া, ও শান্তিকে ভালোবাসতো। এভাবেই এই জাতিসমূহ তাদের আত্মাসমূহকে (নাফ্স) বশিভূত করেছে তাদের মুক্তইচ্ছায় সত্য, ন্যায়, ন্যায়পরায়নতা ও মঙ্গলের মূল্যবোধের কারণে। যার প্রতি তাদের অন্তরসমূহে লুকায়িত ফেতরাত বা প্রকৃতি ধাবিত হয়। অর্থাৎ তারা ভালোবাসার

উপর প্রতিষ্ঠিত এই দর্শনটি এবং এই সঠিক ফেতরাত (প্রকৃতি)। আর তাহলো নিয়ন্ত্রিত আত্মাসমূহ (নাফস), দাসত্বে পরিণত করা নয়। এর দ্বারা 'শয়তান' ও প্রত্যেক অনিষ্ট, জুলুম, ফেতনা-ফাসাদ ও সীমালঙ্ঘকারী শক্তিসমূহের কাছে মস্তক অবনত করা থেকে তাদের আত্মাসমূহকে (নাফস) স্বাধীন ও মুক্ত করেছে। অর্থাৎ তারা প্রত্যেক খারাপ ও বাতিল বা অন্যায় বস্তু থেকে তাদের আত্মাকে (নাফ্স) স্বাধীন ও মুক্ত করেছে, তাদের হৃদয়ে, অন্তরে, ফেতরাতে (প্রকৃতি) হক বা সত্য, ন্যায়পরায়নতা, দয়া ও শান্তির প্রতি ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। অর্থাৎ আল্লাহ্'র ভালোবাসা। অর্থাৎ সে সমস্ত আত্মা (নফস) পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের আত্মায় সে সমস্ত মূল্যবোধ, সুউচ্চ অর্থসমূহের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নেই। আর সেটাই হলো 'আল্লাহ্'র ভালোবাসা', আর সেটাই হলো আল্লাহ্'র গুণালীর অন্তঃস্থল, আর আত্মায় (নফ্স) সেটাকে বাস্তবায়ন করা ও প্রতিবিম্বিত করাই হলো জীবন ও অস্তিত্বের সুমহান উদ্দেশ্য।

আর আল্লাহ পাকের ভালোবাসা ও তাঁর উত্তমতম গুণাবলীর ভালোবাসাই হলো ভালোবাসা ও আগ্রহের অনুভূতি এবং অর্থসমূহের উৎস। এর সাথে অপমান, লাঞ্ছনা, বাধ্যবাধকতার অনুভূতি অথবা এর অর্থসমূহের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ পাককে যিনি ভালোবাসেন তিনি আল্লাহ্ পাকের ভয় ও সংশয় অনুভূতিতে সন্ত্রস্ত থাকেন না। বরং সে তার ভালোবাসার প্রিয় পাত্র, তার বন্ধুর প্রতি ক্রোধের ভয়ের অনুভূতিতে যে, তিনি তাকে ছেড়ে চলে যাবেন ও তার প্রতি তাঁর পৃষ্ঠ প্রদর্শনের আশংকায় অনুভূতিতে সর্বদা শংকিত ও তটস্ত থাকেন। এটাই হলো ঐ সমস্ত বান্দার ভয় ও আশংকা যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্'কে ভালোবেসে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করেছে এবং তাঁর বিধি-বিধান মোতাবেক চলে (নিয়ন্ত্রিত বান্দা)। ঐসমস্ত দাস ভয় ও ত্রাসে সন্ত্রস্ত থাকে না, যাদেরকে দাসত্বের বেড়াজালে জিম্মি করে রাখা হয়েছে।

আরবীতে আত-তা'বীদ বা নিয়ন্ত্রণ হলো ইতিবাচক নির্মাণ অনুভূতিসমূহকে একাঙ্গীভূতকরণ যা ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির অর্থ ছাড়া আর কিছুই ব্যক্ত করে না। সেটা হলো ঐ সমস্ত অনুভূতি, যা অন্তরসমূহকে শক্তি, মর্যাদা ও সম্মানে ভরে দেয় এবং প্রত্যেকটি দাসত্বে পরিণতকারী স্বৈরশক্তি হতে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং প্রত্যেকটি অপমান ও লাঞ্ছনাবোধ হতে প্রকৃত মুক্তি অর্জন করে। সেগুলো এমন সব অনুভূতি, যা আল্লাহ্'র ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং সত্য, ন্যায়পরাণতা, সম্মান ও মর্যাদার প্রকৃত অর্থে ভরপুর।

হে দার্শনিক বায়দাবা, আফসোসের বিষয় হলো, সে সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্য হতে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বর্তমান যুগে তাদের অনেক সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও সে সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করছে। বিষয়টি এরকম, যখন তারা ইচ্ছা ও চয়নের স্বাধীনতার প্রতি

আজ্ঞা, অনুবর্তিতা ও বাধ্যতা থেকে বিচ্যুত হয় তখন তারা মনে করে, তারা স্বাধীনতা লাভ করেছে। তারা তাদের উন্নয়ন এবং প্রগতিকে ছেড়ে দিয়েছে অনুর্বর ও অনেক বন্ধ্যা অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেটের দিকনির্দেশনার জন্য। অনেক রাষ্ট্রীয় উপাধি এবং মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রনোদিত দিকনির্দেশনার জন্য, তাদের বিবেক-বৃদ্ধি নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার উদ্দেশ্য। তাদের অন্তরে 'দাসত্ব' ও 'আপারগতা'র মানসিকতা সৃষ্টি এবং অপারগতা, নৈরাশ্য অপমান ও লাঞ্চনা, (এবং নিয়ন্ত্রণ কারক আপারগ অবমাননা) ভীতি ও সন্ত্রস্ত বোধের অনুভূতি। এভাবে তারা সমাজের শক্তির কেন্দ্রসমূহ ও বিশেষ স্বার্থসমূহের সংঘসমূহের প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকারে সক্ষম হওয়া এবং সেই অসৎ লালসা চরিতার্থকারীদের রাষ্ট্র ও স্বৈরাচারী ক্ষমতার কেন্দ্রসমূহে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত করা।

হে দার্শনিক বায়দাবা, সেখানে আরও অনেক জাতি ও গোষ্ঠী আছে, যারা তাদের স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ না বুঝে এবং তাদের ফেতরাত বা প্রকৃতিতে তাদের অস্তিত্বের ও জীবনের উদ্দেশ্য তাদের ফেতরাত বা প্রকৃতিতে সেই স্বাধীনতার বিস্তৃত দিগন্ত ও সেই স্বাধীনতা ছন্দের সীমারেখার দূরত্ব, তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও জীবনের মর্ম অনুধাবন না করে তার ঝোঁক-প্রবণতা, প্রবৃত্তি ও তাদের জাগতিক কদর্মাক্ত পাশবিক লোভ লালসার প্রতি নিজেদেরকে অনুগত করে দেয় কোন প্রকার মূল্যবোধ অথবা চারিত্রিক বা দায়িত্বের বাধাবিঘ্ন তোয়াক্কা না করে। ফলে তারা তাদের উপর যে শক্তি ও ক্ষমতা চড়াও হয়েছে সেটা ব্যতিত অন্য কোন কিছুর প্রতি মনোযোগ ও গুরুত্ব আরোপ করে না, তারা তাদেরকে এর প্রতি আহবান করে তাদের মনবাসনা ও প্রবৃত্তির এবং তাদেরকে তার প্রতি অনেক ধ্বংসাত্মক ক্ষতিকর ঝোঁক ও প্রবণতার প্রতি ঠেলে দেয়।

আর এই সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠিই হচ্ছে আজকের বিশ্বের ভঙ্গুর বস্তুবাদী জাতি যারা ধুধু মরুভূমিতে ও আধ্যাত্মিকতা অনুপস্থিত এমন জগতে বসবাস করে। তারা জানে না যে, তাদের জীবনের লক্ষ্য ও গতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী। তাদের আত্মা যেসমস্ত বিষয় নিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে এবং তারা যেসমস্ত অনুভূতির আস্বাদন পেয়েছে সেগুলোর ওপর অটল থাকা ব্যতিত।

হে বায়দাবা, প্রকৃত অর্থে ঐসমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর কোন পার্থিব দর্শন নেই, তারা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার অর্থ বোঝে না এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, তা ও তারা জানে না। তাদেরকে তাদের প্রবৃত্তির ঝোঁক-প্রবণতা, অশুভশক্তি এবং এতে তাদের কর্দমাক্ত অধঃপতনসমূহ তাদেরকে দাস ও গোলাম বানিয়ে রেখেছে। এভাবে তাদের জগতে তাদের মূল্যবোধ ও চরিত্রসমূহ ধ্বসে পড়েছে। তাদের চলার পথে ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নেই, যদিও তারা ধারণা করে যে, তারা তাদের বস্তুবাদীশক্তি দ্বারা অনেক ভালো কর্ম সম্পাদন করে চলেছে। এটা হলো তাদের পূর্বে যে সমস্ত জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে

তাদের মতাদর্শ ও নিয়ম-নীতি যারা তাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছো তারা কোন এক সময় সে সমস্ত বস্তুবাদীশক্তি বাস্তবায়িত করে ছিলো, তা' সত্ত্বেও। এরপর তাদের মূল্যবোধ ধ্বসে পড়েছে, তাদের চারিত্রিক ও সামাজিক বন্ধন বিলীন হয়ে গেছে। ফলে তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে এবং সেই সাথে তাদের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিছুই বিলীন হয়ে গেছে এরপর এক সময় তাদের জনপদ ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের সভ্যতায় ধ্বস নেমেছে।

হে দার্শনিক বায়দাবা, আমি তোমাদেরকে যা বললাম, তা'হলো আমার দৃষ্টিতে স্বাধীনতার সঠিক মর্মার্থ। আমি ফলপ্রসূ জীবনের মর্মার্থ সম্পর্কে যা শিখেছি এবং অতীতকাল ও জাতিসমূহের জীবন আলেখ্য সম্পর্কে যা অধ্যয়ন করেছি তার আলোকে। আর এভাবেই নির্মাতাদ্বীপের নাগরিকদের নিকট ফেতরাতের (প্রকৃতি) সঠিক ইহজাগতিক দর্শনের যথাযথ অনুধাবন অর্জিত হয়েছে। এটাই তাদের শক্তি ও উত্থানের গুরুত্বপূর্ণ উৎসসমূহের অন্যতম একটি। আর সেই সম্মান, মর্যাদা ও বীরত্বের সম্ভ্রান্ত অনুভূতির উৎস হলো তাদের অন্তরসমূহ, যা তাদেরকে দিয়েছে জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৃতিত্বের অনুপ্রেরণা এবং তাদের সৃজনশীলতা ও সভ্যতার শক্তিধারা প্রবাহিত করে দিয়েছে তাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাশক্তির সঞ্চারিত করে দিয়েছে। কেননা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে ও আন্দোলিত করেছে আল্লাহ পাকের জন্য হক বা সত্য, ন্যায়, দয়া, ও শান্তির প্রতি ভালোবাসা ও সম্প্রীতির মনমানসিকতা। শয়তান অনিষ্ট, ক্ষতি, জুলুম, সীমালঙ্ঘন, ফেতনা-ফাসাদ এবং বিশৃঙ্খলার প্রতি তাদের একনিষ্ঠ ও প্রকৃত ঘৃণার মনমানসিকতা। আর সেটাও মহাবিশ্বে সমস্ত জীব-জন্তু ও সৃষ্টির সাথে তাদের পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা। এই দর্শনই তাদের নিজেদের আত্মদর্শন এবং তাদের উপর থেকে সমস্ত গোষ্ঠী ও জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের দর্শন।

হে দার্শনিক বায়দাবা, এটা এমন একটি শিক্ষা যার প্রতি আজ সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠী মুখাপেক্ষী নিজেদের প্রকৃত স্বাধীনতার মর্ম ফিরিয়ে আনতে এবং এই স্বাধীনতার সৎ ও উপকারী ইচ্ছা পুনরায় ফিরে পেতে। তাদের অস্তিত্বের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও জীবনের অর্থের প্রকৃত মর্ম পুনরুদ্ধার করতে। তাদের আবাসনের মঙ্গলজনক পথনির্দেশক পেতে তাদের সভ্যতার ভারসাম্য রক্ষা করতে, তাদের সম্পর্কসমূহের নিরাপত্তার জন্য সে সমস্ত নাগরিকের মাঝে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। যা দ্বারা অনিষ্ট, বিচ্ছৃঙ্খলা, জুলুম ও সীমালঙ্ঘন শক্তির শয়তানি থেকে মুক্তি পাবে এবং তাদের উত্তম শান্তিপূর্ণ সভ্যতার ভিত্তি থেকে শয়তানি শক্তির মূলোৎপাটন করবে।

হে দার্শনিক বায়দাবা, এটা ছাড়া জাতি ও গোষ্ঠীসমূহ সীমালঙ্ঘনকারী ও সীমালঙ্ঘনের শিকারের মাঝে, পরাক্রমশালী শক্তিধর ও পরাজিত শক্তিহীন দূর্বলের মাঝে, অপচয়কারী ধনী ও অভাবী দরিদ্রের মাঝে যুগযুগ ধরে হিংসাহিংসি ও দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলতেই থাকবে। আর প্রকৃত স্বার্থপরতা, অনিষ্ট, জুলুম অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও বিশৃঙ্খলার শিকার, যা তাদেরকে দাসে পরিণত করে রেখেছে এবং যারা তাদের জগতের অধঃপতিত কর্দমাক্ত পুঁতিগন্ধময় পশুত্বের বহিপ্রকাশ ঘটায়।

বিজ্ঞ পন্ডিত ইবনে বতুতা তাঁর আলোচনা চালিয়ে গেলেন। বায়দাবাকে সম্বোধন করে বললেন, হে বায়দাবা স্বাধীনতা সংক্রান্ত এবং সমাজে এর চর্চা বিষয়ক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে যা নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। এ সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা পূর্ণ করতে হবে। এটাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা দ্বারা উক্ত দ্বীপবাসী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। কোন জাতির পক্ষেই উন্নয়ন, শক্তি অর্জন ও নেতৃত্ব প্রদান সম্ভব নয় যদি সে জাতি উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হয়।

বায়দাবা বললেন, কি সেই বৈশিষ্ট্যটি হে বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু? আমি সে বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।

বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু বললেন, হে বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা, এটাও এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত এবং এটা ঐ বৈশিষ্ট্যের এমন একটি যুগল যার একটি হতে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হয় না। আর তাহলো 'দায়িত্ব বোধ' এবং সাধারণ স্বার্থ রক্ষার প্রতি আগ্রহ। কারণ যদি প্রত্যেকটি নাগরিকের হৃদয়ের গভীরে দায়িত্ব বোধ প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তারা গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এ কথা যদি তারা না জানে যে, ব্যক্তিস্বার্থই হলো প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠীস্বার্থ এবং গোষ্ঠীস্বার্থই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে গঠিত। নিশ্চিতভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি কখনও সম্ভব নয় প্রচেষ্টা, অর্থ ব্যয়, দান ও অনুদান ব্যতিত। তা যদি না হতো তা'হলে এই সমস্ত সমাজে সামাজিক দিকের কোন কিছুরই অবকাশ থাকতো না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে এদুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক বন্ধন, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও নির্ভরশীলতা অথবা তাদের শক্তি, সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্র। কারণ হলো তা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি পরিকল্পনা ও অস্তিত্বের অর্থের মূল। তাই পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতিত কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পরে না এবং কোন পরিবার রক্ষাণবেক্ষণের অস্তিস্ত থাকতে পারে না সমাজ ও জাতি ব্যতিত। কোন জাতির কল্পনা করা যায় না এবং সমাজ, জনপদ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না, উত্তম, স্বাধীন, মর্যাদা সম্পন্ন ও সক্ষম ব্যক্তির অস্তিত্ব ব্যতিত। তাই পৃথিবীতে ব্যক্তি ও জাতি, উন্নত জাতিসমূহ তাদের সংস্কৃতি, সঠিক শিক্ষা, সুন্দর নিয়ম-কানুন, উন্নত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের উন্নত কর্ম সম্পাদন হচ্ছে এমন একটি যুগল ও জমজ যার একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, উহা হলো

শীশাঢালা প্রচীর যার এক অংশকে আরেক অংশ শক্তিশালী করে। সেখানে ব্যক্তি জাতি সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত, তাদের স্বার্থসমূহের সেবা ও তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। আর জাতির ভূমিকা হলো ব্যক্তিকে রক্ষা করা, তার প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া ও তাদের মান-মর্যাদা রক্ষা করা।

হে বায়দাবা, আমাদের কর্তব্য হলো, আমাদের সন্তানদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া যেন তারা তাদের পরিবারসমূহ নির্মাণে তাদের ভূমিকা সুচারুরূপে পালন করতে পারে। এটা একটি সমাজ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর এবং তা হলো নাগরিকদের গড়ে তোলার জন্য নিরাপদ মাতৃক্রোড়। আর এটা হলো তাদের বেড়ে ওঠা, তাদের অন্তরে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর তাদের সক্ষমতা নির্মাণের সৌভাগ্যবান উর্বর মাটি। আর তা হলো মায়ের নিকট ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা ও নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া এবং বাবার নিকট সবকিছু উজাড় করে দেয়া ও দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ। যখন এই প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ পিতা ও মাতাদের বৈশিষ্টসমূহ থেকে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তাদের ভূমিকায় কৃত্রিমতা আসবে। আর হে বায়দাবা, তাদের পারিবারিক ভিত ধ্বসে পড়বে এবং পিতা ও সন্তানগণ একই সাথে হতভাগা হবে। সেই সাথে সাথে সমাজসমূহ থেকে ভালোবাসার বন্ধন, পারস্পরিক মমত্ববোধের সম্পর্ক ও ভাতৃত্বের অনুভূতি বিলীন হয়ে যাবে। এর পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না একটি কালের ব্যাপার ব্যতিত। তারপর সমাজের ভিত্তিপ্রস্তরে ফাটলসমূহ প্রসার লাভ করবে। অতঃপর তার পরিসমাপ্তি ঘটবে ধ্বংস ও বিনষ্টে।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় অক্ষমেরাই তাদের জীবনে নিজেদের ব্যতিত আর কিছুই দেখেনা এবং তারা যে সমস্ত ভোগ-বিলাসের বস্তুর পিছে দৌড়ায় নিজেদের জন্য অর্জনের আশায়। তারাই প্রকৃত পক্ষে একক পশুর দল, যারা জীবনের উপর ভারী বোঝা স্বরূপ হয়ে থাকে। আর এভাবেই তারা তাদের জাতি ও সমাজসমূহের অসুস্থ ও রুগ্ন অংশে পরিণত হয়।

হে বায়দাবা, জীবনে ব্যক্তির মূল্য এটাই নয় যা দ্বারা মানুষ তার উদর পূর্তি করবে, তার বক্ষকে সুসজ্জিত করবে এবং তার জিহ্বা দ্বারা অপ্রয়োজনীয় বুলি আওড়াবে। বরং জীবনে এবং পরবর্তী আলো ও রুহের (আত্মার) জগতে তার মূল্য হলো ব্যক্তি যা দ্বারা মঙ্গল, উপকারিতা, অবদান, ব্যয়, উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন এবং তার পরিবারের সাথে, সমাজের সাথে, তার জাতির সাথে ও সমগ্র মানব জাতির সাথে তার সম্পর্কসমূহে।

প্রচেষ্টা, ত্যাগ, দান ও উৎসর্গের দ্বারা ব্যক্তি ফলপ্রসূ হয়, তার সক্ষমতা পুষ্প-পল্লবে ভরে ওঠে, উচ্চ গুণাবলীর অধিকারী হয়, তার ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ হয়। তার আত্মা (নাফস) সম্মানের অধিকারী হয়, তার জীবন মহৎ হয়, তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়,

তার অস্তিত্বের মর্ম ও জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় এই পৃথিবীতে এবং আলো ও আত্মিক জগতেও। তার প্রচেষ্টা, ত্যাগ, দান ও উপকারিতা যতই বৃদ্ধি পায়, তার মর্যাদাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেই সাথে সাথে তার মূল্যও বৃদ্ধি পায়।

হে বায়দাবা, ঐ ব্যক্তি ভুলের সাগরে ডুবে আছে যে ধারণা করে, সে পৃথিবীতে এসেছে একাকী ও এককভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং এককভাবে মৃত্যু বরণ করার জন্যে। নিশ্চয় যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আসে, সে ব্যক্তি পৃথিবীতে আসে তার বাবা-মা'র সন্তান হয়ে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে এবং জাতি নির্মাণের এক খন্ড ইট হিসেবে। সে জাতি তা'কে লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়, তাকে রক্ষা করে ও তাকে বাঁচিয়ে রাখে। জাতির প্রতি তার দায়িত্ব হলো জাতির মঙ্গল, উপকার ও জাতিকে রক্ষার জন্য সর্ব প্রচেষ্টা ব্যয় করা। আর এর মাঝেই প্রকৃতপক্ষে তার মঙ্গল, উপকারিতা ও সংরক্ষণের প্রকৃত মর্ম অন্তর্নিহিত রয়েছে।

ঐ মানব জাতি ধ্বংস হয়েছে, ঐ সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়েছে যাদের সম্পর্কের বাঁধন টুটে গেছে, যাদের সন্তানদের সম্পর্কের অবণতি ঘটেছে। এবং তাদের জীবনে সাধারণ দূরদর্শিতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবতাবোধ বিলীন হয়ে গেছে এভাবে যে, সে জাতির সন্তান ও সদস্যদেরকে মানবিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ঐক্য, নাগরিকত্বের সদস্যপদ, সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বস্তুগত মূল্যবোধ তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে নি।

এই সমস্ত সমাজে মানবিক অস্তিত্বের মর্ম ধ্বংস হয়, তাদের জীবনের অর্থ ও তাদের অবদানের সামর্থ বিলীন হয়ে যায় এবং তাদের সমাজসমূহে তারা চরিত্রহীন ও সুযোগসন্ধানী মানুষে পরিণত হয়। আর এভাবেই তাদের জীবন, তাদের সমাজ ও তাদের অবদানের পতন ঘটে যেন তারা পশুসমাজ ও পশুত্বের জীবনসমূহের চেয়েও নিচে নেমে আসে এবং তারা এভাবেই প্রকৃতপক্ষে পশুসূলভ কর্দমাক্ত বস্তুবাদী সমাজসমূহের নিকৃষ্টতম অবস্থায় পতিত হয়, যারা গোত্রতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। তাদের অবস্থা হলো হিংস্র ও বর্বরের অবস্থার মত জুলুম, সীমালঙ্ঘন ও নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ। যারা তাদের স্বজাতি ও স্বগোত্রভূক্ত নয়, তাদেরকে তারা আলাদা পাল্লায় মাপে।

আর একারণেই হে বায়দাবা, জাতিকে রক্ষা করা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য। অনুরূপভাবে জাতির নিয়ম-কানুন, আইন-শৃঙ্খলা ও সংবিধান এবং জাতির প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা করাও আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। সাথে সাথে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য। নিশ্চয় উত্তম জাতি ব্যতিত এবং সেই জাতির শক্তিশালী, সক্ষম,

ঐকবদ্ধ্যকারী, সম্মানিত ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ যাদের সুষ্ঠু নির্মাণ আবকাঠামো ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে- ব্যতিত কোন প্রবৃদ্ধি, প্রগতি, স্থায়িত্ব ও টেকসই উন্নয়ন হতে পারে না। এগোলো ব্যতিত ধর্ম সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় এবং নাগরিকদেরকেও রক্ষা করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে অধিকার, সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদাসমূহও রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই জাতি ব্যতিত কোন সক্ষম ও সম্মানিত ব্যক্তি হতে পারে না এবং কোন সক্ষম সম্মানিত ও উন্নত জাতির কল্পনা করা যায় না ব্যক্তি ব্যতিত। সেগুলো এমন সম্পূরক বিষয় যার একটি থেকে আরেকটি আলাদা হয় না।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় ঐসমস্ত জাতি যাদের মহাজাগতিক দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত হয়ে গেছে এবং যাদের দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও চিন্ত-চেতনা হতে সাধারণ দুরদর্শিতা ও সভ্যতা সুদূর প্রান্তে বিলীন হয়ে গেছে। তাদের মানবিক অস্তিত্ব এবং তাদের অধিকাংশ গুরুত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক যেন এ জাতীয় সমাজসমূহে সাধারণ মানুষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে শুধুমাত্র একাকিত্ব পশুত্বের জীবন যাপন করা ব্যতিত এবং তাদের মৃত্যু অবধি সামান্যতম পরিশ্রমে তাদের জীবন জীবিকার সংস্থান হয়।

হে বায়দাবা, এই সমস্ত জাতি শুধুমাত্র ব্যক্তিসমূহে পরিণত হয়েছে যারা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানিতে লিপ্ত হয় শুধু মাত্র দারিদ্র্য জীবন জীবিকা ও জীবন ধারণের উপকরণসমূহের জন্যে। আর তাদের ঘাড়ের উপর চড়ে তাদেরকে শাসন করে সীমালংঘনকারী স্বৈরাচার ও অত্যাচারী শাসকগণ। কারণ এসমস্ত সমাজের দূর্বলতা, তাতে মানুষের অস্তিত্বের অর্থ এবং তাদের জীবনের মর্ম ও তাদের অবদানের শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তাদের অবদান ও সমাজসমূহের অধঃপতন হয়েছে এবং তাদের মূল্য জীব-জানোয়ারের সমাজ ও জীবনের মূল্যের চেয়েও নিচে নেমে গেছে।

হে বায়দাবা, এটাই একমাত্র ধ্রুব সত্য কথা, এ ছাড়া আর যে সমস্ত কথা আছে তা' হলো মিথ্য ও বাতিল। এর নেপথ্যে জাতিসমূহ ও নাগরিকগণ দারিদ্র্য, দূর্বলতা, আবমাননা, দ্বিধাবিভক্তি, পশ্চাৎপদতা, ধ্বংস ও ধ্বংসাবশেষ ব্যতিত আর কিছুই আহরণ করতে পারে না।

বিশ্ব পরিব্রাজক শিক্ষাগুরু বায়দাবার প্রতি হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন, যাতে কিছুটা চিন্তার খোরাকও রয়েছে। তাকে বললেন, হে বায়দাবা, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা স্বাধীনতার বিষয়ে যা কিছু অধ্যয়ন করলাম তা আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে। অনুরূপভাবে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে আমরা দায়িত্ববোধ, সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণ, জাতিকে রক্ষা করা ও জাতির মান-মর্যাদার নিরাপত্তা ও শান্তির হেফাজত করা, তাদের শক্তিসমূহ ও তাদের জনপদের উন্নয়ন বিষয়সমূহ সম্পর্কে আমরা যা কিছু শিখলাম ও

জানলাম। আর তোমাকে ছোট-বড় ও পিতা-পুত্রের সাথে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে যেন তারা এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে।

বায়দাবা বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরুর প্রতি হতবুদ্ধি ও প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকালেন। কী সেই মোরগটি যাকেও স্বাধীনতা, দায়িত্ব বোধ এবং সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে বুঝতে হবে! তিনি বললেন, সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আমার পশু-পাখি সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতাই রয়েছে যেমন আপনি জানেন। আর নিঃসন্দেহে আপনি এবং অনেক মানুষই জানে যে, আমি পশু-পাখিদের ভাষায় কত গল্পই না লিখেছি। কিন্তু আমি কখনও এই মোরগটি সম্পর্কে শুনি নি, যে বুঝতে সক্ষম এবং যাকে মানবিক এই জটিল সমস্যাবলীও বুঝতে হবে। তাই আপনি যদি আমাদেরকে বিষয়টি একটু খুলে বলতেন আপনি কী উদ্দেশ্যে এই কথাটি বলেছেন। আপনার প্রতি আল্লাহ্ পাক সদয় হোক।

একথা শুনে শিক্ষাগুরু এমন ভাবে হাঁসতে শুরু করলেন মনে হলো তাঁর মাথা থেকে পাগড়িটি খুলে পড়ে যাবে। তিনি দেখলেন, বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা বিষয়টি গুরুতরভাবে ধরেছেন, হাসি ঠাট্টার ছলে নয়। তিনি বায়দাবাকে বললেন, হে বায়দাবা, তোমার বিষয়টি আমার কাছে একটি আজব ব্যাপার মনে হলো! তুমি কি করে পশু-পাখিদের বন্ধু হলে মোরগ সম্পর্কে একথা না শুনেই যার জীবনী কাফেলার আরোহীদের মুখে মুখে রটে গেছে এবং যার গল্প শুনে গল্পকার ও কৌতুকপ্রিয়রা কত মজাই না করে?

বায়দাবা বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার কথার সত্যতা স্বীকার করছি হে সম্মানি শিক্ষাগুরু, আমি ইতিপূর্বে এই মোরগটি সম্পর্কে কিছুই শুনি নি! কী তার গল্পটা? আপনি আমার উৎসুক্য আপনার অদ্ভুত কথা দ্বারা আরও প্রভাবিত করলেন এবং এই কথা বলার সাথে সাথে আপনার অট্রো হাঁসি আমার উৎসুক্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে একথা জানার জন্য।

পন্ডিত শিক্ষাগুরু অনেক চেষ্টার পর তার চেহারায় মৌনতা ফিরে আনলেন এবং বললেন, হে বায়দাবা, কথিত আছে এক ব্যক্তি মানসিক দূরারোগ্যে এমনভাবে আক্রান্ত হেয়েছিলো যে, সে নিজেকে একটি গমের দানার মত মনে করতো। যদি তাকে কোন মোরগ দেখে তা'হলে ঠুকরিয়ে খেয়ে ফেলবে। এরপর তার পরিবার তাকে একজন অভিজ্ঞ মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলো চিকিৎসা করার জন্য এবং তার মন থেকে ভ্রান্ত ধারণাটি দূর করার জন্য। অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাকে কয়েক মাস ধরে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে চিকিৎসা করলেন এবং তিনি তার ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সক্ষম হলেন। তাকে একথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলেন যে, সে পূর্ণ মনুষত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ। সে কোন গমের দানা নয় যে, একটি মোরগ তাকে খেয়ে ফেলবে। এরপর সে ব্যক্তি অনেক দীর্ঘ চিকিৎসার পর অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কথার প্রতি তার সম্মতি ব্যক্ত করলো।

চিকিৎসক ও ঐ ব্যক্তির পরিবাবের সদস্যগণ তার ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়েছে কি-না এবং তার সফল চিকিৎসার ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য চিকিৎসক ও ঐ ব্যক্তির পরিবারের বিশেষ বিশেষ সদস্যগণ চিকিৎসকের বৈঠকখানায় বসলেন। চিকিৎসক তার সহকারীকে লাল ঝুঁটি ও রঙ্গিন পালকযুক্ত সুন্দর একটি মোরগ আনতে বললেন যেন দর্শক বৃন্দ তাকে দেখে আনন্দিত হয় চিকিৎসা কামরায় এনে উক্ত মোরগটিকে ছেড়ে দিতে বললেন। যখনই মোরগটিকে বৈঠক খানায় নিয়ে আসা হলো। মোরগটি তার লাল ঝুঁটি ডান দিকে বামদিকে নাড়াতে শুরু করলো এবং তার লাল চক্ষু দুটিকে কামরার চার দিকে ঘুরাতে শুরু করলো অসুস্থ ব্যক্তিটি ভয়ে অস্থির হয়ে দৌড়িয়ে চিকিৎসকের আসনের পেছনে গিয়ে পালালো। চিকিৎসক রোগীর অদ্ভুত আচরণ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন এবং মোরগটিকে বের করে দিতে বললেন। এরপর চিকিৎসক রোগীটিকে মোরগ চলে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে তাকে লুকানোর স্থান চিকিৎসকের আসনের পেছন থেকে বের হয়ে আসতে বললেন।

ব্যক্তিটি আসনের পেছন থেকে বের হয়ে আসলো এবং তার আসনে গিয়ে বসলো। যখন তার অন্তর স্থির হলো তখন চিকিৎসক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই বলে, যখন মোরগটিকে নিয়ে আসা হলো তখন কেন তুমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে লাফ দিলে ইতিপূর্বে তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, তুমি একটি গমের দানা নও যে, একটি মোরগ তোমোকে ঠুকরিয়ে খেয়ে ফেলবে?

অসুস্থ ব্যক্তিটি বললো, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন হে চিকিৎসক, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি একটি গমের দানা নই এবং আপনিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিন্তু এই মোরগটিকে কে একথা নিশ্চিত করবে?!

বায়দাবা বুঝতে পেরেছেন পন্ডিত শিক্ষাগুরু এই হাস্যরসাত্মক গল্পটি অবতারনা করে কী বুঝাতে চেয়েছেন এবং এর উদ্দেশ্য কী। এই গল্পের রসিকতায় তিনিও হাসলেন এমন কি তিনিও তার চেয়ারের উপর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। শিক্ষাগুরুকে বললেন, আমি এখন আপনার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছি হে বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু প্রচেষ্টার পরিমাণ যা আমাদেরকে ব্যয় করতে হবে যেন মানুষ বুঝতে পারে আমরা কী বলতে চাচ্ছি তারা যার মাঝে লালিত-পালিত হয়েছে এবং যার প্রতি তাদেরকে ফিরে আনতে চাচ্ছি তা যেন পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। কারণ সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো নাফস (আত্মা) যার উপর অভ্যস্ত হয় তা পরিবর্তন করা এবং যে স্বাদের সাথে সে পরিচিত নয় তার আস্বাদন গ্রহণ করানো। কিন্তু যখন সে এর জন্য যা অগ্রে প্রেরণ করা হয়েছে তা গ্রহন করে তখন ব্যাপারটি সহজ হয়ে যায়। তার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারবে এবং তার উপকার ও মজা বুঝতে পারবে তখন সে তাকে সন্তুষ্টি, শক্তি ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করবে বিশেষকরে

তাদের মধ্য হতে কিশোরগণ। আর তখনই তাদের জগতে সঠিক দর্শন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যেমন তারা বলে থাকে, "খড়কুটার আগুনের মত"।

এ পর্যায়ে এসে সম্মানিত শিক্ষাগুরু তাঁর মাথা ঝুকালেন, তার জামা কাপড়ের প্রান্তসমূহ গোছালেন এবং তাঁর লাঠিখানা ধরলেন তার প্রস্থানের কথা জানিয়ে। তাঁর মেহমান বায়দাবা ও তাঁর সাথে উপস্থিত শিক্ষা ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিদায় জানিয়ে, যাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল সে কালের দু'জন বিখ্যাত বিজ্ঞ পন্ডিতের মাঝে আলোচনা ও পর্যালোচনা উপভোগ ও শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। যাদেরকে এক পলক দেখার জন্য মানুষ দূর-দূরান্ত হতে ভ্রমণ করে আসতো তাদের প্রজ্ঞাময় আলাপচারিতা শ্রবণের জন্য। তারাও চলে গেলেন হাসতে হাসতে এই মোরগ সম্পর্কে শিক্ষাগুরু যে হাস্যকর মজার গল্প শুনিয়েছেন তার কারণে।

এপর্যায়ে এসে বায়দাবা শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতাকে সম্বোধন করে বললেন, শিক্ষাগুরু আলোচনায় যে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তা সত্ত্বেও আমাকে তার ঘাড়ে আরো অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে। উদ্বিগ্নতা ও চলমান অস্থিরতার কালো মেঘের ছাপ শিক্ষাগুরুর চেহারাপটে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যাকে তিনি পরিচালনা শক্তি ও দক্ষ আচরণ দ্বারা এমন ভাবে চাপিয়ে রেখেছেন যে, কেউ তা দেখলে ও সহজে বুঝতে পারবে না, কিন্তু যার মাঝে বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবার মত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে সে ব্যতিত। তা সত্ত্বেও বিষয়ের গুরুত্ব, শিক্ষাগুরুর শক্তি, উপস্থিত দর্শক ও,শ্রোতাদের তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পান্ডিত্য সাগর থেকে সম্ভাব্য আরও বেশী পরিমান শ্রবনের আগ্রহ তাকে বিজ্ঞ শিক্ষাগুরুর সাথে একথা চালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনার আলোচনা আমরা অনেক উপভোগ করলাম এবং তা' হতে আমরা অনেক কিছুই জানলাম ও শিখলাম। আমরা একথা জানি, আমরা আপনার অনেক মূল্যবান সময় নিয়েছি কিন্তু আমরা একথাও জানি যে, আপনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শিক্ষা অন্বেষণকারী ছাত্রদেরকে কতটা সম্মান করেন ও ভাল বাসেন। যাদের কাছ থেকে অনেকেই শিখবে এবং যাদের জ্ঞান থেকে অনেকেই উপকৃত হবে। যদি আমি আপনাকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন না করি তাহলে তা আমার মাথায় এবং অন্যান্য প্রত্যেকের মাথায় ঘোরপাক খেতে থাকবে ও সবাইকে উদ্বিগ্ন করতে থাকবে।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, তোমার ভূমিকাগুলোই যথেষ্ট হয়েছে হে বায়াদাবা। আমিই ব্যক্ত করছি তুমি কী বলতে চাচ্ছো। সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শুধু আমাকে আর তোমাকেই কেবল ক্লান্তি কম কাবু করেছে। আর তুমি যেমন জানো আমার যাত্রা ও বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। যদি এমন কিছু হতো যা আমি যে সমস্ত শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান অর্জনকারী

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভালোবাসি, তা'হলে তাদের বিচ্ছেদের বিষয়টি হালকা করে দিতো। তুমি হলে তাদের প্রধানমত। আমি খুব শীঘ্রই উত্তরের উদ্দেশ্যে আমার কাফেলা নিয়ে যাত্রা শুরু করবো। ঐ ভূমির উদ্দেশ্য যে ভূমির জনগণ ও নাগরিকদেরকে আমি ভালোবাসা পান করিয়েছি এর ফলে তারা অনেক ব্যাথাও পেয়েছে এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমার অনেক বড় আশা যে, সে জাতিসমূহের ঐ অবস্থা ও নিয়মনুবর্তিতা হতে পরিবর্তন হয়েছে যার উপর তারা ইতিপুর্বে ছিলো। তবেশর্ত হলো চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সংস্কারকগণকে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে। সে সমস্ত গোষ্ঠী ও সে সমস্ত জাতিকে প্রকৃত শান্তিকামী জাতি ও গোষ্ঠীসমূহে পরিণত করার জন্য। তাদেরকে যেন তাঁরা সত্য, ন্যায়, দয়া, সম্মান ও শান্তির পথ অনুসরণ এবং তাদেরকে বাতিল, জুলুম , স্বৈরাচার ও বিশৃঙ্খলার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তাদেরকে যেন সে ভূমিতে সংস্কারকে পরিণত করেন। তাদের ইহজাগতিক ও সভ্যতার দর্শনকে ন্যায় ও শান্তির সভ্যতায় পরিণত করে উত্তম জনপদ, সহমর্মিতা আলোচনা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির মাধ্যমে।

॥ ৬ ॥

শিক্ষাগুরুর গুপ্তধনের রহস্য

বায়দাবা তার আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষাকরে বললেন, হে আমার সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের কাছে আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে যা আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো। আল্লাহ্ পাক চাহেন তো এটাই হবে আমাদের শেষ প্রশ্ন, যার উত্তর আপনার নিকট আমরা চাইবো। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্বক উত্তর দিবেন। কারণ সেটা হলো এমন একটি বিষয় যেমন আপনি বলেছেন, যা আমাকে এবং এই মজলিসে উপস্থিত সবাইকে উদ্বিগ্ন করেছে এবং বিষয়টি নিয়ে আমরা এখনও উদ্বিগ্ন।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, হে বায়দাবা, তুমি ঐ বষিয়টি স্পষ্ট করে বলো যা তোমার নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ব, যা তোমাকে উদ্বিগ্ন করেছে এবং যা দ্বারা তুমি আমার ক্লান্তিবৃদ্ধি করতে চাও অথবা যার কারণে তুমি আমাদের কাফেলাকে বিলম্বিত করতে যাচ্ছো। তুমি জেনে রেখ হে বায়দাবা, তুমি যে বিষয়েই প্রশ্ন করো না কেন সে সম্পর্কে আমি অন্য আরেকটি উপযুক্ত সময়ে আলোচনা করবো। কারণ আমি অত্যন্ত ক্লান্ত আমাকে বিগত দিনগুলো বিচলিত করে দিয়েছে ও আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। একটি বিষয় বারবার সংঘটিত হচ্ছে যার অর্থ আমি জানি না, যার কারণও আমি খুঁজে পাচ্ছি না এবং যার কোন বোধগম্য অর্থও আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

বায়দাবা বললেন, আপনি আমাকে চিন্তিত করে ফেললেন, হে শিক্ষাগুরু। অনুগ্রহ পূর্বক বলুন আপনার পরিবারের কী হয়েছে! কারণ বিগত দিনগুলোতে আমার কাছে এমন কোন কিছু গোপন ছিলো না যে, সেখানে এমন কোন বিষয় থাকতে পারে যা আপনাকে চিন্তিত করবে আপনার অনুভূতি চেপে রাখা সত্ত্বেও। কারণ আপনার মানসিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমরা আগ্রহী এবং আমরা যা জানতে চাচ্ছি হতে তা' অনেক মূল্যবান।

শিক্ষাগুরু বললেন, গত কাল যা ঘটেছে তা ইতিপূর্বেও বেশ কয়েকবার ঘটেছিলো। বেশ কয়েকবার এবং কয়েকদিন যাবৎ আমি যখন আমার ঘরে ফিবে যাই তখন দেখতে পাই কোন এক মানুষ আমার ঘরে অনুপ্রবেশ করে আমার ঘরের আপাদমস্তক উলোট-পালট করে রেখেছে। ঘরে আসবাবপত্র এলোমেলো করেছে এবং ঘরের জিনিষপত্র কাপড়-চোপড় ছিড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে রেখেছে। যেন সে কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ অথবা মূল্যবান জিনিষ খুজছে কিন্তু পাচ্ছে না। সে আবার নতুন করে অনুপ্রবেশ করে খোঁজাখুজি ও তল্লাশি করছে কোন প্রকার ক্লান্তি-শ্রান্তি ও অবসন্নতা পরোয়া না করে।

হে বায়দাবা, আমি তোমাকে অথবা তোমার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অথবা তোমার স্বজাতিকে উদ্বিগ্ন করতে চাই না, যাদের মাঝে আমি নিরাপত্তা, উত্তম চরিত্র এবং আমার ব্যক্তিগত বিষয়াদি ও আমার ব্যক্তিগত জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি, কিন্তু বিষয়টি বারবার সংঘটিত হওয়া এবং অনেক বার এ জাতীয় প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি আমাকে উদ্বিগ্ন করেছে। বিশেষ করে আমি একথা খুব নিশ্চিত করেই জানি যে, আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেই এবং আমার কাছে এমন মূল্যবান সামগ্রী নেই যা জন্য পরধন লিপ্সুগণ ও চোরেরা চুরি করতে পারে।

বায়দাবা বললেন, হ্যাঁ, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, নিশ্চয়ই এটা প্রকৃতপক্ষে একটি উদ্বেগের বিষয় বটে যা আপনার সাথে আলাপচারিতায় ইতিপূর্বে আর কখনও শুনি নি। আর আপনার অবস্থা সম্পর্কে আমরা এমন কিছু জানি না যে, আপনার কাছে যা কিছু আছে তাতে কেউ লালসা করতে পারে। আপনাকে আমি কী বলবো তা আমি জানি, তবে আমি অচিরেই গোয়েন্দা মোতায়নের জন্য আবেদন করবো। আপনি যেখানে অবস্থান করছেন তার চতুর্পার্শ্বে যেন আমরা কাজটি কে করেছে খুঁজে পাই এবং তার কাছ থেকে কারণ জানতে পারি।

শিক্ষাগুরু বললেন, যে কোন অবস্থাতেই তুমি বেশী অস্থির হয়ে পড়ো না হে বায়াদাবা। আমি যেমন তোমাকে বলেছি আমার জানা মতে তেমন কিছুই নেই যা আমার ঘরে কেউ খুঁজে আসবে। আর আমার ঘরে যদি কেউ এক শতবার খোঁজে তাহলেও কিছু সে খুঁজে পাবে না, কিন্তু একাজ যে করছে তার যদি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে না থাকে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তার খোঁজাখোঁজি ও তল্লাশির কৌশল পদ্ধতিতে এটা বুঝায় না যে, সে একজন মস্তি ষ্ক বিকৃত লোক। একারণেই আমি তার কার্য কলাপ দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি এবং উদ্বেগের সাথে এই অনুপ্রবেশকারী কী খুঁজছে সে ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছি। তার উদ্দেশ্য কী? আর সে কীই বা পেতে চায়? কিন্তু আমার মনে হয় সম্ভবত আগন্তুক ব্যক্তি অনেক দিন ধরেই আসে। এখন কাফেলার যাত্রার সময় ঘনিয়ে এসেছে আর এখন এই গুপ্তধনের রহস্য উদ্ঘাটন হচ্ছে এবং এর সমস্ত অজানা তথ্য বেরিয়ে আসছে।

এ কথা বলেই শিক্ষাগুরু তার কথা থেকে বিরত হলেন এবং বললেন, আমাকে ক্ষমা করো হে বায়দাবা। এই অনুপ্রবেশকারী অবান্তর শয়তানের বিষয়টি আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এবং যে বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে গবেষণা ও পর্যালোচনা করতে হবে সে বিষয়টি প্রায় ভুলিয়েই দিয়েছে। তা'হলে এবার আস হে. বায়দাবা। বল কোন বিষয়টি তোমার নিকট এবং তোমার বন্ধু-বান্ধবদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কী তোমার সেই উদ্বেগের বিষয়টি? আমাকে খুলে বলো।

বায়দাবা বললেন, যে বিষয়টি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করেছে সেটা এমন একটি বিষয় যা অনেক মানুষ ও জাতির কাছে আমাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বিগ্নের

বিষয়। আর তারা যখনই এর দূর্বোধ্যতার জটলা খোলার চেষ্টা করেছে, তখনই মনে হয়েছে যেন এর জটিলতা-আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মরিচিকার মত অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এটা বুঝা ও এর মর্ম উপলদ্ধি করা আরও কঠিনতর ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, আমি চাই যে, তুমি মূল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা কর হে বায়দাবা। তুমি তোমার প্রহেলিকা ও দূর্বোধ্য কথা দ্বারা কী বুঝতে চাচ্ছো তা খুলে বলো। কারণ এই অবাঞ্চিত ব্যক্তি আমার হৃদয়ে প্রভাব ফেলেছে। আমিও এই বিষয়ের গুরুত্ব তাৎপর্য ও জটিলতা অনুভব করতে পেরেছি।

বায়দাবা বললেন, আপনি জানেন হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, মানুষের ঈমান (বিশ্বাস) ও আক্বীদা (ধর্মীয় বিশ্বাসের সমষ্টি) হলো মূল ভীত যা তাদের গভীরতার সীমারেখা নির্ধারণ করে। যার উপর তাদের অস্তিত্ব এবং তাদের সমাজসমূহের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। তাই যদি তাদের অনুভূতি ও বাস্তবতা তাদের ঈমান ও আক্বীদার পরিপন্থী হয় তা'হলে তাদের অস্তিত্ব নড়বড়ে হয়ে যাবে, তাদের গভীরতার কোন সীমারেখা থাকবে না (তলাবিহীন ঝুড়ির মত হবে)। সন্দেহ তাদের দৃঢ় প্রত্যয়কে ধ্বংস করে দেবে, তাদের উচ্চাকাঙ্খা দূর্বল করে দেবে এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাদের ভীত দূর্বল করে ফেলবে।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, তুমি সত্য বলেছো হে বায়দাবা। কারণ ঈমান ও আক্বীদা স্থিতিশীল ও মজবুত মূল ভীতের প্রতিনিধিত্ব করা উচিৎ। অনুরূপভাবে আন্দোলন সৃষ্টিকারী, উম্মোচক উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষ তার বাস্তবতায় এবং জীবনে যা কিছু অনুভব করে তা ব্যক্তকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করা উচিৎ। তা যদি না হয়, তা'হলে পরিণতি হবে দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের আকাশে কুয়াশাচ্ছন্নতা, নাফসের (হৃদয়) উদ্বিগ্নতা, দৃঢ়প্রত্যয়ের দূর্বলতা ও অবনতি। কিন্তু কীভাবে তা সংঘটিত হবে? দ্ব্যর্থকতার ও জটিলতার রূপটা কী যা তুমি যে সমস্ত জাতির প্রতি ইঙ্গিত করলে তাদের এরূপ দূরাবস্থায় ফেলবে, হে বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা?

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আমি যে জটিলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছি তাহলো এই সমস্ত জাতি কর্মের স্থলে কথাকে প্রতিষ্ঠিত করছে এই বিশ্বাস করে ও এটাকেই যথেষ্ট মনে করে যে, তাদের প্রভূর দরবারে বেশী বেশী দোয়া (প্রার্থনা) ও অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে এই দূরবস্থা থেকে উত্তরণ করবেন কোন প্রকার প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রম ছাড়াই। যার ফলে তাদেরকে এ জাতীয় দূর্ঘটনা, জুলুম, বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি, করুণ দৃশ্য ও অনুভুতিসমূহ আক্রমণ করে বসে। আল্লাহ্ পাক তাদের প্রার্থনা ও অভিযোগের প্রতি সাড়া দেন না এবং এই সমস্ত জুলুম, বিপদ-আপদ, দূর্ঘটনা, রোগ-ব্যধি আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটার পর আরেকটা আসতে থাকে যখনই সে তার দোয়া ও প্রার্থনা দির্ঘায়িত

করে। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বরং শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে আল্লাহ্ পাকের দরবারে যখন তাদের কান্নাকাটি প্রলম্বিত হতে থাকে। হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, এটাই বাস্তব উপলব্ধিকে সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক যিনি সকল কিছু করতে সক্ষম, তাঁর দরবারে দোয়ার ব্যাপারে তাদের ঈমান ও আক্বীদার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তিনি যেন তাদের বিরুদ্ধাচরণ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, বিপদ-আপদ, জুলুম-অত্যাচার ও রোগ-ব্যাধি দূর করে দেন।

হে শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা, আমার প্রশ্ন হলো, কীভাবে ঐসমস্ত মানুষ সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার প্রতি তাদের বিশ্বাস যে, তিনি মানুষকে সাহায্য করেন, তার দুঃখ-দূর্দশা দুর করেন, কিন্তু বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দি কেটে যায় অথচ তিনি তাদের দোয়া ও প্রার্থনায় কোন প্রকার সাড়া দেন না। তাঁর কাছে তাদের কান্না কাটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না বরং তাদের বিষয়াদির অবনতি আরও বৃদ্ধি পায়। তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরও জটিলতর আকার ধারণ করে। তাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচারের সীমা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের, রাজা বাদশাদের অথবা তাদের শত্রুদের পক্ষ থেকে।

॥ ৭ ॥

যেদিন আকাশ স্বর্ণবৃষ্টি বর্ষণ করেছিলো

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, হে বায়দাবা, তুমি একটি মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছো। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে তোমার এবং তোমার ভাই ও বোনদের সাথে আজ বিকেলেই বসা প্রয়োজন। বিষয়টি আমি আগামীকালের জন্য বিলম্বিত করতে চাচ্ছি না। আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো আমার কাফেলা যাত্রার সময় বিলম্বিত না করেই, ইন শা' আল্লাহ্। আমার একান্ত ইচ্ছা ও গভীর অনুরাগের ঝড় আমার কাফেলাকে দক্ষিণ দিকে বয়ে নিয়ে গেছে। এ কারণে আমি তোমাদেরকে আমার ঘরেই দুপুরের খাবার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করছি। এরপর জোহরের নামাজের অনেকটা পর পর্যন্ত আমরা কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণ করবো। তারপর আমি তোমাদেরকে নিয়ে বসবো ও দেখবো যে, তোমাদের কাছে অধিক পরিমাণ দোয়া (প্রার্থনা) এবং তার সামান্য পরিমাণ সাড়ার বিষয়ে কী জটিলতা বদ্ধমূল হয়ে আছে তোমাদের ধারণায় ঐ সমস্ত অত্যাচারিত নিপীড়িত ও দূর্বল জাতির কাছে যারা প্রার্থিব বস্তুগত দুঃখ-দুর্দশায় ডুবে আছে।

এ পর্যায়ে এসে উপস্থিত সবাই জোহরের নামাজ, দুপুরের খাবার ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য উঠলো। তারা সকলেই আসরের নামাজ ও শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার সাথে আলোচনার লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার মেহমানগণ তাদের দুপুরের খাবার গ্রহণ এবং কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণের পর আসরের নামাজের জন্য উঠলেন। আসরের নামাজের ইমামতি করলেন তাদের মেজবান শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা নিজেই তাঁর জ্ঞান, গরিমা ও মর্যাদার কারণে। যেহেতু তিনি বাড়ির মালিক আর আমরা যেমন জানি যে, কোন ব্যক্তি অন্য কারও ঘরে ইমামতি করতে পারে না তার (ঘরের মালিকের) অনুমতি ব্যতিত।

জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্রগণ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতাকে ঘিরে বসলেন, তাদের অগ্রে বসলেন বিজ্ঞ পন্ডিত ও দার্শনিক বায়দাবা। সকলেই শিক্ষাগুরু বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতাকে সর্বশেষ প্রজ্ঞাময় ও পান্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা শ্রবণের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছে তাদের নিকট মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে।

শিক্ষাগুরু সকলের চেহারার পানে একবার তাকিয়ে সম্মান সূচক মুসকি হাসি দিলেন যেন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ই নেই এবং তার হৃদয়ে কোন কিছু অস্থিরতাও সৃষ্টি করছে না। তিনি তার অভ্যাস অনুসারে তার বন্ধু, বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবার সাথে এই কথা বলে শুরু করলেন, হে বায়দাবা, আল্লাহ তোমাকে তোমার ভাই ও বোনদের পক্ষ থেকে উত্তম

প্রতিদান প্রদান করুক। তুমি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছো এবং এর দ্বারা এক প্রহেলিকাময় প্রভাব বিস্তার করেছো তার জন্য। সম্ভবত আমাদের আলোচনায় এমন কোন সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব থাকবে যা এই প্রহেলিকার জটলা খুলতে সক্ষম হবে, এর অন্ধকার দূর করতে পারবে এবং এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। তা'হলে হে বায়দাবা, তুমি এবং তোমার ভাই-বোনেরা সকলেই মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। কারণ দোয়ার বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝির ফলে অনেক মানুষ এবং অনেক জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তুমি যেমন উল্লেখ করেছো। তাদের রক্ষণশীলতা দূরীভূত হয়েছে এবং তাদের দৃঢ় প্রত্যয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। মানুষদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছে। একদল একে অস্বীকার করেছে, এর পবিত্র রহস্যসমূহকে অবিশ্বাস করেছে এবং আরেক দল এর উপর ভরসা করে বসে আছে কঠোর পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, কাজ ও নিয়ম-নীতির অনুসরণ ও আল্লাহ্'র নেয়ামতসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে বিরত থেকে।

হে বায়দাবা, মূল বিষয়টি হলো দোয়ার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ঈমান ও অনুভূতির পার্থক্য নেই এবং এর মাঝে কোন দ্বন্দ্ব ও বৈপরিত্যও নেই যেমন কিছু মানুষ ধারণা করে থাকে। কিন্তু তাদের বুঝের মাঝে রয়েছে কিছুটা ভুলের সংমিশ্রণ, যা তারা উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছে চিন্তাধারার বিকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে ভালো-মন্দের সংমিশ্রণের ফলে। সে সমস্ত জাতি অতি স্বল্প কিছু ঐতিহ্যের উত্তরাধীকারী হয়েছে- এর ফলে এবং ভুল বুঝা ও আংশিক বুঝার কারণে ও বিকৃত চিন্তা-চেতনার পদ্ধতিগত ভুলের ফলে। তাদের প্রতি লিপ্সু ও লোভীদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার কারণে। এর ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের বিকৃতি ঘটেছে এবং তাদের চিন্তাধারা ও চিন্তার পদ্ধতিতে বিকৃতি ঘটেছে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতিও বিকৃত হয়ে গেছে। এই সমস্ত বিকৃতি ও বিচ্যুতিই হলো আগ্রাসীদের সে সকল জাতিকে তাদের লিপ্সা ও লালসা চরিতার্থ করা, তাদের স্বৈরাচারিতা, স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি তাদেরকে বশীভূত এবং তাদের মস্তক অবনত করবার একমাত্র মাধ্যম। নেতিবাচক বিষয়সমূহ এই সমস্ত জাতির দৃষ্টি ও তাদের অন্তরদৃষ্টিকে ঢেকে রাখার কারণে তাদের ইচ্ছা শক্তিকে দূরে ঠেলে দেবে, তাদের দলগুলোকে দাসে পরিণত করেছে এবং অহংকারী বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীগণ তাদের জনসাধারণের দলসমূহকে মস্তকাবণত করবে। তাদের খেয়ালখুশী অনুযায়ী তাদের চলার পথসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। ঐ সমস্ত জাতি যখন তাদের ভ্রান্ত ধারণা স্বপ্ন এবং কুসংস্কার ও প্রতারণার বেখেয়ালের মধ্যে ডুবে থাকবে তাদের প্রতি তাদের ভয়-ভীতি, হুমকি, ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রভাবে।

হে বায়দাবা, চলো আমরা বিষয়টিকে বিবেক, বুদ্ধি, অন্তরদৃষ্টি ও চক্ষু দ্বারা অবলোকন করি আমরা একথা শুনি যে, আল্লাহ্ পাক কী কী নিয়ম-কানুন এবং কী কী সংবিধান ও পদ্ধতি প্রদান করেছেন। তা'হলে আমরা এই বিষয়ের প্রকৃত রূপটি জানতে পারবো এবং আমাদের ভুল ধারণা ও দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে।

আমরা কি বিবেক-বুদ্ধি সম্পর্কে জানি না ও অনুভূতি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করি না? আর বায়দাবা, আমরা কি এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি না যে, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে অফুরন্ত ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য রিজ্‌কের জিম্মাদারী নিয়েছেন? তা স্বত্ত্বেও আমরা কেন দেখি যে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ কোন কোন দেশে না খেয়ে মরছে?

হে বায়দাবা, ঈমান, বিশ্বাস ও অনুভূতির মাঝে কি কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ রয়েছে? মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং সত্য বাণীর মাঝে কোন প্রকার বৈপরিত্য ও দ্বন্দ্ব রয়েছে? ঐশী বাণীর পরিপূর্ণতা এবং সৃষ্টির বাস্তব নিয়ম-নীতি ও প্রকৃতির মাঝে কি কোনরূপ দ্বন্দ্ব রয়েছে?

হে বায়দাবা, কিছু সংখ্যক মানুষের ক্ষুধায় মৃত্যু বরণ করার অর্থ কি এই দাঁড়ায়, পৃথিবীতে যেসমস্ত মানুষ ও সৃষ্টিজীব রয়েছে তাদের খাদ্য ও জীবন জীবিকার জন্য পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা নেই?

আফসোসের বিষয় হলেও সত্য, কিছু সংখ্যক মূর্খ এবং অর্ধশিক্ষিত মানুষ যাদের কেউ কেউ বড় বড় অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেটের অধিকারী। অথচ তারা মুখ দিয়ে এমন সব বুলি আওড়ান যাতে আক্বীদা (বিশ্বাসের সমষ্টি) ও ফেতরাতের (প্রকৃতি) সঠিক অনুধাবনের লেশ মাত্র নেই। তারা সঠিক বিশ্বাস ও আল্লাহ্ পাক এ মহাবিশ্বে যে সমস্ত বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি, প্রকৃতি ও স্বার্থ প্রদান করেছেন এর মাঝে অবশ্যই সামঞ্জস্য অনুধাবনের ব্যাপারেও কোন দিন চিন্তা-ভাবনা করেন নি। কারণ তারা সবাই হয়তো কোন বিদেশী অথবা কোন কম্বল আবৃত ধ্বংসাবশেষের অনুকরণকারী। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে জ্ঞানের এমন কোন অংশ নেই যাকে পৃথিবীতে বিচরণের জন্য সঠিক পথের জ্ঞান ও শিক্ষার মাঝে গণ্য করা যায়। প্রকৃত বাস্তবতা ও প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনসমূহ এবং এর নিয়ন্ত্রণ ও তা সহজ করার জন্য সংবিধানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ও বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা ও গবেষণারও কোন চিন্তা-ভাবনা তারা করেন নি। কারণ হলো অধিকাংশ সভ্য সমাজই অন্যান্যদের অনুকরণকারী এবং অধিকাংশ দ্বীনদার ব্যক্তিই শাব্দিক অর্থে অন্ধঅনুসারী যারা আমাদের বর্তমান বিশ্বের প্রকৃত জ্ঞান, শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার বড় একটা অংশের অধিকারী নয়।

হে বায়দাবা, বর্তমান যুগে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান সমস্যা ও প্রহেলিকা প্রকৃত পক্ষে শাব্দিক ও ফেকহী (ইসলামী আইন শাস্ত্রগত) সমস্যা নয়। বরং তা হলো দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা ও পদ্ধতিগত সমস্যা। এর জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক স্তরে দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন এবং চিন্তা চেতনার সংস্কার ও সংশোধন। আর তা করতে হবে প্রকৃত গবেষণা, অধ্যয়ন ও সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে সর্ব প্রকার চেষ্টা ব্যয় ও কঠোর পরিশ্রম করে। বিষয় ভিত্তিক তথ্য এই সমস্ত জাতিকে প্রকৃত বাস্তবতা ও প্রকৃতিসমূহ প্রদর্শন করবে। যার দ্বারা তাদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিপক্কতা লাভ করবে, তাদের সংস্কৃতির ক্রটিসমূহ সংশোধন

হবে। তাদের চিন্তা-চেতনা পদ্ধতির বিকৃতি সংস্কার করবে, তাদের প্রচেষ্টাসমূহকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবে। তাদেরকে তাদের চ্যালেঞ্জ ও জটিলতাসমূহ মোকাবেলার জন্য সক্ষম করে তুলবে এবং এর জন্য তারা প্রকৃত অর্থসমূহ সংরক্ষণ করবে।

হে বায়দাবা, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে কোন কথা গ্রহণ করে তাকে আভিধানিক অর্থের উপর সীমাবদ্ধ করে তাদের অগভীর বুঝের উপর ভিত্তি করে, আনুষ্ঠানিক যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মতামত ও সমঝোতার উপর নির্ভর করে। যা যুগের সমস্যাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত নয় আর যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়ও সক্ষম নয়। অথবা তা যুগের জ্ঞান ও শিক্ষা এবং স্থান ও কালের দূরত্বের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। তারা যে সমস্ত সন্দেহ, বৈপরিত্ব ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বমূলক কাজ-কর্ম করে তা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে মারার মতো। তাদেরকে অনুসরণের বাধ্যবাধকতার কারণে তার ওপরই অটল থাকে কোন প্রকার অনুধাবন বা সন্তুষ্টি বা অনুভবযোগ্য ফলাফলের কথা না ভেবেই।

হে বায়দাবা, এই সমস্ত জাতির চিন্তা-চেতনা বিকৃতি লাভ করেছে এবং বিকৃতি লাভ করেছে তাদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি, অনুরূপভাবে তাদের অন্তকরণসমূহও বিকৃত হয়ে গেছে। তাই তারা কাজ করা থেকে বিরত রয়েছে, জীবনের গন্তব্য থেকে পিছিয়ে রয়েছে এবং পৃথিবীতে জনপদ নির্মাণে অবদান রাখাথেকে একপ্রান্তে পড়ে আছে ও মানব সভ্যতায় তারা মিশে গিয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তাদের নিকট সৎ কর্ম বলতে কর্ম সম্পাদন করা নয়, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করা নয় এবং পৃথিবীতে সংস্কার ও সভ্যতা স্থাপন করা নয়। বরং অধিকাংশ আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সৎ আমল (কর্ম) ও ইবাদত হচ্ছে এমন একটি কর্ম যা শুধুমাত্র জিহ্বা দ্বারা বিরবির করে বলা এবং জিক্র এর ঘর ও দলসমূহের মাঝে শিক্ষা ও মুখস্ত পড়ার বৈঠকগুলিতে বসে শুধুমাত্র তেলাওয়াত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে প্রায়।

হে বায়দাবা, আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট 'এহ্সান' (কর্ম সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করা) হলো এমন একটি বিষয় যার সাথে পৃথিবীতে প্রচেষ্টা, উপকরণ, মাধ্যম, কারণসমূহ ও নিয়ম-নীতি অন্বেষণ করে সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদন ও তাকে সঠিক পদ্ধতিতে উত্তমরূপে বাস্তবায়ন করার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, যার দ্বারা 'জিকর'এর অর্থ বাস্তবায়িত হয় এবং প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। আমানত যথাযথ অধিকারীর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। তাদের কাছে 'এহসান'এর অর্থ জীবন ও সভ্যতা নির্মাণে, মানুষের জীবন যাপন সহজ করতে, জীবনের প্রয়োজনসমূহ মেটাতে ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে উপকারিতা গ্রহণের সাথেও কোন প্রকার সম্পর্ক নেই, যা সৎ কর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য জীবন জীবিকা নিশ্চিত করবে, তাদের পরিবার পরিজন এবং তাদের পরে যে সমস্ত অভাবী দূর্বল ও বঞ্চিতরা আছে তাদের জন্যও রুজি রুটির ব্যবস্থা করবে।

হে বায়দাবা 'এহ্সান' বলতে সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে কোন কর্ম সম্পাদন করা এবং প্রত্যেক বিষয়ে সর্বোত্তমরূপে কোন কর্ম সম্পাদন করাকে বুঝায়। এর ব্যাপক অর্থ উত্তম খরচ ও দান এবং অভাবীদের জন্য উদারতা ও বদান্যতাকেও বুঝায়। এটা এহ্সানের অনেকগুলি প্রকারের মধ্যে একটি কাজ। ঈমানকে মজবুত, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর আগ্রহী করে তোলাও এহ্সানের প্রকারসমূহের মধ্যে আরেকটি। হে বায়দাবা, কিন্তু এহ্সান এই সমস্ত অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং তা ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক প্রকার, প্রত্যেক ক্ষেত্রের কর্ম সম্পাদন, সর্বোৎকৃষ্টভাবে কোন কিছু বাস্তবায়ন, অবদান রাখা, চেষ্টা ও সর্ব প্রচেষ্টা ব্যয় করার নাম হলো এহ্সান। হে বায়দাবা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোন কর্মকেই পছন্দ করেন না যদি তা সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত না হয় এবং কোন কাজের জন্য তিনি কারও প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, কাউকে এর পরিপূর্ণ প্রতিদানও প্রদান করেন না, ঐ ব্যক্তি ব্যতিত, যে প্রত্যেক স্তরে উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন করলো এবং প্রতিটি উপকারী ক্ষেত্রে উত্তমরূপে কর্ম বাস্তবায়ন করলো।

হে বায়দাবা, নেয়ামতসমূহের জন্য শুকরিয়া (ধন্যবাদ জ্ঞাপন) হিসেবে সৎ আমলসমূহ সর্বাগ্রে স্থান পায়, যা মানুষকে জনপদ স্থাপনে, সম্পদ নিয়ন্ত্রণে এবং মানুষের অবস্থাসমূহ পরিবর্তনে সাহায্য করে। সৎ কর্ম সম্পাদনকারীদেরকে রিযক (জীবন জীবিকা) ও নিজেদের জন্য প্রাচুর্য প্রদান করে, তাদের চার পাশে যারা আছে তাদেরকে দান করে ও তোহফা (উপঢৌকন) হিসেবে প্রদান করে। পক্ষান্তরে সৎ আমল বা উত্তম কর্ম সম্পাদনকে এইভাবে বোঝা হয় যে, এর উদ্দেশ্যে হলো বারবার জিকর আজকার ও তেলাওয়াত করা, দলবদ্ধভাবে বেশী বেশী আমল করা, হালাক্বাসমূহে (বৃত্তাকার বৈঠকে) বেশী বেশী যোগ দান করা এবং তাদের সাধ্যমত দূর্বল ও অক্ষমদের স্বল্প দান ও তাদের সামান্য সাদাক্বা করা। জীবন ও প্রতিনিধি নির্ধারণ, বুদ্ধি, জ্ঞান ও শিক্ষার নেয়ামত ও আমানত যথাযথভাবে আদায় করা ও অর্থ অনুধাবনের আবশ্যকাতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে। আমি বলবো, সেটাও সার্বিক মহাজাগতিক দর্শন হতে অংকুরিত একটি স্বল্প ও আংশিক অনুধাবন মাত্র। আমলে সালেহ বা সৎকর্ম কেবল সৎকর্ম সম্পাদনকারীর উদ্দেশ্য ও একনিষ্ঠ নিয়তের মাধ্যমে সাধ্য-শক্তি মোতাবেক সুন্নাতসমূহ অনুসরণ ও ঐশ্বরিক নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয়, গবেষণা, অধ্যয়ন ও অন্বেষনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় প্রথম দুইটি হলো এই সমস্ত জাতির ক্ষমতা ও সাধ্য মোতাবেক তাদের বাহুশক্তি, মেধা, বিবেক ও বুদ্ধি পরিচালনা করার জন্য। যেমনভাবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মেধাশক্তি, দক্ষতা ও সৃজনশীলতার নেয়ামত প্রদান করেছেন প্রার্থিব জগতে ও জীবনে সৎ কর্ম, সর্বোত্তমরূপে কর্মসম্পাদন ও উত্তমরূপে কর্ম বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায়

করার উদ্দেশ্যে। প্রথমে এসমস্ত কর্ম সম্পাদনে তার মেধা, জ্ঞান, ফেতারাত (প্রকৃতি), নিয়ম-কানুন ও সংবিধানসমূহ তাকে যে দিকে ধাবিত করে সে পদ্ধতিতে কথা ও নিকট আত্নীয় স্বজনদের মাধমে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায়ের পূর্বে যারা তাঁর জিকির ও স্মরণের মাধমে তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি পথ প্রদর্শিত হয়ে তার কর্মসমূহ সুন্দরভাবে সম্পাদন ও সুষ্ঠু এবং সুচারুরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা একনিষ্ঠ নিয়তের সত্যবাদিতার দ্বারা। যেন তারা বিশ্বকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে পৃথিবীর বুকে উত্তম জনপদ নির্মাণ করতে। যেমন আল্লাহপাক তাদের জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছেন ও তাদেরকে সে প্রকৃতির (ফেতরাত) ওপর সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সম্মুখে পথ সুগম করে দিয়েছেন। একারণেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বংশ পরম্পরায়।

হে বায়দাবা, আমাকে এই বিষয়টি ও সত্য কথার উদ্দেশ্য সম্পর্ক, নিয়ম-নীতি ও প্রকৃতিসমূহের যথার্থতার বিষয়টি তোমার জন্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে দাও। এর জন্য আমি আমাদের প্রত্যেকের উদাহরণ ও অবস্থা থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করবো যা আমরা আমাদের স্বচক্ষে অবলোকন করছি।

হে বায়দাবা, আমাদের মাঝে প্রত্যেকেই কোন কোন জাতির জীবন জীবিকা ও রিজ্‌ক'র অভাবের বিষয়টি জানি। এমন কি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণে অনেক মানুষই মৃত্যু বরণ করে- সে কথাও আমরা জানি। আমরা জানি সত্য কথা ও অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ বা ওহী সম্পর্কে। হে বায়দাবা, আমরা একথাও বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে যে সমস্ত সৃষ্টজীব ও মানুষ রয়েছে তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ্ পাক জীবন-জীবিকা ও রুজি-রুটির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

হে বায়দাবা, আমরা কর্ম অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়টিও জানি যে, পৃথিবীতে জীবন জীবিকা ও শক্তিসমূহের প্রাচুর্য রয়েছে। আমরা এমন ব্যক্তির অপেক্ষা করছি যে আমাদের জন্য এসমস্ত সম্পদ আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দেবে, বের করে দেবে, উদ্গীরণ করে দেবে, সেগুলোকে উম্মোচন করে দেবে ও এর উন্নয়ন করে দেবে। এসমস্ত কাজ যারা করবেন তারাই হলেন কর্ম সম্পাদনকারী ও কর্মঠ জাতি।

হে বায়দাবা, আমরা এ কথা জানি ও অবলোকন করি যে, আল্লাহ পাক মানুষকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন, তার ওপর আমানতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং তাকে প্রতিনিধির আসনে সমাসীন করেছেন। তাই মানুষ তার মেধা, বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ম ও মঙ্গলের দ্বারা এ পৃথিবীতে ভাল ও মন্দের মাঝে যা বেছে নেবে তাই সে করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।

হে বায়দাবা এ সমস্ত কিছুরই অর্থই হলো মানুষকে চিন্তা করতে হবে, গবেষণা করতে হবে এবং জানতে হবে যে, সে কীভাবে তার ইচ্ছা ও প্রয়োজনে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তা'হলে সে চিন্তা করুক ও গবেষণা করুক নিয়ম-নীতিসমূহ ও প্রকৃতিকে নিয়ে তার প্রয়োজন মোতাবেক রুজি-রুটি জোগাড় করার জন্য যা সে ভক্ষণ করবে এবং উপকরণাদী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য যা তাকে সাহয্য করবে তা বাস্তবায়ন করতে।

হে বায়দাবা, এর অর্থ এটাও হয় যে, মানুষকে মেধা, জ্ঞান, গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে পৃথিবীর উপযোগিতার বিষয়ে জানতে হবে, কোন কোন স্থানে চাষাবাদ করা যায় এবং কোন কোন স্থানে খনিজ সম্পদসমূহ রয়েছে। সেখান থেকে তা উত্তোলন করতে হবে। তাকে গবেষণার মাধ্যমে একথাও জানতে হবে কীভাবে উপকরণাদী ও যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায় ও কীভাবে তা ডিজাইন করা যায় কীভাবে সে শিকারে, কৃষি কাজে এবং পৃথিবীর খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ অহরন করতে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও উপকরনাদী ব্যবহার করবে, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে ও জনপদ নির্মাণ করতে। কারণ আল্লাহ্ পাক সম্পদ ও রিজক পৃথিবীর বুকে লুকায়িত রেখেছে।

হে বায়দাবা, উপসংহারে এর অর্থ হয় মেধা, জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং প্রকৃতির নিয়ম-নীতি ও সংবিধান অন্বেষণ করে মানুষ পৃথিবীর গুপ্তধন ও অফুরন্ত ধন-সম্পদ পৃথিবীর শক্তি, নিময়-নীতি এবং শক্তির নিয়ম-নীতি নিয়ন্ত্রণ ও করায়ত্ব করতে পারে তার নিজস্ব প্রয়োজনে মানব সভ্যতা বিনির্মাণে। বংশ পরম্পরা যতই দীর্ঘায়িত হোক না কেন, জন সংখ্যা বৃদ্ধি যতই তরান্বিত হোক না কেন। মানুষের জ্ঞানও ততই বিকশিত হবে, ততই পৃথিবীর নিয়ম-নীতি ও অস্তিত্বসমূহ নিয়ন্ত্রণে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে তার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্যে, প্রশস্ত মানব বসতির জন্য এবং সঠিক ব্যবহার এবং প্রয়োগ করবে।

হে বায়দাবা, তুমি কি দেখ না আদম সন্তান শুরুতে একথাও জানতো না কীভাবে তার ভাইয়ের লাশটি মাটিতে লুকিয়ে রাখবে। আর আজকে তাকে দেখছো মেধা, জ্ঞান, শিক্ষা, গবেষণা, অধ্যয়ন ও কর্মের দ্বারা মানব সভ্যতার কতটা উন্নতি ঘটিয়েছে। আজ তারা আকাশের বুক চিরে দূরদূরান্তে ছুটে চলেছে এবং মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ ও তারকারাজির দিকে ছুটছে।

হে বায়দাবা, মানুষ সৃষ্ট হয়েছে তার জীবনে চিন্তা, গবেষণা ও কাজ করার জন্যে। সভ্যতা নির্মাণের জন্য এবং এই পৃথিবী ও মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যেন পৃথিবীর বুকে তার প্রযোজনীয় বিষয়াদি সহজ হয়ে আসে। এই নিয়ন্ত্রণ ও বসতি নির্মাণের সফলতার মাপকাঠি হলো, সভ্যতা। মানব বসতি গড়ে উঠতে হবে এবং এই নিয়ন্ত্রণ ও সহজি করণ হতে হবে সত্য ও ন্যায়ের পথে, মঙ্গল ও শান্তির পথে; অনিষ্ট, জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের পথে নয়।

হে বায়দাবা, স্পষ্টতঃ অনুভবযোগ্য বিষয় হলো মানুষ জীবনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী এবং তার বংশধর জন্মদানের ব্যাপারেও সে পরম আগ্রহী। তাই সে কাজের প্রতিও আগ্রহী। একারণেই মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় এবং তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত সে জীবন পেতে চায় কাজ করার জন্য, উত্তরসূরী জন্ম দেওয়ার জন্যও তার সন্তানকে লালন পালন করার জন্য। যাকে সে জন্ম দিয়েছে সে তার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তার স্থলাভিসিক্ত হবে। একারণে যে ব্যক্তি সন্তান জন্ম দিতে পারে না ও যে ব্যক্তি কাজ করতে পারে না সে হতভাগা হয়। কারণ হে বায়দাবা, এই আগ্রহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আমরা যদি খুব গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করি তাহলে বুঝতে পারবো। তা'হলো মানুষের নিকট ফেতরাতের (প্রকৃতি) অনুপ্রেরণা যেন মানুষ পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব ও জনবসতি নির্মাণের গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারে এবং যা পালনের জন্য আল্লাহ পাক জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। এসবের কারণ হলো যেন জীবন চলতে থাকে এবং পৃথিবীতে জনবসতিও চলতে থাকে এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম। তাই পৃথিবীতে মানব সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্বই হলো ফেতরাতের (প্রকৃতির) মূল অর্থ ঐ সমস্ত প্রকৃতি ও কারণ যা আল্লাহ্ পাক মানুষের বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছেন। সেটাই তার উদ্দেশ্য আমরা যেমন দেখছি ও অনুভব করছি। সেটাই হলো তার ভিত্তি ও আবাদী (জনপদ) এবং মানব সভ্যতার প্রকল্প যেন পৃথিবীতে তার পদ্ধতি চলমান থাকে । জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং জীবনের প্রতি আগ্রহ, কাজের প্রতি ভালোবাসা ও কাজের প্রতি আগ্রহ উত্তরসূবীদের প্রতি ভালোবাসা এবং একটি প্রজন্ম আরেকটি প্রজন্মের জন্য জন্মদান ছাড়া এটা কখনই সম্ভব নয়। যেন জীবন, প্রতিনিধিত্ব ও নির্মাণ চলমান থকে, যেন তারা পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতা প্রকল্পের অধিকারী হয় সৃজনশীলতা, বশীকরণ ও উপভোগের প্রতিটি উপকরণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। হে বায়দাবা, একারণেই ওহী বা প্রত্যাদেশ ও জিকর'এর (আল্লাহ্ পাকের স্মরণ ও উপদেশ বাণী) প্রকৃত পক্ষে মূললক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। বরং ওহী বা প্রত্যাদেশ বাণী ও উপদেশ তো এসেছে শুধুমাত্র যেন মানুষ প্রতিনিধিত্বের সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সুষ্ঠু জীবন যাপন করতে পারে। তার স্কন্ধে অর্পিত আমানত যথাযথ অধিকারীর নিকট হস্তান্তর করতে পারে। মঙ্গলজনক কাজের প্রতি দিকনির্দেশনা পেতে পারে পরবর্তীতে সভ্যতা নির্মাণ করে, সৎ ও মঙ্গলজনক পন্থায় জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে সে কারণে। মঙ্গলজনক পথে, সত্য ও আলোর পথে; জুলুম ও অন্ধকারের পথে নয়। এভাবেই জীবনের লক্ষ্য অর্জিত ও বাস্তবায়িত হতে পারে জনবসতি ও সভ্যতা নির্মাণ এবং পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে।

হে বায়দাবা, যেমন আমরা মেধা, অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, পৃথিবীর মাঝেই পৃথিবীবাসীদের রিজক অন্তর্নিহিত রয়েছে। মানুষের প্রতিটি চাহিদাই পূরণ হবে প্রতিনিধিত্বের যথার্থতার মাধ্যমে। আর তা'হলো মানুষকে মেধা, জ্ঞান, উত্তম আমানত

ও কর্ম দ্বারা এই সমস্ত রিজ্‌ক পৃথিবীর বুক থেকে বের করে আনতে হবে তার নিজস্ব স্বার্থে ও তার স্বচ্ছলতার জন্য।

এ পর্যায়ে এসে শিক্ষা গুরু তার মস্তক কিছুক্ষণের জন্য অবনত করলেন, অতঃপর মস্তক উত্তোলন করে বললেন, হে বায়দাবা, আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এর দ্বারা এটাই সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হয় যে, সৃষ্টিতে আল্লাহ পাকের নিয়ম-কানুনের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করার ভান করে কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকে, অলসতা করে এবং অকর্মণ্যতা প্রকাশ করে; কোন চিন্তা-ভাবনা করে না, কাজকর্ম করে না, সে এর মাধ্যমে ভোগ করা, আহার করা এবং নেয়ামতসমূহ উপভোগ করার কোন অধিকার রাখে না। তার গন্তব্য যেমন সে তার নিজের জন্য বেছে নিয়েছে, তেমনই তার জীবনের শেষ পর্যায়ে তাকে ভোগ করতে হবে দুঃখ-কষ্ট। এদের মত অনেকেই ক্ষুধা ও অসুস্থতায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং তা'দের অনেকেই দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে ভূখা-নাঙ্গা থাকে। তাহলে কি ঐসমস্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু, ভূখা-নাঙ্গা অবস্থায় থাকা ও অসুস্থতা এই ধ্রুব সত্যতা তাদেরকে পরিবর্তন করে দেবে যে, পৃথিবীর বুকে তাদের রিজ্‌ক অন্তর্নিহিত রয়েছে। যদি তার মেধা, জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা তা গ্রহণের জন্য উঠে না দাঁড়ায়, চাষাবাদের জন্য এবং ধন-সম্পদ ও জীবন জীবিকা আহরণ করার জন্য তারা সচেষ্ট না হয়।

এটাই পার্থক্য এসমস্ত জাতি যারা কাজ করে পৃথিবীর বুক থেকে ধন-সম্পদ বের করে আনে এবং উপভোগ করে। বরং আফসোসের বিষয় তাদের অনেকে নেয়ামত নষ্ট করে ও অপচয়ও করে। এবং ঐ জাতির মাঝে যারা কাজ করতে অপারগ, পশ্চাদপদ এবং সর্বশান্ত ও সর্বহারা। যুগের আবর্তনে তাদের ভূমিতে জীবন জীবিকার গুপ্তস্থানসমূহে দারিদ্র্য ও অভাব নয়। বরং দারিদ্র্য ও অভাব সে সমস্ত মানুষের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে বিরাজ করে।

হে বায়দাবা এবং হে ভাই ও বোনেরা, পৃথিবীর সম্পদ সম্পর্কে তোমাদেরকে আমি আরেকটি উদাহরণ দিতে চাই। আমরা সবাই জানি যে, পৃথিবীতে অনেক উপকারী ও মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। তা হতে আমরা উদাহরণ স্বরূপ মহামূল্যবান খনিজ সম্পদ স্বর্ণ আহরণ করতে চাই। কিন্তু মানুষ যদি খনিজ থেকে এই মূল্যবান সম্পদ স্বর্ণ আহরণ করতে চায় হে বায়দাবা, তাহলে আমরা যেমন জানি ও দেখি, তাকে অবশ্যই ঐ শিক্ষার উন্নয়ন করতে হবে যা দ্বারা সে স্বর্ণের খনিজের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে। তাকে এই শিক্ষাও উন্নয়ন করতে হবে কীভাবে এমন যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারবে যা দ্বারা শিলাসমূহ ভেঙ্গে ভূগর্ভে চলে যাওয়া যায় এবং পাহাড়ের চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়ে ঐ সমস্ত পাথর বের করে আনা যায় যা'তে এই মূল্যবান ধাতু স্বর্ণ রয়েছে। অনুরূপভাবে তাকে এ বিদ্যারও উন্নতি করতে হবে যা' দ্বারা সে এই মূল্যবান ধাতুটি আলাদা করে আনতে পারে অন্যান্য পদার্থ থেকে। তাকে এ বিদ্যাও শিখতে হবে যা দ্বারা সে এই মুল্যবান ধাতু স্বর্ণকে তার

নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে এবং তাদের নারীদের সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য অলঙ্কারাদী প্রস্তুত করতে পারে।

হে বায়দাবা, তুমি কি একথা বিশ্বাস করো যে খনিজ বিদ্যার ছাত্ররা যদি বসে বসে শত শত বছর ধরে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকে যেন আল্লাহ পাক তাদেরকে ভূগর্ভ ও পাহাড় হতে মূল্যবান খনিজ সম্পদসমূহ বের করে দেন। তারা নিজেদেরকে খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য খনিজবিদ্যা, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা যোগ্য করে গড়ে না তোলে, তাহলে তুমি কি দেখতে পাবে যে মূল্যবান খনিজ সম্পদ নিজে নিজেই উঠে তাদের সম্মুখে হাজির হয়েছে, হে বায়দাবা?

বায়দাবা শিক্ষাগুরুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, প্রাকৃতিকভাবে নয় হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু। কারণ আমরা উপদেশাবলী ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানি ভবঘুরে কখনও অর্জন করতে পারে না এবং কর্মঠ কখনও বঞ্চিত হয় না। পৃথিবীতে আল্লাহপাকের নিয়ম হলো, "যে চেষ্টা করে সে পায়; যে চাষ করে সে ফসল ঘরে তোলে"। আর আমাদের কর্তব্য হলো, আমাদেরকে দায়িত্বসমূহ অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে পালন করতে হবে, চিন্তাভাবনা করে বিচার বিশ্লেষণ, গবেষণা, অধ্যয়ন, পর্যালোচনা করে ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। কারণ আমরা একথা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আকাশ স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করে না আসমান থেকে রুটি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, বিমান, কম্পিউটার, যুদ্ধট্যাংক ও ক্ষেপণাস্ত্রসমূহও পড়ে না।

নিশ্চয় পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্ব, সম্মান, শক্তি ও সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা, তেলাওয়াত করা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদী পালন করার মাধ্যমে সম্ভব নয়। বরং এর সাথে কঠোর পরিশ্রম ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং যথাযথভাবে সম্পাদিত সৎ ও উত্তম কর্ম ও সেই সাথে যুক্ত হতে হবে। যে এই শর্তে, উপকরণ ও মাধ্যম, সংবিধান ও নিয়ম-কানুন এবং প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রচেষ্টা করতে হবে যা মহাবিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকূলে আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই প্রচেষ্টা ব্যতিত ও ল্যাবরেটরি, ক্ষেত-খামার ও খনিজসমূহ, সমুদ্রের গভীর তলদেশ, মহাকাশের সুবিস্তৃত দিগন্তে সম্পাদিত সৎ কর্মসমূহ ব্যতিত এবং গবেষণাগার ও পাঠাগারসমূহে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধৈর্য্যসহকারে জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন ব্যতিত কখনই স্বর্ণ রৌপ্য ও রুটি আহরণ করা যাবে না। অর্জন করা যাবে না শক্তি, সক্ষমতা ও সম্মান এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠা অর্জনও সম্ভব নয়। এগুলোই হলো জীবনে আল্লাহ পাকের নিয়ম-নীতি। এর বিকল্প কোন পথ নেই। অক্ষম, ও অকর্মণ্যের দল যতই যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করুক না কেন এবং নির্বোধ, আহমক, বেকুফের দল ও যারা বসে থাকে তারা যতই অহংকার করুক না কেন?

হ্যাঁ, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, যারা স্বর্ণ, রৌপ্য, রুটি আহরণ করতে চায়। যারা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসের উপকরণ, শিল্প, যন্ত্রপাতি, অন্যান্য

উপকরণাদী, শিক্ষা, কারীগরী বিদ্যা, ইত্যাদি অর্জন করতে চায় তাদের জন্য সৃষ্টি জগতে আল্লাহ্ পাকের নিয়ম-নীতি হলো তিনি মানুষকে যে চিন্তাশক্তি, জ্ঞান ও বিদ্যাশক্তি, মেধাশক্তি, গবেষণা ও অধ্যয়নশক্তি এবং সৃজনশীলতা ও সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে কর্ম সম্পাদনের শক্তি প্রদান করেছেন তা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

বায়দাবা এ কথা বলে তাঁর বক্তব্য চালিয়ে গেলেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, কিন্তু আমরা যদি একথা মেনে নেই এবং এ সাক্ষ্য প্রদান করি যে, এটাই হলো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ্ পাকের নিয়ম-নীতি তা'হলে দোয়া বলতে কী বুঝায়? এটা কি নিছক একটি ধারণা ও মরিচিকার মত এবং প্রকৃতপক্ষে এর আমাদের প্রয়োজন কতটুক? যদি দোয়া নিছক একটি ধারণা বা মরিচিকার মত বিষয় না হয়ে থাকে তাহলে আপনার আলোচনা মোতাবেক আমাদের জীবন চলার পথে অবস্থান কোথায়? এবং এই ইহজীবনে মানুষের সাথে মহান আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে এর অবস্থান কোথায়?

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, হ্যাঁ, হে বায়দাবা তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করছো তার উত্তর আমি অচিরেই দেবো। নিশ্চয় দোয়া একটি ধারণা, আবার দোয়া একটি প্রকৃত সত্য বিষয়। কিন্তু এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই মূহূর্তে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমরা সকলেই যে ক্লান্ত তাতে এই আলোচনা এখন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ কারণে আমি আপনাদেরকে ফুলের কিছু পানীয় ও ফলের শরবত পান করার এবং সেই সাথে তিলের গুড়ো থেকে প্রস্তুত হালুয়া ও গমের রুটি খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করছি। এগুলো গ্রহণ করে আমরা আলোচনা ও সংলাপে আবার ফিরে যাওয়ার জন্য শক্তি অর্জন করবো, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে দোয়ার মূল তত্ত্ব নিয়ে আমরা মাগরিবের নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর।

শিক্ষাগুরুর সেবক কিশোর ছেলেটি ফলের শরবত ও ফুলের পানীয় আনার জন্য দ্রুত চলে গেলো। তাকে এবিষয়ে সাহায্য করলেন নাবিক মাসুদ যিনি এই দ্বীপে অবতরণের পর থেকে শিক্ষাগুরুর সাথেসাথেই ছিলেন যেন তিনি শিক্ষাগুরুর ছায়া, তাঁর দর্শকগণের দৃষ্টির আড়াল কখনও হন নি। উভয়েই শরবত পরিবেশন করলেন যার অপরূপ স্বাদ ও গন্ধ উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করলো ও তারা এর ভূয়সী প্রশংসা ও মূল্যায়ন করলেন। যার প্রাপ্য ছিলেন শিক্ষাগুরুর রুটি প্রস্তুতকারক সঙ্গীসাথীগণ। যারা রং বেরঙ্গের সুস্বাদু ও মজাদার খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করতেন।

॥ ৮ ॥

অকর্মণ্য ও জালেমের কোন পুরস্কার নেই

প্রত্যেকে যখন পানাহার সমাপ্ত করলেন, মাগরিরের নামাজের জন্য ওঠার পূর্বে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করার পর এবং মাগরিবের নামাজ সমাপ্ত করার পর উপস্থিত জনতার দল শিক্ষাগুরুর চারপাশে নতুন করে গোল হয়ে বসলেন। তাদের কাতারসমূহের সম্মুখভাবে বসলেন বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা। বিজ্ঞ শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, হে বিজ্ঞ দার্শনিক আমরা দোয়ার বিষয়ে এসে বিরতি নিয়েছিলাম। আর দোয়া কি একটি ধারণা, না কি তা ঈমানদার মানুষের জন্য প্রকৃত সত্য ও বাস্তব একটি বিষয় ও শক্তি?

আমরা বললাম, নিশ্চয় দোয়া প্রকৃত সত্য একটি বিষয় ও ধারণা।

হে বায়দাবা, দোয়া একটি ধারণা ও মরিচিকা স্বরূপ হয় শুধুমাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা তাদের বিবেক, বুদ্ধি, পশ্চাৎদেশ ও তাদের বাজারসমূহকে সীমাবদ্ধ করেছে বিরবির করে দোয়া করার জন্য। তাই তারা তাদের ঘরের কোণায় ও বাড়ীতে বসে থাকে অজ্ঞতা, মূর্খতা, অপারগতা ও অলসতা নিয়ে। তাদের দোয়ার ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে আকাশ স্বর্ণ, রৌপ্য ও রুটির বৃষ্টি বর্ষণ করবে। হে বায়দাবা, আকাশ কখনও স্বর্ণ, রৌপ্য ও রুটির বৃষ্টি বর্ষণ করে না। তা'হলে এই জাতীয় ব্যক্তিদের দোয়ার প্রতি আল্লাহ্ পাক কীভাবে সাড়া দেবেন তুমি বলো হে বায়দাবা? আর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের দোয়াই হলো মূলত একটি ধারণা ও মরিচিকার মত।

এ ছাড়া দোয়ার প্রকৃত ব্যাপারটি এর চেয়ে ভিন্ন। হ্যাঁ, আমরা জানি সত্যবাদী মানুষের সত্য দোয়া প্রকৃত সত্য একটি বিষয় ও শক্তি। হে বায়দাবা, আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ পাকই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র আল্লাহ পাকই বিশ্বকে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করেন এবং এর সমস্ত বিষয়াদি আমাদের জন্য সহজ করে দেন। তিনি একমাত্র সত্ত্বা যিনি সৃষ্টিকূলের জন্য নিয়ম-কানুনসমূহ বেধেঁ দিয়েছেন এবং তিনিই একমাত্র সৃষ্টির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষেয়ে অবগত ও সর্বজ্ঞাত আছেন।

হে বায়দাবা, তুমিও জানো ঐ সমস্ত জাতির সালাফগণ (আদর্শ পূর্বসূরী) যারা আজকে তাদের ঘরে বসে উপকারী ও উৎপাদনশীল কর্মসমূহ সম্পাদন করা থেকে বিরত আছে। এবং মহাবিশ্বের সংবিধান ও ঐশ্বরিক নিয়ম-কানুনসমূহ গবেষণা, অধ্যয়ন, নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে সভ্যতা নির্মাণের কর্ম দ্বারা অন্বেষণ করা থেকে বিরত আছে। সৃজনশীলতা, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কর্ম সম্পাদন থেকে পিছ পা হয়ে আছে। তারা এমন জাতি ছিলেন যারা কর্ম, প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, চিন্তা-চেতনা প্রজ্জ্বলিত করণ, উত্তমরূপে কর্ম বাস্তবায়ন ও

সর্বোত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন। তা সত্ত্বেও সমস্ত মানব জাতির মাঝে আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাদের ভালোবাসা ছিলো সবচেয়ে বেশী এবং তাঁর প্রতি ক্রন্দন ও দোয়ায় তাঁরা সবচেয়ে বেশী ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রর্থানা করতেন গোপন ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়াদী সম্পর্কে তাদের প্রতি সঠিক তথ্য উদয় করে দেওয়ার জন্য। তাদের বিষয়সমূহ সহজ করে দেওয়ার জন্য তাদের থেকে বিপদ-আপদ দূর করে দেওয়ার জন্য। তাঁর শক্তির রহস্য ও তাঁর সঠিক প্রজ্ঞা হতে তাদেরকে কিঞ্চিত প্রদান করার জন্যে। হে বায়দাবা, এভাবে তাঁরা এমন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন যারা সুপ্রশস্ত ও সর্বজ্ঞাত আল্লাহর প্রতি দোয়ার মাধ্যমে ঝুকেঁ পড়েছিলেন এমন সব বিষয়ে যাতে তাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে। তারা প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম ও কর্ম সম্পাদনের পর আল্লাহ তায়ালা'র উপর ভরসা করতেন এবং অপারগতা প্রকাশ করতেন না। হে বায়দাবা, এটাই হলো দোয়ার অর্থ।

হে বায়দাবা, সাড়াপ্রাপ্ত কঠোর পরিশ্রমী একনিষ্ঠ মুমিনকে সাহায্য করে তার সাধ্য অনুযায়ী। ফলে আল্লাহ্ পাক তাদের হৃদয়ে সঠিক তথ্য উদয় করে দিতেন, তাদের বিষয়াদি সহজ করে দিতেন এবং তাদের জন্য গোপন শক্তিসমূহ পদানত করে দিতেন যাতে তাদের বিষয়সমূহের কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে উভয় জগতেই।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় এই এলহাম বা ঐশী প্রেরণা (অন্তরে ভাল চিন্তা উদয় হওয়া), সহজীকরণ, সাহায্য ও ঐশ্বরিক দয়া সার্বিকভাবে এই সমস্ত বিষয় হলো ঈমান, উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন ও অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের পুরষ্কার। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ভরসার ভানকারী, অবহেলাকারী অকর্মণ্য ও স্বেচ্ছাচারীদের উদাহরণ হলো বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও জালেমের মত। তাদের জন্য কোন দোয়াও প্রজোয্য নয় আর তাদের জন্য কোন পুরস্কারও নেই।

তুমি খুব ভালভারে স্মরণ রেখো হে বায়দাবা, আল্লাহ তায়ালা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের ঘাড়ে প্রতিনিধিত্বের গুরু দায়িত্ব ও আমানত বহনের মহান কর্তব্য অর্পন করেছেন যেন তিনি দেখেন, তারা কীভাবে এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করে। একারণেই আল্লাহ পাক ঐসমস্ত ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসেন যারা তাদের প্রচেষ্টায় একনিষ্ঠতার পরিচয় দান করে। তাদের সাধ্য অনুসারে উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন করে এবং এই পৃথিবীতে অত্যন্ত সুচারুরূপে তাদের কর্মসমূহ সম্পন্ন করে। এ সমস্ত বান্দার প্রতিদান আল্লাহ পাক এই দুনিয়াতে এবং পরকালে বিনষ্ট করেন না।

হে বায়দাবা, এই কারণে আল্লাহ পাকের নিকট থেকে সাড়াপ্রাপ্ত দোয়া পরিশ্রমী, আল্লাহর ওপর ভরসাকারী, কর্ম সম্পাদনকারী মুমিন ব্যক্তির জন্য মহান পুরস্কার। এটা তার বিবেক-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকে সৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য সাহায্য করে যা মানুষের জন্য

উপকার ও কল্যাণ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে যারা জালেম, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অনুরূপভাবে অবহেলাকারী, অপারগতা প্রকাশকারী ও স্বেচ্ছাচারী তাদের জন্য কোন দোয়াও নেই, কোন পুরস্কারও নেই। এ জাতীয় যারা তাদের জন্যও নয়। হে বায়দাবা, এটা ন্যায় বিচার আর তোমার রব কারও প্রতি জুলুম করেন না।

একারণে হে বায়দাবা, আমরা যারা সঠিকভাবে পরিশ্রম করবো ও প্রচেষ্টা করবো তাদের জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা যারা ভুল পন্থায় পরিশ্রম করবো তাদের জন্য একটি মাত্র পুরস্কার রয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুমিন ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তথ্যবহুল, জ্ঞানগর্ভ ও সঠিক কর্ম সম্পাদন করে তার জন্য উক্ত কর্মের উত্তম ফল রয়েছে পৃথিবীতেই। আর তা হলো সঠিক কর্মের প্রতিদান ও ফিতরাত বা প্রকৃতি, সংবিধান ও নিয়ম-কানুন, কারণ ও উপকারণসমূহ অন্বেষণ করার জন্য আল্লাহ্ তায়া'লার তৌফিক (ক্ষমতা) যেগুলোকে আল্লাহ্ পাক তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তার জন্য পরজগতে রয়েছে গ্রহণযোগ্যতা, এটা ঈমান ও নিয়তের প্রতিদান। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফিতরাত বা পৃথিবীর নিয়ম-কানুন অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করলো কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে থেকে সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হলো না, তার জন্য প্রথিবীতে কোন সুফল নেই। তবে তার জন্য আখেরাতে গ্রহণযোগ্যতা ও সৎ নিয়তের প্রতিদান রয়েছে। সে সাধ্য অনুযায়ী একনিষ্ঠ নিয়তে যে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ। একারণে একনিষ্ঠভাবে সর্বোত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনকারীদের অধিকার রয়েছে দোয়া করার এবং আল্লাহ্ পাকের মহান বদান্যতার আশ্রয় গ্রহণ করার যেন তারা তাদের কর্ম, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তৌফিকপ্রাপ্ত সঠিক কর্ম সম্পাদনকারীরূপে বিবেচিত হন। তাদের প্রচেষ্টা, একনিষ্ঠ ও সর্বোত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনের জন্য দুটি প্রতিদান বা পুরস্কার রয়েছে। একটি ইহলৌকিক জগতে আর অন্যটি পরলৌকিক জগতে।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় যে ব্যক্তিগণ চিন্তা করে ও শিক্ষালাভ করে, যে ব্যক্তিকর্ম সম্পাদন করে ও কঠোর পরিশ্রম করে তাদেরই অধিকার রয়েছে দোয়া করার। আল্লাহ পাক তাঁর প্রজ্ঞায় ও শক্তিতে ইহজগতে অথবা পরজগতে তার দোয়ার প্রতিদান দেবেন, তার প্রচেষ্ঠার জন্য সাহায্য করবেন। এমন স্থান হতে তাকে শক্তি প্রদান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে নি। কারণ আল্লাহ পাক উত্তমরূপে সৎকর্ম সম্পাদনকারীদের সাথেই রয়েছেন। তিনি কখনও সর্বোত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনকারীর প্রতিদান পৃথিবীতে ও পরকালে বিনষ্ট করবেন না- এটাই হলো আল্লাহ পাকের প্রজ্ঞা এবং নিয়ম-নীতি।

হে বায়দাবা, একথা খুব ভালোভাবে জেনে রেখো এবং তোমরা যারা উপস্থিত আছো তারাও ভালোভাবে স্মরণ রেখো। তোমরা অবশ্যই এজ্ঞান অর্জন করবে ও এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস

রাখবে এবং সদা সতর্ক থাকবে তোমাদের বুঝের অপরিপক্কতার কারণে তোমাদেরকে মিথ্যা ও সাজানো কথা বলে, জীবন ও পৃথিবীর ফিতরাত সম্পর্কে ভুল যুক্তিতর্ক দ্বারা যেন কেউ তোমাদেরকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভ্রান্ত না করে।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় উন্নতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক পরিশ্রমের। আর তা হতে হবে জ্ঞান, শিক্ষা ও উৎপাদন ফলের আস্বাদনে উপভোগ্য ও সুন্দর প্রচেষ্টার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে বাধার সৃষ্টি করা, প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত ঘটানো, সংশোধন ও সভ্যতা নির্মাণের পরিকল্পনা বিনষ্ট করা এবং পশ্চাৎপদতা এ সবই দুঃখ, দারিদ্র্য, অবমাননা, দূর্বলতা ও অভাব টেনে আনে। তা' সত্ত্বেও এগুলোর জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা ব্যয় করার প্রয়োজন হয়।

হে বায়দাবা, যখন এই সমস্ত জাতি তাদের সঠিক ঈমানী, পার্থিব এবং সার্বিক দর্শণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ফিরিয়ে আনতে পারবে তখন তারা তাদের জীবনের অর্থ ও সর্বোত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবে। তাদের কর্মসমূহকে সুচারুরূপে সম্পাদন ও পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে সৃষ্টিজগত আল্লাহ পাক যে সকল মাধ্যম, সংবিধান, বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা দ্বারা মানব জাতির প্রতি কল্যাণ বয়ে আনা ও এই পৃথিবীতে উত্তম অর্থকে বিমূর্ত করার জন্য পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ ও উত্তম সভ্যতা নির্মাণের মাধ্যমে। হে বায়দাবা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করছেন এবং সেখানেই তাদের জন্য বাসস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হে বায়দাব এটাই ইবাদতের ওপর সঠিক বান্দা হিসেবে গড়ে ওঠার পথ, যে পথের ওপর চলার জন্য আল্লাহ পাক উৎসাহিত করেছেন এবং সমস্ত উপদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তাঁর প্রধান চাওয়া হলো তারা যেন অদের সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় জীবনের প্রত্যেকটি দিকের উত্তম আমানত যথাযথ অধিকারীর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া, মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা ও ভুল পথে পরিচালিত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য।

হে বায়দাবা, তাই ওহী (প্রত্যাদেশ) এসেছে মানুষকে জীবিত রাখার জন্য, তাদের ইচ্ছা শক্তিকে, উত্তম প্রচেষ্টা ও কর্মসমূহকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য যেন তা উপকারী ও সৎ হয়। মেধাশক্তি ও বাহুশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করা, বিরবির করে বেহুদা কথা বলা ও ভ্রান্ত ধারণাসমূহ নিয়ে বসে থাকার জন্য তা আসে নি।

হে বায়দাবা, তোমাকে আমি যে সমস্ত উদাহরণ প্রদান করলাম এর আলোকে কি তুমি দোয়ার সঠিক অর্থ বুঝতে পেরেছো? তুমি কি বুঝতে পেরোছো কারা দোয়ার অধিকারী। কেন আল্লাহ পাক দোয়ার প্রতি সাড়া দেন এবং কেন আল্লাহ পাক জালেম ও বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দোয়ার প্রতি সাড়া দেন না? কেন অকর্মণ্য, অপারগ, আল্লাহ্'র প্রতি

ভালোবাসার ভানকারীদের জন্য দোয়া নয় এবং কেন অবহেলাকারীদের অসচেতনতা, স্বেচ্ছাচারীতা ও পশ্চাৎ পদতার অনুসারীদের জন্য দোয়া নয়?

হে বায়দাবা, সঠিক দোয়া হলো এমন একটি মূল্যবান বস্তু যা আল্লাহর ভালোবাসার গভীর থেকে আসে। তা রূহের (আত্মা) শক্তি এবং মুমিনের জন্য প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টার সাহায্যে আল্লাহর কাছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়াদীর জন্য প্রার্থনা। যারা উত্তম কর্মসমূহ সম্পাদন করে এবং এই পৃথিবীতে তাদের সাধ্য অনুসারে সর্বোত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন করে তাদের পক্ষ থেকে অভাবীদের জন্য সাহায্যস্বরূপ পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ দূর করে। জনসাধারণের সুবিধা ও কল্যাণের জন্য উত্তম বৃক্ষ রোপন করা, যার ফল মানুষ ও পাখি আহার করে। এমন ঔষধ তৈরী করা যা দ্বারা আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় অনেক রোগ আরাগ্য হয়। এমন কিছু আবিষ্কার করা যা সমাজের অনেক সম্পদের উন্নয়ন করে, এমন যন্ত্র আবিস্কার করা যা মানুষের প্রয়োজন সহজ করে দেয়। হে বায়দাবা, ইহ জগতে এসবই হলো এহসান (সর্বোত্তম রূপে কর্ম সম্পদান) ও সৎ আমল যদি উদ্দেশ্য ও নিয়ত সুন্দর ও সৎ হয়। তাই সর্ব প্রকার প্রর্ত্যাশিত সৎ কর্ম, শক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় এবং সব কিছুই হতে হবে মানুষের শক্তি ও সাধ্য অনুসারে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছুই চাপিয়ে দেন না।

হে বায়দাবা, যখন এইসমস্ত জাতি তাদের উত্তম প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তাদের সভ্যতা ও অনুপ্রেরণা ফিরিয়ে আনবে, সাধ্যানুসারে তাদের স্কন্ধে অর্পিত আমানতসমূহ যথাযথভাবে পালন করবে, সুচারুরূপে ও সর্বোত্তমরূপে সম্পাদন করবে তাদের জীবন নদীর স্রোতধারা, কঠোর পরিশ্রম, আপ্রাণ প্রচেষ্টা শিক্ষা ও কর্ম দ্বারা জনপদ নির্মাণের জন্য আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মানব জীবন ও সভ্যতাকে সহজ করতে পৃথিবীর গুপ্তধনরাজী আহরণ, প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি আয়ত্ব করবে, এবং মানব কল্যাণের জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা ব্যয় করা, তাদের পুর্বসূরীদের মত। যারা ছিলেন সৎ নির্মাতা ও সাহসী যোদ্ধা। হে বায়দাবা তখনই কেবল তাদের দোয়াসমূহ অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে। পক্ষান্তরে যারা এই অপেক্ষায় থাকে যে, কখন আকাশ হতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রুটি, শক্তি, সম্মান ও সভ্যতা বৃষ্টির মত বর্ষিত হবে। তাদের জন্য দোয়া কোন প্রকার সুফল বয়ে আনবে না। আল্লাহ্'র দরবারে দোয়া করতে তারা যত উচ্চ স্বরেই কান্নাকাটি, চিৎকার করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে তাদের বুক ভাসিয়ে দিক না কেন। তাদের কান্নার শ্বাস যতই দীর্ঘ্য হোক না কেন। হে বায়দাবা, কারণ হলো আমরা অতি নিশ্চিতভাবে জানি সৃষ্টি জগতে আল্লাহ পাকের নিয়ম নীতি আছে, আর তুমি আল্লাহর নিয়ম নীতিতে কখনও পরিবর্তন ও বিকৃতি আনতে পারবে না।

হে বায়বাদ, তুমি ঐ সমস্ত নির্বোধ আল্লাহ ভরসার ভানকারী অকর্মণ্য, ধ্বংসের মুখে পতিত, অক্ষম, কর্তব্য ও কর্মে অমনোযোগী, অবহেলাকারী ও নিষ্ক্রিয়দের দৃষ্টি উন্মোচন করে দাও এবং তাদের সতর্ক করো যেন মেধাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ, উত্তমরূপ কর্ম সম্পাদন ও সৃজনশীলতাই কেবল মানুষের উপকারে আসে। এগুলো দ্বারা পৃথিবীর সম্পদ ও রিজকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এবং উত্তম ও সৎ সভ্যতা ও জনপদ নির্মাণ করা যায়। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপভোগ্য যা কিছু আছে তাহতে সৃষ্টি জগৎ ও ফেতরাত বা প্রকৃতির রহস্যসমূহ দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করা যায়। পৃথিবীতে প্রতিনিধি ও পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তার মেধা শক্তির ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এটাই একমাত্র মাধ্যম।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় উপদেশ ও ওহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হয়েছে একটি সার্বিক প্রমাণ স্বরূপ দাঁড় করানোর লক্ষ্যে এবং মানুষকে সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ফেতরাত (প্রকৃতি) সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য। যেন তা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করে, তাদের অনুপ্রেরণা ত্বরান্বিত করে এবং উত্তম কর্ম সম্পাদনের প্রতি মানুষকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে, যে জন্য মানুষ বেঁচে থাকে। আর কর্মের প্রমাণাদি কখনও কর্মের বিকল্প হতে পারে না। ঐ উপদেশে কোন কল্যাণ নেই যা মানুষের চিন্তাশক্তিকে অনুপ্রাণিত করে না এবং ঐ গবেষণা ও অধ্যয়নের প্রতি উৎসাহিত করে না যার ফলাফল হবে উত্তমরূপে সম্পাদিত কর্ম সভ্যতা নির্মাণ হবে উত্তম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে যা এর অর্জনকারীদের উপকারে আসে এবং মানুষের কল্যাণ সাধন বারবে ও তাদেরকে বাঁচিয়ে খাবে। তাই উপদেশ পূর্বেও ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং হেদায়াত বা পথ প্রদর্শনকারী উপদেশবাণী ও আলোর পথের দিশারী হিসেবে ভবিষ্যতেও তা অবশ্যই থাকতে হবে ।

মেধা ও চিন্তাশক্তি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সৃজশীলতার প্রতি ভালোবাসা এবং কাজ ও উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনের শক্তি এ দু'টি এমন চালিকাশক্তি যা আল্লাহ পাক মানুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টি করে দিয়েছেন সভ্যতা ও জনপদ নির্মাণের জন্য। উপদেশ হলো কর্মের প্রমাণ এবং এতে রয়েছে উত্তম কর্মসমূহের প্রতি দিকনির্দেশনা। তাই যে ব্যক্তি প্রমাণের প্রতি ধাবিত হলো, তাকে পাঠ করলো, এর পৃষ্ঠাসমূহ উল্টিয়ে উল্টিয়ে এর বাক্যসমূহ মুখে আওড়ালো। বিশ্বস্ত ও উত্তমরুপে কর্ম বাস্তবায়ন থেকে বিচ্যুত হলো যাকে লক্ষ্য করে এই প্রমাণ এসেছে তাহলে সে ভুলপথ অন্বেষণ করলো এবং তার মূল অভিষ্ঠ ও গন্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলো।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় এই সমস্ত অসচেতন, অকর্মণ্য ও বিপথগামী জাতির উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যাকে একটি যন্ত্র প্রদান করা হলো একে যথাযথভাবে স্থাপন করা, চালু করা ও একে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করতেও এর দ্বারা উপকার হাসিল করতে। তাকে এসমস্ত

কাজ করার জন্য একটি নির্দেশিকা বুকলেটও প্রদান করা হলো। অতঃপর সে ব্যক্তি ঐ যন্ত্রটি স্থাপন ও পরিচালনা নির্দেশিকার প্রতি ঝুকে পড়লো, তাকে পড়তে থাকলো, একের পর এক উহাকে খতম দিতে থাকলো। সুমিষ্ট সূরে ও কবিতার ভঙ্গিতে একে আবৃত্তিও করলো, তাকে লিখলো, এতে সুন্দর সুন্দর করলো কিন্তু সে ঐ যন্ত্রটিকে এক পাশে রেখে দিলো। যন্ত্রটি এভাবে বছরের পর বছর পড়ে থাকতে থাকতে মরিচা ধরে গেলো অথচ সে এটাকে স্থাপন, এর দ্বারা উৎপাদন, একে নিয়ন্ত্রণ ও তা হতে উপকার হাসিল করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে গেলো।

হে বায়দাবা ঐ সমস্ত অসচেতন, বেকুফ আল্লাহ্‌ ভরসার ভানকারী, অকর্মণ্য ব্যক্তি খুব বেশী কথা বলে আর তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে। যে সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পাদন করা তাদের জন্য কর্তব্য, যার জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত কর্ম বাস্তবায়ন, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, অর্থবহ কর্ম তৎপরতা, মানুষের উপকার ও মঙ্গল সাধনের জন্য, তা থেকে তারা বিরত থাকে। আমাদের বর্তমান পৃথিবীর জন্য সর্ব প্রকার উত্তম অবদান, সৃজনশীল কর্ম এবং পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের জীবন সহজ ও জীবনের জন্য সঞ্চয়ী কাজ করার জন্য উপকারী ও নির্মাণশীল অবদান রাখার চিন্তা-ভাবনাও তারা করে না। হ্যাঁ বায়দাবা, তারা কত বাজে কথাই না বলে! যেন তারা আমাদের পৃথিবী, বিশ্বশক্তিতে অবদান রাখায় অকর্মণ্য, দূর্বলতা ও অবহেলার আদর্শ।

হে বায়দাবা, যে সমস্ত ব্যক্তি কাজ না করে দুই হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে খুটির সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকে অথবা রাস্তার ধারে ফুটপাতে বসে বিরবির করে জিকর করে ও এর দ্বারা মানুষের কাছ থেকে জীবন ধারণের জন্য সামান্য অর্থ ভিক্ষা চায় তাদের মাঝে কি তুমি কোন অর্থ খুঁজে পাবে? বা তাদের কাছ থেকে তুমি কি কোন মঙ্গল আশা করতে পারো? এ কারণেই কি জিক্‌র এসেছে?

হে বায়দাবা, অকর্মণ্য, অলস ও আল্লাহ্‌ ভরসার ভানকারীদের প্রচেষ্টা কতই না গোমরহিতে নিমজ্জিত তারা যতই মুখস্ত পড়ুক না এবং যতই বিরবির করুক না কেন! কারণ ঐসমস্ত জাতির মাঝে কোন মঙ্গল নেই যারা শুধু জিক্‌রে লিপ্ত থাকে এবং তাদের জিকর তাদেরকে সৎ ও উপকারী কর্মের প্রতি উৎসাহিত করে না। কঠোর পরিশ্রম দ্বারা চিন্তাশক্তি কাজে লাগিয়ে মানুষের জন্য উপকারী, কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক বস্তুসমূহ নিয়ন্ত্রণের সর্ব প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন ও চেষ্টার মাধ্যমে সমস্ত ধন-সম্পদ, রুজ-রুটির উৎস, সৌন্দর্য, উপকারীতাসমূহ অর্জনের জন্য যুদ্ধ-জিহাদের প্রেরণা জাগায় না। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও অবদানের মাধ্যমে জীবনকে সঠিক পথের দিশা প্রদান করে না জীবনকে সহজ করার জন্য ও জীবনের প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য এই জীবনে সত্য ও

ন্যায় এবং দয়া ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। পরকালে শুধুমাত্র উত্তমরূপে সৎকর্ম বাস্তবায়নকারী মুমিনদের জন্য আছে বিশেষ পুরস্কার।

হে বায়দাবা, এই সমস্ত জাতি কি আজ তাদের পশ্চাৎপদতা, অকর্মণ্যতা, দুর্বলতা ও অবহেলার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে উপদেশ নিয়ে ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণের অর্থ অনুধাবন করতে পারবে? তাদের ওপর জীবনে এটা কত বড় একটা ওয়াজিব দায়িত্ব। এটা কর্ম, হেদায়েত (সঠিক পথের দিশা) ও জীবনে রিসালাত মানুষের বা সংবাদের প্রতি কত বড় একটি দিকনির্দেশনা এবং পৃথিবীর বুকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের অস্তিত্বের জন্য কতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হে বায়দাবা, আমরা পরস্পরকে প্রকৃতপক্ষে কখনও একথা জিজ্ঞাসা করেছি, এই সমস্ত জাতিকে পুনর্জীবিত করার সমস্ত চেষ্টা কেন ধূলোয় মিশে যাচ্ছে ও ব্যর্থতার পর্যবসিত হচ্ছে? আমরা কি প্রকৃতপক্ষে এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছি, কীভাবে আমরা তাদেরকে সম্বোধন করবো, কোন বিষয় নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবো এবং কোন পথ ও অর্জনসমূহের প্রতি তাদেরকে দিকনির্দেশনা ও পথ প্রদর্শন করবো?

হে বায়দাবা, নিশ্চয় পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের গুরুত্ব বাস্তব জীবনে ও ঐশি উপদেশের আলোকে আমরা যা কিছু উপলব্ধি করি তাহলো সভ্যতা ও জনপদ সৃষ্টির জন্য এবং মানুষের উপকার সাধনে এর নিয়ন্ত্রণ একটি উত্তম নির্মাণ। এটা যুগের আবর্তণে ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের অস্তিত্বের একমাত্র পরিবর্তনশীল বিষয়। যার কারণে আল্লাহ পাক মানুষের ফেতরাতে (প্রকৃতি) তার জীবনের প্রতি আগ্রহ, তার কর্মের প্রতি অনুপ্রেরনা এবং এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম জন্মদানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এক প্রজন্ম মৃত্যু বরণ করে তার জীবন শেষ হয়ে যায়, এরপর তার কর্ম সম্পাদনও থেমে যায়। অতঃপর নতুন আরেকটি প্রজন্ম দাড়াঁয় যারা পূর্ব প্রজন্মের বাকী কাজ ও সৃজনশীলতা চালিয়ে যায় এবং তাদের কর্ম দ্বারা সভ্যতা ও জনপদ নির্মাণের চাকা ঘুরায়। এভাবে পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতা বসতি স্থাপনের প্রকল্প শেষ হয়। যেমন ফিতরাত (প্রকৃতি), সঠিক ও সুষ্ঠু বিবেকবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাময় উপদেশ বাণীর (কোরআন) আয়াতসমূহ এর প্রতি নির্দেশ করে। অনুরূপভাবে প্রজ্ঞাময় উপদেশে (কোরআন কারীমে) আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যেন আমরা ফিতরাতের (প্রকৃতি) প্রেরণাসমূহ অনুসরণ করি। এভাবে পৃথিবীর বুকে মানব প্রতিনিধিত্বের প্রকল্প চলতে থাকবে পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং আল্লাহ পাক পৃথিবী ও এর উপরিভাগে যা কিছু আছে তার উত্তরাধিকারী হওয়া পর্যন্ত।

হে বায়দাবা, তুমি আমাকে বলো, প্রজন্মের পর প্রজন্মের আগমন, তাদের অগ্রগতি ও পৃথিবীর বুকে মানব জাতির সংখ্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলীর কারণে পৃথিবীতে এসমস্ত জাতির পক্ষে পরিশ্রম ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা, নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ, জনপদ গড়া ও সৃজনশীলতা ব্যতিত তাদের প্রয়োজন মোকাবেলা, তাদের রুজি রুটির সংস্থান করা, তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা প্রদান করা এবং নিজেদের রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করা কীভাবে সম্ভব? সেটাই হলো সভ্যতা আর মেধা, জ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণা এবং নিয়ম নীতি জানা ও তার ব্যবহার, কারণ ও উপকরণাদী অন্বেষণ, এগুলো সর্ব প্রকার একনিষ্ঠতা, পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টা ব্যতিত আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এবং কি এমন নয় যে, তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্ব থাকাকে জরুরী করে দিয়েছেন। তার প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য এবং তার জীবনের উন্নতির জন্য কিছু জরুরী কর্ম সম্পাদন আবশ্যক করে দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো এগুলোকে প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তম কর্ম সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বসমূহ পালনার্থে উপদেশ, হেদায়াত বা সঠিক পথের দিশা প্রদানের লক্ষ্য ঃ উদ্দেশ্য কি এই জাতীয় কর্মের প্রতি উৎসাহিত করা; দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেয়া ও তা উত্তমরূপে সম্পাদন করা নয়? সভ্যতা নির্মাণ ও উত্তম বস্তুসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে আমানত পালন করা, জ্ঞান-বিজ্ঞান উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনের জন্য যুদ্ধ-জিহাদ, অবদান রাখা ও প্রতিদানের মাধ্যমে। এসমস্ত কর্ম ও এর আদলে যে সমস্ত কর্ম রয়েছে তাতে যখন উত্তম নিয়ত, একনিষ্ঠা থাকে ও এর উদ্দেশ্য সুন্দর হয়। এর সাথে শক্তি, অবদান সুন্দররূপে কর্ম সম্পাদন ও সর্বোত্তম কর্ম বাস্তবায়ন যুক্ত হয় তখন কি তা সৎ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয় না হে বায়দাবা, যা এর মঙ্গল ও হেদায়াত বা সঠিক পথের দিশা?

হে বায়দাবা, এই সমস্ত জাতির ওপর এবং পৃথিবীতে চিন্তাবিদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের কর্তব্য হলো তাদের পার্থিব দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি পুনরায় বিবেচনা করে দেখা এবং পৃথিবীর বুকে প্রজন্ম পরম্পরায় মানব জীবনের অর্থের বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করা পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতা প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপদান প্রতিনিধিত্ব পূর্ণ করার জন্য। এরকম একটি সময় যখন আল্লাহ পাক পৃথিবী ও এর ওপরিভাগে যা কিছু আছে তার উত্তরাধিকারী হন তখন মানব অস্তিত্ব উন্নতি লাভের কৃর্তিত্ব ফসলে পরিণত হয়ে আসমান ও রূহানী বা আত্মিক জগতে গমন করবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পাদিত কর্মের ফলাফলের আশা করতে পারবে। কর্ম যদি ভাল হয় তাহলে কর্মফলও ভাল হবে আর কর্ম যদি মন্দ হয় তাহলে কর্মফলও মন্দ হবে। এবিষয়ে তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।

হে বায়দাবা, সার্বিকভাবে মানব জাতিকে সৃষ্টি, এর উন্নতি, তাদের পৃথিবীতে বসতি স্থাপন ও সভ্যতা নির্মাণ এবং মানুষের প্রয়োজনে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে তার ভূমিকা

হলো একজন একক মানুষ সৃষ্টির মত। যে তার উন্নতি এবং পৃথিবীতে বসতি নির্মাণ, মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠা, তার প্রয়োজনসমূহ মেটাতে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং তার আশেপাশে যে সমস্ত মানুষ ও সৃষ্ট জীব আছে তাদের প্রয়োজন মেটাতে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার ভূমিকার মত।

হে বায়দাবা, তাই ব্যক্তি ও একক মানুষ কিছুই নয় সমগ্র মানব জাতির ছোট্ট একটি রূপ ব্যতিত। যেমন মানব জাতিও কিছুই নয় বিশাল মানবতার একটি সঙ্ঘবদ্ধ রূপ ব্যতিত। যারা স্থান ও কাল ব্যাপি পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই উদাহরণটি যে কোন মানব সন্তানের জন্যই প্রযোজ্য।

হে বায়দাবা, সেজন্য একজন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে ছোট, দূর্বল ও মূর্খ অবস্থায়। জন্মের সময় সে কিছুই জানে না ও বোঝে না। এরপর সে অল্প অল্প করে বাড়তে থাকে শক্তিশালী হতে থাকে এবং সে বিভিন্ন পর্যায়েও বিভিন্ন স্তরে জানতে শেখে। এভাবে সে পরিপূর্ণ একজন মানুষে পরিণত হয়। তার শক্তি বৃদ্ধি পায়, সক্ষম হয়, সৃজনশীল হয় ও উৎপাদন করে। তার কাছে যা আছে তা হতে সে উত্তম বস্তু মানব সভ্যতার জন্য দান করে। এরপর সে শেষ হয়ে যায় ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

হে বায়দাবা, মানব জাতিও ঠিক একই রকম। তার শুরু হয়েছে একটি প্রাথমিক ক্ষুদ্র বীজ হিসেবে। প্রস্তুতিসমূহ ব্যতিত সে কিছুই জানতে সক্ষম হয় নি এবং সে কোন কিছুই করতে সক্ষম ছিলো না। এর পর সে বড় হতে থাকে এবং বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে শিখতে থাকে। তার বর্ধণ হতে থাকে তার জনপদ বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে। সেই সাথে পরিমাণ ও অবস্থার দিক থেকে তার শক্তি ও নিয়ন্ত্রণও বৃদ্ধি পেতে থাকে মূল্যবোধ, অর্থ ও উত্তম উপকারসমূহকে বাস্তবরূপ প্রদান করা সর্ব প্রকার কর্ম উত্তম রূপে সম্পাদন, সৃজনশীল কর্ম সম্পদনা পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণকারী নির্মাণশীল উপকারী কর্ম সম্পাদন দ্বারা যা মানুষের জীবন সহজ করে দেয়, তাদের প্রয়োজনসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করে। তারা এ সমস্ত কাজ খুবই কম করে থাকে। হে বায়দাবা, মানবজাতি এখনও বৃদ্ধি হচ্ছে, সেই সাথে মানব সভ্যতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বধিত হচ্ছে মানুষের শক্তি, ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ ও সভ্যতা এর জনপদ নির্মাণে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ। এ ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতা চলতে থাকবে এবং তার জ্ঞান, সভ্যতা ও তার শক্তি ও সক্ষমতাও এভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করবে ও পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের অভিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছবে। হে বায়দাবা, তখনই এই মানব সভ্যতা পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষ হবে এবং সেই সাথে সাথে আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে মানব জাতির অস্তিত্বও একেবারে ধূলোয় মিশে যাবে। হে বায়দাবা, তখন এই সভ্যতাকে অবশ্যই শেষ হতে হবে এবং এর সাথে সাথে মানব জাতিও শেষ হয়ে যাবে। সে

সাথে পৃথিবী নামক গ্রহেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই মহাবিশ্বের সংবিধানে এর উদাহরণ প্রত্যেকটা জীব জগতের মত। প্রতেকটা জগতই যেদিন তার সর্বোচ্চ চূড়ায় গিয়ে পৌঁছবে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবে তখন তার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

হে বায়দাবা, একারণে একজন ব্যক্তি, অনুরূপভাবে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর জন্য পৃথিবীতে তাদের প্রচেষ্টা দ্বারা জনপদ নির্মাণ, সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও মানব সভ্যতা বিকাশের দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা কি উত্তম, সত্য, ন্যায়, দয়া ও শান্তির প্রতিনিধিত্ব, না কি বিচ্ছৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়া যা অনিষ্ট, জুলুম, নিষ্ঠুরতা ও সীমালংঘনের প্রতি ঠেলে দেয়।

হে বায়দাবা, জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের কর্তব্য হলো তাদের পূর্বসুরীদের জীবন থেকে উপদেশ গ্রহণ করা যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে। অনুরূপভবে প্রত্যেকটি জাতির জীবনী থেকে উপদেশ গ্রহণ করাও তাদের কর্তব্য। এর ওপর ভিত্তি করে জীবিতদের অবস্থা, তাদের কর্মসমূহ ও তাদের জীবনের বিষয়াদির গন্তব্যের ভুলসমূহ শুধরিয়ে নিতে পারবে। অন্যথায় সকলেই খারাপ পরিণতি, অনুশোচনা ও ক্ষতি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। হে বায়দাবা, এতে গোষ্ঠী, জাতি ও ব্যক্তিসমূহ সমভাবে এই খারাপ পরিণতির শিকার হবে।

হে বায়দাবা, তুমি মূল্যবান সামগ্রীসমূহ কোথায় রাখবে? তুমি কি তাকে ঘরের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ, মজবুত ও সম্মানিত স্থানে রাখবে না? পক্ষান্তরে হে বায়দাবা, তুমি ময়লা ও আবর্জনা কোথায় রাখবে? তুমি কি তাকে বাড়ির এক পাশে নোংড়া একটি স্থানে তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে রাখবে না? হে বায়দাবা, এর অন্যথা হওয়া কি সম্ভব, যুক্তি সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য? এটা কি মানবিক আচরণ উন্নয়নের জন্য রূহানী (আত্মিক) ও নূরের (আলো) জগতে জানা বিষয়টিকে জানানোর চেষ্টা করা নয়? এটা ব্যতিত অন্য কিছুকে সুষ্ঠু মস্তিষ্ক ও ন্যায় বিচার স্বীকৃতি প্রদান করে না। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে নাফস (অন্তর) পরিস্কার করে ও এর প্রকৃত স্বচ্ছতা নিয়ে সর্বোত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন করে এবং যে মন্দরূপে কর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্যে এটাই হচ্ছে অবস্থার মূল অংশ এবং গন্তব্যের অর্থ।

হে বায়দাবা, আমাদের প্রজন্মসমূহকে 'পৃথিবীতে মানব প্রতিনিধিত্বে'র বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝাতে হবে। শুধু কথায় নয় বরং উপদেশবাণী ও প্রত্যাদেশ দ্বারা মানুষকে এ বিষটির পরিপূর্ণতা দানের নির্দেশ প্রদান আবশ্যক করে দিতে হবে। তাদের সৃষ্টির প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করতে হবে প্রতিনিধিত্বের অর্থ বুঝাতে হবে। তা'হলো পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা প্রদান করা সম্ভব হবে। যেমন আল্লাহপাক মানুষ সৃষ্টির মূলে তার প্রকৃতিতে ও ফেতরাতে এ ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

হে বায়দাবা, আর 'আমানত' -এর অর্থ আল্লাহ পাক মানুষের ফেতরাতে (প্রকৃতি) যা কিছু সঞ্চয় করে দিয়েছেন তা চয়ন ও নির্বাচনের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এ দু'টি বিষয় (পৃথিবীতে মানব প্রতিনিধিত্ব ও আমানত) মঙ্গল ও অমঙ্গলের মাঝে, আলো ও অন্ধকারের মাঝে, রূহ বা আত্মা ও মাটির মাঝে যখন বিরোধ থাকবে তখন তা হবে বন-জঙ্গলের সংবিধান ও আইন-কানুন নির্বাচন করার সামিল, যেখানে ন্যায় সবসময় শক্তির পক্ষে। পক্ষান্তরে আত্মার আইন-কানুন হলো, শক্তি ন্যায়ের পক্ষে। আমানত স্কন্ধে নেয়া মানুষের জন্য একটি মহান দায়িত্ব যার অর্থ নির্বাচন ও চয়নের অধিকার চর্চা করা এবং মানুষের চতুস্পার্শ্বে যে সমস্ত জীবন আছে তাদের পরিচালিত করা। হয়তো মঙ্গলের পথে, নয়তো অমঙ্গলের পথে।

হে বায়দাবা, 'মেধা ও জ্ঞান' এমন একটি যন্ত্র বা উপকরণস্বরূপ যা দ্বারা আল্লাহ পাক মানুষকে যোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। এদুটি দ্বারা তাকে কার্যক্রম পরিচালনা, কর্ম সম্পাদন, তাদের বিষয়াদি পরিচালনা ও নির্মাণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তা হয়তো উপকার, মঙ্গল ও ন্যায়পরায়নতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, দয়া ও শান্তির সমাজ গঠনের জন্য মঙ্গল, সভ্যতা, জনপদ নির্মাণ ও উত্তম সৃজনশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, নয়তো পাপাচারে লিপ্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পরস্পরের প্রতি জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের প্রতি ঠেলে দেবে। তা হচ্ছে প্রতিনিধিত্বের আমানত, পরিচালনা আমানতের চর্চা এবং পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের অর্থের মাঝে ফয়সালা করার দাঁড়িপাল্লা। তা কি পৃথিবীর বুকে সংস্কার প্রতিষ্ঠা না- কি পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি? আর তোমার রব কারও প্রতি জুলুম করেন না।

হে বায়দাবা, দোয়ার দ্বারা এর উপদেশ ও এর সকল প্রকার মানুষের স্মরণশক্তিতে দোয়ার ভাষায় ও সম্বোধনে স্পষ্ট হওয়া একান্ত জরুরী। তা কঠোরতা নয়, শক্তির প্রয়োগও নয় এবং তা উত্তম আমানতকে বাতিল করণও নয়। বিবেক ও বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করা নয় এবং কাজ থেকে বিরত থাকাও নয়। বরং তা হলো স্মরণ করিয়ে দেয়া আলো, ন্যায় ও উত্তম পথের দিকনির্দেশক, কর্মের প্রতি অনুপ্রেরণা দানকারী, কর্মকে সৎ ও নাফসের (আত্মার) প্রকৃতির অনুসরণ ও খারাপ প্রবণতা থেকে শুদ্ধি করণ এবং তার প্রয়োজনসমূহ মেটানো। একে মানব সৃষ্টির মূলে সৃষ্টি করা হয়েছে উত্তম জিনিষের প্রতি ভালোবাসা সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা দয়া ও শক্তির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য। এটা আমাদেরকে সংশোধনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা একজন ভাল মানুষের কর্ম ও তার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর দ্বারা মানুষ তার সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করে ও তার পদক্ষেপসমূহকে সংশোধন করে।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় উপদেশ মানুষের জন্য বাধ্যবাধকতা নয় এবং এমন নির্দেশাবলীও নয় যা তার ঘাড়ে বিশাল বোঝা চাপিয়ে দেবে অথচ তা বহন করার শক্তি ও সামর্থ্য তার নেই।

যেমন আজকাল অধিকাংশ ওয়ায়েজের (ধর্মীয় বক্তা) মুখ থেকে আমরা সচরাচর শুনতে পাই। বরং তা ভাল মানুষদের জন্য উপদেশ ও হেদায়াত (সঠিক পথের দিশারী) এবং চিন্তা, কাজের সংশোধন ও দিকনির্দেশনা। মানুষের ফেতরাতের (প্রকৃতি) প্রতি সাড়া প্রদান করে যা মানুষ বাঁচিয়ে রাখে তাদের উপকার করে, তাদেরকে জীবন জীবিকার পথ সৃষ্টি করে দেয় ও তাদের মান-সম্মান রক্ষা করে। অনুরূপভাবে তাদের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে ও তাদের রুহসমূহের (আত্মা) আকাংখার গভীরতা বাস্তবায়িত করে। তাই অনুধাবনকে বিকৃত করা ঠিক হবে না। জাতিসমূহের সংরক্ষণশীলতা দূরীভূত না হওয়ার জন্য এবিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ অনুধাবন করতে হবে। সৃষ্টির ফেতরাতে (প্রকৃতি) তাদের প্রচেষ্টাকে দমিয়ে না রেখে এবং তাদের চিন্তা, অধ্যয়ন, গবেষণা, সৃষ্টি, নিযন্ত্রণ, সন্তুষ্টি ও জনপদ নির্মাণ করার শক্তি ধ্বংস না করে।

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি যথার্থই বলেছেন। আপনি আমাদেরকে যে বিষয় স্মরণ করিয়ে দিলেন তা অনেক জাতির সংকটের রহস্য উদ্ঘাটন করে দেবে এবং তাদের পশ্চাৎপদতা ও মানব সভ্যতায় তাদের ভূমিকা থেকে তাদের পিছিয়ে থাকার কারণ উদ্ঘাটন করবে। অনুরূপভাবে আমাদেরকে এ কথা স্পষ্ট করে দেবে, কেন বিভিন্ন জাতি আজ সৃজনশীল না হয়ে অনুন্নত, পশ্চাৎপদ এবং অকর্মণ্য ও শুধুমাত্র ভোক্তা হয়ে আছে অথচ তারা প্রথম যুগে নেতৃস্থানীয় ও অগ্রণী ভূমিকার অধিকারী ছিলো। এর প্রকৃত দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ও রিসালাত (বার্তা) যদি তারা জানতো। নিশ্চয় কর্ম, নিয়ন্ত্রণ ও সভ্যতা নির্মাণের জিহাদই হলো আসমানী উপদেশের উদ্দেশ্য এবং পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্ব ও সংস্কারক প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অর্থ। এর জন্য আল্লাহ পাকের অঙ্গিকার ও এটাই ফেতরাতের (প্রকৃতি) মূল, সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই সর্বোত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনকারী, কর্মী মুমিন বান্দারাই সৌভাগ্যবান। যারা কর্মসমূহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করে তাদের নিজেদের জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য ও সমস্ত সৃষ্টির জন্য, উপকারী উত্তম ও সৎ আমল (কর্ম) দ্বারা জিহাদ করে।

হে বায়দাবা, তা হলো জীবন জীবিকার অন্বেষণে, জ্ঞানের অন্বেষণে গবেষণা ও অধ্যয়নের প্রতিনিধিত্ব ও উত্তম সভ্যতা নির্মাণের জিহাদ যা মানুষের উপকারে আসে, তাদেরকে সুখে শান্তিতে রাখে, তাদের চাহিদাসমূহ পূরণ করে, তাদের জীবনকে সহজ করে। তাদের মাঝে ন্যায় ও প্রতুলতার সমাজ গড়বে, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা নিরাপত্তা ও শান্তির সমাজ গড়বে এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের উপর তাদের সীমালংঘন থেকে রক্ষা করবে।

এ পর্যায়ে এসে বায়দাবা বললেন, আমার মাথায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উদয় হয়েছে। আমি এ থেকে নিশ্চুপ থাকতে চাই না। আমি এটাকে জরুরী মনে করি। আমি শিক্ষাগুরুকে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো ও এই বিষয়টি সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত বর্ণনা করতে বলবো।

বায়দাবা বললেন, হে আমার সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি যা বললেন তার অর্থ কি জনপদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানুষ তার মেধাশক্তি দ্বারা এই পৃথিবীতে সভ্যতা নির্মাণের সমস্ত প্রচেষ্টা পৃথিবী ধ্বংসের সাথে সাথে অচিরেই তা ধ্বংস হবে ও বিলীন হয়ে যাবে? আমি মনে করি, আপনি যা বলেছেন তার অর্থ হলো এটা। তা'হলে আপনি একথা দ্বারা কী উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন?

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, তুমি সত্যই বলছো হে বায়দাবা কিন্তু আমি যা বলেছি তার অর্থ এটা নয়। আর আমিও আমার কথায় এটা উদ্দেশ্য করে বলি নি।

তুমি জান হে বায়দাবা, মানুষ এবং মানুষের মেধা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এবং আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবী ও তার শক্তিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছেন, সেটাও আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি। আর নিশ্চয় মানব সভ্যতা প্রকল্পটি এক কথায় আল্লাহ পাকের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ। তা'হলে তুমি কীভাবে ধারণা করো বা তোমার অন্তরে এ কথা কীভাবে উদয় হয় নিশ্চয় এই প্রকল্প ও প্রচেষ্টাসমূহ অচিরেই বৃথা যাবে ও ধুলোয় মিশে যাবে?

হে বায়দাবা, নিশ্চয় মানুষ যে সমস্ত উত্তম ও সংস্কারক সৃজনশীল প্রচেষ্টা ব্যয় করে তা বৃথা যাবে না। আর ওটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুমি ও তোমার ভাইয়েরা একথাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝুক হে বায়দাবা। হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বরং আমাদের সবাইকে একথা জানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্য হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল আলোচনা ও এর সারমর্ম অনুধাবনের পর নিশ্চয় মানুষের মেধা যা কিছু সৃষ্টি করে যে মেধাকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এর সৃষ্টির মাঝে সভ্যতা, উত্তম অর্থসমূহ, উত্তমরূপে কর্ম বাস্তবায়ন, সৃজনশীলতা, নিয়ন্ত্রণ, সহজকরণ ও উপভোগ্যের নতুনত্ব দান করেছেন, তা কখনও ধূলোয় মিশে যাবার নয় ও বৃথা যাবার নয়। বরং তা উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য বিশেষ নেয়ামত হিসেবে অচিরেই আত্মিক ও অনন্তকালের দিকে পরিবর্তন হয়ে যাবে তারা আত্মিক ও অনন্তজগতে যে সমস্ত উত্তম কর্ম সম্পাদন করেছে তার প্রতিফল পাওয়ার জন্য। মানুষ যে সমস্ত সভ্যতা নির্মাণ, সৃজনশীলতা ও উত্তম কর্ম সম্পাদন করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ। তারা আল্লাহ পাকের নিকট এটা উপস্থিত পাবে এবং তারা এর নেয়ামতসমূহ উপভোগ করবে। তা হবে একনিষ্ঠ, সর্ব প্রকার অনিষ্ট ও খারাবী থেকে এবং সর্ব প্রকার নোংড়া ও কর্মসাক্ততা থেকে পরিস্কার।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবনই পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতা ও সৃজনশীলতা প্রকল্পের শেষ নয় বরং তা এমন শুরু যা নিঃসন্দেহে আলো, আত্মা ও অনন্তকালের দিকে প্রসারিত হবে। এ কারণেই মানুষ যে সমস্ত কর্ম, প্রচেষ্টা ও উত্তমরূপ কর্ম সম্পাদন করে ও করার জন্য অবদান রাখে, তারা শুধু এই পৃথিবীতেই তার আস্বাদন, আরাম, আয়েশ ও স্বস্তি

উপভোগ করে ও তার উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে, তা নায়। বরং তা আত্মিক ও অনন্তকালের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে যাবে যদিও তা একটি অণু-পরমাণু অথবা সরিষা দানা পরিমাণ হয়, সুদূর প্রসারী, সুবিস্তৃত ও সম্প্রসারিত আস্বাদন, উপভোগ, আরাম, আয়েশ ও স্বস্তির প্রতি।

হে বায়দাবা, তুমি এবং তোমার ভাই ও বোনেরা যে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম তোমাদেরকে তা সম্পাদনের জন্য সর্ব প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্ব ও তাদের প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অর্থ অনুধনব করার জন্য। তাদেরকে প্রদত্ত বিবেক বুদ্ধির নেয়ামতের মূল্য অনুধাবন করতে এবং সৃজনশীলতা ও জ্ঞানের মর্যাদা অনুভব করতে যেন তাদের অস্তিত্ব ও ইহ জগতে তাদের উপভোগ্য বিষয়সমূহে তাদের উত্তম সৃজনশীলতা ও তার উপকারিতার উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আখেরাতের জিন্দেগীতে তা অচিবেই স্থায়ী নেয়ামতে পরিণত হবে।

হে বায়দাবা, এই দুনিয়াতে সৎ মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সৃজনশীলতা, নির্মাণ, জনপদ প্রতিষ্ঠা ও তা নিয়ন্ত্রণে তার সর্ব প্রচেষ্টা ব্যয় করা। আর সেটাই তার জন্য এই পৃথিবীতে এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিফলের নিশ্চয়তা। যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ উত্তমকর্ম সম্পাদন করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর এ কারণেই সৎকর্ম সম্পাদনকারীগণ বেশী বেশী সৎ কর্ম সম্পাদন করুক।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় মানব জগত ও মানব সভ্যতা প্রকল্প পরিপূর্ণতা লাভের পর ধ্বংস হয়ে যাবে বলতে তারপর আর কিছুই নেই, সেকথা বুঝায় না, বরং মানুষ তাদের সমস্ত সৎকর্মের অধিকারী হবে পরলৌকিক জগতেও। আল্লাহ পাক পৃথিবী ও এর উপরিভাগের সমস্ত বস্তু উত্তরাধিকারী হওয়ার পরে এবং সেগুলোকে মাটি ও ধ্বংসের জগত থেকে আলো, আত্মা (রুহ) ও অনন্ত জগতের দিকে নিয়ে যাবে। হে বায়দাবা, এই উত্তরাধিকার হলো 'সম্মানিত সৃষ্টি উত্তরাধিকার' আর তা হলো 'মূল্যবান ও মর্যাদপূর্ণ উত্তরাধিকার'।

হে বায়দাবা, এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ তাদের জীবনকে বৃথা নষ্ট করে জীবনের প্রতি অবহেলা করে, অবান্তর ও বাজে কথা-বার্তা বলে এবং অলসভাবে বসে বসে সময় কাটিয়ে। তারা তাদের মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করে পৃথিবীতে অনিষ্ট ও মন্দ কর্ম সম্পাদন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে। ফলে জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে নষ্ট করে এর দ্বারা উভয় জগতে সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্ট না চালিয়ে। তারা সময় শেষ হওয়ার পর অনুশোচনা করবে এবং সে সময় অনুশোচনা ছাড়া আর কোন ফল হবে না।

হে বায়দাবা, তুমি তোমার বিচক্ষণ প্রশ্নটি করে খুবই ভাল করেছো। তুমি এই সূক্ষ্ম অর্থটি তোমার উপস্থিত ভাই ও বোনদেরকে স্পষ্ট করে বুঝাতে সক্ষম হবে এবং তাদের পরে

আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় যে সমস্ত সৎ ও উত্তম প্রজন্মসমূহ আসবে তাদেরকেও তুমি একথা বুঝাতে সক্ষম হবে।

বায়দাবা বললেন, হ্যাঁ, আপনি বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন এবং পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন হে সম্মনিত শিক্ষাগুরু। আপনি যা বলেছেন তারপরে আর বেশীকিছু বলার আমার কাছে প্রয়োজন মনে হচ্ছে না। অতএব আল্লাহ্ পাক আমাদের পক্ষ থেকে এবং উত্তম শান্তিকামী জাতিগণের ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুক যারা আমাদের পরে হবেন কঠোর পরিশ্রমী কর্মী, সৃজনশীল, সর্বোত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনকারী । আল্লাহ্ পাক আমাদের ও তাদের পক্ষ থেকে উত্তমতম ও পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করুক।

বিজ্ঞ পন্ডিত বায়দাবা বলেন, আমার কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। আমি প্রায় এই গল্প অধ্যয়ন ও বর্ণনা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যে গল্পটি আমি বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার মূল্যবান আলোচনা হতে শুনেছি ও মুখস্ত করেছি। এ সম্পর্কে এযাবৎ বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার পূর্ববর্তী সাক্ষাৎকারসমূহ হতে যে সমস্ত সমস্যাবলী, দর্শণ, উপদেশ, দৃষ্টান্ত আমি গ্রহণ করলাম তা স্মরণ করিয়ে দেবো যে সমস্ত ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কে এই গল্পটি পড়বে, তাদেরকে। তা'হলো মানুষকে একথা অনুধাবন করতে হবে, কর্ম ও স্থায়ীত্বের উৎস কী? যা প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির অবস্থান নির্ধারণ করে দেয়। একটি দেশের মর্যাদা সে দেশের নাগরিকদের মর্যাদা নির্ধারণ করে দেয়। তারা কি সম্মানিত ও শক্তিশালী হবে না কি অপমানিত ও দূর্বল হবে? তারা কি মণিব হবে; নাকি দাস হবে? তারা কি সক্ষম ও কর্মট হবে; নাকি অক্ষম ও অকর্মণ্য হবে? তারা কি বেকার হবে; নাকি কর্মে লিপ্ত থাকবে? তারা কি শিক্ষিত হবে, নাকি থাকবে। তারা কি সৃজনশীল হবে; নাকি অন্ধ অনুকরণকারী হবে? এ বিষয়গুলো জাতি ও সভ্যতাসমূহের মাঝে যে সমস্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা নির্ধারণ করবে তা কেমন হবে? নিশ্চয় এই সিদ্ধান্তসমূহ সেই উৎসসমূহ নির্ধারণ করবে এবং তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও গতি নির্ধারণ করে দেবে। তা হলো প্রত্যেক পিতার রক্ষণশীলতা ও তার প্রচেষ্টা এবং প্রত্যেক মায়ের যত্নসহকারে লালন পালন ও তার স্নেহ। তারা কীভাবে তাদের সন্তানদেরকে লালন করবে, তারা কোন প্রকারের নাগরিক হবে? যেমন প্রজ্ঞাময় উদাহরণে বলা হয়, "যে ব্যক্তি কোন কিছুর উপর বড় হলো সে উহার উপরই বৃদ্ধ হলো"। আর ও বলা হয়, "তোমরা যেমন হবে, তোমাদের উপর তেমন শক্তিই চাপিয়ে দেওয়া হবে" এবং "আল্লাহ পাক কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয়।"

এ সম্পর্কে শিক্ষা গুরু ইবনে বতুতা বলেন, হে বায়দাবা, অন্তরসমূহ কর্ম অনুপ্রেরণা জাগানো বা নাড়া দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা ও বুদ্ধির দর্শণই যথেষ্ট নয় যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞাণ-বুদ্ধি ও অন্তরের প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্য না হয়। তাই যদি না হতো তাহলে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু মাত্র কথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতো এবং এর পেছনে কোন কর্ম থাকতো না। ফলে তা' বাজে কথায় পরিণত হতো যা ঐ কালির মূল্যের সমান না যে কালি দ্বারা তা লেখা হয়েছে। তাই তুমি দেখতে পাবে, বক্তা সঠিক বিষয়টি জানেন কিন্তু কর্মে পরিণত করেন না। আবার ভুল বিষয়টি জানেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ ভুল তিনি করেই চলেছেন। এর কারণ হলো, তার অন্তর ও হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য তার বুদ্ধি, জ্ঞান ও শিক্ষার চহিদাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য পুর্ণ হচ্ছে না।

হে বায়দাবা, এখানেই লালন-পালন ও শিক্ষার গুরুত্ব এবং ব্যক্তি ও জাতির জীবনে অন্তকরণ গঠনের গুরুত্ব আসে। কারণ এ দুটি হলো মানবিক জগতে ইচ্ছা ও কর্মের মূল ভীত ও জীবনে বুদ্ধি ও শিক্ষাকে কাজে লাগানোর মূল উপকরণ।

হে বায়দাবা, পিতা-মাতার কর্তব্য হলো তাদেরকে অধ্যয়ন করতে হবে ও জানতে হবে, তারা কীভাবে তাদের সন্তানদেরকে লালন-পালন করবে এবং শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করবে। তাদেরকে তাদের সন্তানদের লালন-পালন করতে ও শিক্ষা প্রদান করতে গিয়ে সে সমস্ত বিষয় অন্বেষণ করতে হবে যেগুলো তাদের নিজেদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় বাদ পড়েছে। কারণ পৃথিবীতে এমন প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি নেই যা তাদের সন্তানদের ইচ্ছাশক্তি গঠন ও হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে তাদের পিতা-মাতার সন্তানদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তির চেয়ে বেশী শক্তিশালী। আর নিঃসন্দহে সন্তানদের শিক্ষা প্রদানে পিতা-মাতার বিরাট একটি ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তা হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যকারী ভূমিকা হিসেবে। আর হে বায়দাবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে বিদ্যালয়ের ভূমিকা হলো প্রাথমিক স্তরের ভূমিকা। পক্ষান্তরে ইচ্ছা শক্তি ও অন্তকরণ গঠনে বিদ্যালয়ের ভূমিকাও শুধুমাত্র এই বিপদ জনক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকার সাহায্যকারী মানবিক ব্যক্তিত্বের হৃদয় নির্মাণের জন্য। কিন্তু কোন অবস্থাতে একটি আরেকটির বিকল্প হতে পারে না। শুধুমাত্র ঐ অবস্থাতে যখন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা ধ্বংস করতে চান ও তাদের হৃদয় কলুষিত করতে চান। তাদের প্রত্যেক বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীর চাল-চলন ও আচার-আচরণ এবং প্রত্যেকে ব্যবসায়ী ও স্বার্থান্বেষী মহল, উদ্দেশ্য সাধনকারী ও প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তিদের প্রভাবে পড়ে যারা বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে। অথবা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের প্রভাবে যারা পর্যবেক্ষকদের নজর থেকে অনেক দূরে গিয়ে কোন ক্লাব অথবা রাস্তায় মিলিত হয়।

বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা এর সাথে অন্য একটি উপদেশ যুক্ত করলেন এই গল্পে তার কলম যা লিখেছে তা পড়তে ইচ্ছুকদের জন্য। আর এমন উত্তম একটি উপদেশ যা কোন পাঠকের হৃদয় থেকে দূর হবে না এবং প্রতিটি সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিকের হৃদয়ে গাঁথা থাকবে। তা' হলো নাগরিক সমাজের ছয়টি চয়ণকৃত ও স্বতন্ত্র ছয়টি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব, যেগুলো সেই দ্বীপটিকে এবং সেই উপত্যকাকে এমন সম্পদে পরিণত করেছে যার বদৌলতে তারা সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা উপভোগ করে। উহা সর্বদা তাদের স্মরণ শক্তিতে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে এবং এই আগ্রহের প্রতি তারা গুরুত্ব আরোপ করবে যে, তাদেরকে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তাদের জাতিসমূহ ও নাগরিকদের মাঝে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে । তাহলে জাতি ও গোষ্ঠী ব্যতিত কোন একক ব্যক্তি থাকবে না এবং কোন জাতি ও গোষ্ঠী থাকবে না ব্যক্তি ও নাগরিক ব্যতিত। এ কারণেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কোন আলোচনা করলে তা ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে; ইহা কোন ক্রমেই সীমা অতিক্রম নয়। কারণ গোষ্ঠী ব্যতিত কোন ব্যক্তি নেই এবং ব্যক্তিগণ ব্যক্তির কোন গোষ্ঠীও হয় না। একটি থেকে আরেকটির উৎপত্তি অস্তিত্বের দিক থেকে, গোষ্ঠীগত দিক থেকে, স্বার্থের দিক থেকে ও পথের দিক থেকে। তা যদি না থাকতো তাহলে তারা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হতো এবং এমন ছায়াসমূহে পরিণত হতো, যেগুলোর কোন অন্তকরণ নেই, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই, নেই অস্তিত্বও। এই ছয়টি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হলো নিম্নরূপঃ

ধর্ম ও মূল্য বোধের প্রতিষ্ঠান : এই প্রতিষ্ঠানটি একটি জাতির অন্তঃকরণ গঠন করে, যা একটি জাতির হৃদয়ের মত ও তা উত্তম জিনিসের প্রতি আহ্বান করে। ধর্ম, চরিত্র ও মূল্য বোধের অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও তার প্রতি আহ্বানের জন্য রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটায়।

জাতীয় তথ্য প্রতিষ্ঠান : এই প্রতিষ্ঠানটি রক্ষণশীলতার উন্নতি ঘটায়। কোন সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করে ও কোন সিদ্বান্ত গ্রহণকে সঠিক পথের দিশা প্রদান করে।

পরামর্শ সভা ও আইন প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান : এই প্রতিষ্ঠানটি জাতির ও নাগরিকগণের সন্তুষ্টিচিত্তে এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যা জাতির মূল্যবোধ, মূল নীতি ও উদ্দেশ্য সমূহের প্রতিফলন ঘটায় ও ব্যক্ত করে, যা জাতির মূল্যবোধ, মূল নীতি ও উদ্দেশ্য সমূহের প্রতিফলন ঘটায় ও ব্যক্ত করে। তাদের কর্ম পন্থাকে সঠিক পথের দিশা প্রদান করে ও তাদের মাপকাঠি ও সমস্ত নাগরিকের সদস্য পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ম-কানুনসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের সাথে তাদের মনষত্ব ও তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করার মাধ্যমে। একারণে সেখানে ঐ সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায় যা সবার জন্য প্রযোজ্য। সেখানে এমন কিছুও হয়ে থাকে যা বিশেষ

বিশেষ মহলের জন্য প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে সেখানে এমন কিছু হয় যা স্থায়ী এবং এমন কিছু হয় যা কোন অবস্থা অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষণস্থায়ী, এর পর তা শেষ হয়ে যায়।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান : এই প্রতিষ্ঠানটি কর্ম পরিকল্পনা করে, সাধারণ স্বার্থসমূহ রক্ষণা-বেক্ষণ করে ও শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করে। এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ও জনসাধারণের প্রয়োজনসমূহ মেটায়।

বিচার পরিষদ প্রতিষ্ঠান : এই প্রতিষ্ঠানটি আইনের শাসন ও আইনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে থাকে, অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, সমতা প্রতিষ্ঠা করে এবং ন্যায় বিচার রক্ষা করে।

সংবিধান রক্ষণা-বেক্ষণ পরিষদ ও সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান : এই প্রতিষ্ঠানটি একজন দারোয়ানের ভূমিকা পালন করে থাকে যিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম সম্পাদন পর্যবেক্ষণ করেন। তারা কতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্মসূচী পালন করছে, তা দেখে এবং তারা দায়িত্ব কর্তব্য কর্মসূচীসমূহ কতটুকু পালন করছে তা দেখা শোনা করে। এর ওপর ভিত্তি করে তারা চলার পথকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে ও সীমালংঙ্গন থেকে বিরত রাখে।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি রয়েছে। এগুলির একটি আরেকটিকে সাহায্য করে কিন্তু এদের হাতগুলিকে মাত্র একটি হাতে একত্রিত করে না বরং এগুলো একত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করে। সক্রিয়ভাবে সমাজের প্রয়োজনসমূহের প্রতি সাড়া প্রদান করে এবং তার ঝর্ণাধারাসমূহের প্রতি সত্য, ন্যায়, সাম্যতা ও সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা সমুনত রাখে। ভিন্নতা ও বিশেষত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, স্বৈরাচারী সীমালংঘন থেকে বাধা প্রদান করে, বিশৃংখলা ও পারস্পরিক জুলুম থেকে রক্ষা করে। এ গুলো এমন সব ব্যধি, আফসোসের বিষয় হলেও সত্য যে, অনেক দেশ ও সমাজ এর ভুক্ত ভোগী, যা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এর দ্বারা তারা নিজেদেরকে বা অন্য কাউকেই ধোকা দেয় না এবং তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকা লোভীদের লালসা চরিত্রার্থ করাকেই সহজ ও সুগম করে দেয়।

শিক্ষাগুরু বলেন, হে বায়দাবা, জেনে রেখ অতীত কালে অনেক জাতির সমাজে তাদের সুমহান বিশ্বাস সমষ্টি থাকা সত্ত্বেও, তাদের মহ্যৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের প্রতি মহা মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়েতের বাণী অবতীর্ণ হওয়া স্বত্ত্বেও তাদের ব্যর্থতার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো তাদের আদি পৌত্তলিক ও গোষ্ঠীগত উত্তরাধিকারসমূহ। তাদের স্বৈরাচার ও সাম্রাজবাদ তাদেরকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহায়তা করে নি, যা ব্যতিত কোন নির্মাণ (দালনে) স্থায়ীত্ব লাভ করে না, কোন বৃক্ষ স্থীর থাকে না। একারণেই দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন বিকৃতি লাভ সহজ হয়ে যায় এবং উহাতে চিন্তা ধারা ও চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতি কলুষিত হয়। পরবর্তীতে তাদের জনপদ ও সভ্যতা দূর্বল ও ধ্বংসে পর্যবষিত হয় ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

॥ ৯ ॥

মানুষ গরুর চেয়েও নির্বোধ

বায়দাবা বলেন, হ্যাঁ, আমাদের সবাইকে এবিষয়গুলো জানা অবশ্য। এই গল্পটি যারা পড়বেন তারা প্রত্যেকেই জানবেন, সম্মানিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা তার কথায় ও উপদেশে সত্য ও যথার্থ বলেছেন। কোন জাতির মাঝে ন্যায়পরায়ণতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও শক্তির সমাজ গড়তে হলে এই ছয়টি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই থাকতে হবে। আদেরকে অবশ্যই তাদের সমাজ থেকে জুলুম, বিশৃঙ্খলা, সীমালঙ্ঘন ও স্বৈরচারিতা দূরিভূত করতে হবে। আমাদের এ বিষয়ে আগ্রহী হতে হবে পূর্বের যুগের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ যেন কোন ক্রমেই পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সামাজিক প্রশাসন অত্যন্ত সুন্দরভাবে গড়ার ব্যাপারে অবহেলা করা চলবে না এবং এগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও টেকসই রাখতে হবে দর্শন ও জাতির জন্য যথাযথ চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে। কারণ সমাজসমূহের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এর সাহায্য করবে তাহলো প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ। এই নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণকে অত্যন্ত উত্তমরূপে সম্পন্ন করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান। এটা শুধুমাত্র সামাজিক আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয় বরং তা সমাজের বাহ্যিক সম্পর্কসমূহের ব্যাপারেও।

হ্যাঁ, যেমন শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বলেন, সেখানে অনেক সমাজ ও জাতি আছে। তাদের রয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধানসমূহ সংরক্ষিত পান্ডুলিপিতে লিখিত অবস্থায়। তা অন্যান্যগুলো হতে সবচেয়ে মহান ও সবচেয়ে উন্নত। কিন্তু যেহেতু সেগুলোকে কাগজের উপর লিখিত অক্ষর আকারে ফেলে রাখা হয়েছে, তাই এর উপর ভিত্তি করে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ নির্মিত হয়নি অথবা সেগুলোর কোন উন্নতিও হয়নি যে, তা কোন সমাজ চলার পথে একটি সুসংগঠিত সক্রিয় শাসকে পরিণত হবে। এ কারণে সে সমস্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিধি-বিধান ও নিয়ম কানুনের ধারণাসমূহ তাদের কোনকিছুতে ব্যাপকভাবে তেমন কোন উপকারে আসে নি ঐ সমস্ত জাতির অবস্থার বিপরীতে যারা এসমস্ত সংগঠনসমূহ নির্মাণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধান ও ধারণাসমূহকে সক্রিয় করে এবং তাকে উন্নয়ন করেছে। তাদের অনেক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানের অধঃপতন সত্ত্বেও এগুলো দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছেন। তাদের সাধারণ জনগণের ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য করে শক্তির সক্রিয়তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ফলে তারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও বিস্তৃত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের সমাজসমূহের প্রশাসনের সাধারণ স্বার্থের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।

নিশ্চয় এই সমস্ত সমাজ তাদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা এবং তার সাথে এর মূল্যবোধ, ধারণা ও মূলনীতিসমূহের সাথে এর সুসম্পর্কের উদাহরণ এরূপ, কোন ব্যক্তির নিকট একটি গাড়ি আছে, এর সাথে পরিপূর্ণ যন্ত্রাংশ রয়েছে এবং তার নির্মাণ কাঠামোও খুব মজবুত ও সুন্দর। তা সেবা প্রদান থেকে পিছিয়ে থাকার মত নয় ও ভার বহনেও কোন প্রকার ত্রুটি করে না। পক্ষান্তরে ঐসমস্ত সমাজ ও জাতি যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শণ কলুষিত, তা সত্ত্বেও তাদের মূল্যবোধ, ধারণা, মহান ও মূল্যবান নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে, তা সত্ত্বেও তারা অপারগ, অকর্ম্য ও বঞ্চিত। এদের উদাহরণ হলো এরকম, কোন ব্যক্তির নিকট একটি 'মোটরযান' অথবা গাড়ী রয়েছে যা খুব ভাল প্রকৃতির একটি গাড়ী কিন্তু এর যন্ত্রাংশসমূহ খোলা ও ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় আছে এবং এগুলিকে কোন নির্মাণ কাঠানো একত্রিত করে নি। একারণে সে সমস্ত জাতি ও সমাজের মূল্যবোধ, ধারনা, নিয়ম - নীতি, বিধি-বিধান ও মূলনীতিসমূহ গাড়িটি অথবা মটরযানটির যন্ত্রাংশের মত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তা সত্ত্বেও উক্ত গাড়িটির নিজস্ব সত্তায় একটি মূল্যবান ও দামী বস্তু কিন্তু তার মালিকের জীবনে এর কোন উপকারিতা নেই ও কোন ব্যবহারও নেই। এটা তার নিকট সংরক্ষিত থাকে। সে ব্যক্তির সাথে এর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এবং এর জন্য সে গর্ব বোধ করা সত্ত্বেও তাকে কখনই ব্যবহার করে না এই গাড়িটির খুচরা যন্ত্রাংশ একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত না থাকার কারণে। যার উপকারিতা ও ব্যবহার রয়েছে এমন সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি সঠিক ও পরিপূর্ণ কাঠামোগত মূল্যবোধ, ধারণা, মূলনীতি, নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানসমূহ যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঠিক ও পরিপূরক কাঠামোর সাথে সক্রিয় কার্যকর মাধ্যমে পরিণত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোন সুফলে আসে না।

বায়দাবা বলেন, আমার নিজের কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে এবং অনুরূপভাবে শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার কাছেও আমার মত নিজেকে আশ্চর্য মনে হয়েছে । একটি জাতি মানব ঐক্যের ও তাদের অধিকারের ধারণার ওপর চলে। এর পর শেষ হয়ে যায় তাদের কলুষিত দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের কারণে। তাদের চলার পথ ও ধারণাসমূহকে সক্রিয় করতঃ তাকে একটি বাস্তব বিষয়ে রূপান্তরিত করে ও কার্যকর সামাজিক শক্তিতে পরিণত করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনকে প্রজ্জ্বলিত করার মত তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ না করার ফলে। এভাবে কেন তারা তাদের সমকক্ষ বড় বড় জাতির চেয়ে ভিন্নতর ও আলাদা একটি জাতিতে পরিণত হয়, যাদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয় দরিদ্র , মূর্খতা, অধিকার ধ্বংসের ও কুশাসনের ব্যাপারে এবং বিচ্ছৃঙ্খলা, স্বৈরচারিতা, এবং পারস্পরিক রক্তপাত, বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের ক্ষেত্রে। তাদেরকে কোন জাতিগত ঐক্যমত একাট্টা করে না তাদেরকে কোন স্বার্থের বন্ধনও আবদ্ধ করে না এবং তাদের অন্তরসমূহকে কোন দয়া-মায়া ও দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনও আবদ্ধ করে না।

আমরা ভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতিকে পাই যারা পাস্পারিক দ্বিধাবিভক্ত। যারা দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিস্বার্থের ধারণার ওপর চলে ও জাতিগত বিভেদের ধারণার ওপর পরিচালিত হয়। মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি, মানব হৃদয়কে জাতি, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে বিভেদ ও মতপার্থক্যের ওপর নির্মাণের পথে পরিচালনা করে। তারা সফলকাম হয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন স্বচ্ছ হওয়ার কারণে ও তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণের কারণে। তারা একে একবার নাম দেয় 'ফেডারেশন' ও একে গুণান্বিত করে 'ঐক্যবদ্ধ' বলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়। সে সমস্ত জাতির মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জুলুম-অত্যাচার ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যেও নয়, বরং উপার্জন, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। একারণে যুদ্ধবিগ্রহ ও পরস্পরের প্রতি আন্তর্জাতিক জুলুম-অত্যাচার হয় যা এ সমস্ত দেশের তৈরী এবং তাদের আবিষ্কৃত ও তাদের কারখানার উৎপাদিত যন্ত্রের মাধ্যমে। এটা আজ সবচেয়ে বেশী বিভৎস ও সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে অতীতের যে কোন যুগ হতে। কারণ এসমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসমস্ত জাতি ও দেশ গঠন করে, তাদের প্রকৃত ও একমাত্র লক্ষ্যহলো তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও পার্থিব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। তারা নিজেদেরকে ও তাদের দেশসমূহকে এজাতীয় যুদ্ধে জড়ানো থেকে রক্ষা করে ও এধরনের যুদ্ধে জড়াতে চায় না, কারণ এর মাঝে তাদের কোন স্বার্থ নেই। তারা এসমস্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যা তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থসমূহকে সবচেয়ে কম খরচে ও সবচেয়ে কম ক্ষতিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাদের উপার্জন ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ করে দেয়। অথচ তাদের দেশসমূহকে যুদ্ধের ইন্ধন হিসেবে গণ্য করে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের দেশসমূহ তাদের শিকার ও বলিদের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রজ্জ্বলিত করে। এটা তাদের এমন একটি বিষয় যা তাদেরকে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যয় ব্যতিত এ সমস্ত জাতির অঢেল সম্পদ লুটপাট করতে অক্ষম করে। এভাবে তারা দূর্বল ও নিপীড়িত রাষ্ট্রসমূহে হরিলুট করে থাকে খুব কম খরচে ও অত্যন্ত অল্পমূল্যে।

শুধুমাত্র ন্যায় বিচার ও পরামর্শের ধারণা এবং ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির ধারণা দ্বারা নেতৃত্ব প্রদান সম্ভব হতো যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের সুষ্ঠুতা, স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার প্রতি তারা ঝুঁকতো ও মনোযোগী হতো। তাদের এ সমস্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো যা ঐ সকল দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের হেফাজতের প্রতি আহ্বান করে। সে সমস্ত জাতি তাদের স্বর্ণালী ও শক্তিযুগে এসকল মূল্যবোধ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসের দাবি নিয়ে গর্ব করে। তারা শুধুমাত্র খন্ড-বিখন্ড দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও আদর্শবাদসমূহ বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলোভাবে বই-পুস্তকের কলেবরের মাঝে না লিখে এবং মঞ্চের বক্তৃতাসমূহে না আওড়িয়ে।

বায়দাবা বলেন, আমাদের সাথে শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার বৈঠক ও আমাদের সাথে তাঁর বিভিন্ন জাতির সার্বিক পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা এবং বিভিন্ন জাতির শক্তি একত্রিত ও সক্রিয় করতে দলবদ্ধ কর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে তার পর্যালোচনা ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এবং আমাদের সাথে তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা।

বায়দাবা বলেন, সে দিনটি ছিলো ঠান্ডা ও বৃষ্টি ভেজা। সেদিন শিক্ষাগুরু তাঁর কর্ম, উপদেশ, আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, উষ্ণ সংবর্ধনা, তারঁ নম্র-ভদ্র স্বভাব ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারার পাশাপাশি অনেক খেজুরের রস, দুধ, উষ্ণ পানীয় দ্বারা আমাদেরকে আপ্যায়ন ও মেহমানদারী করেছেন। যে বিষয়টি আমাদের হৃদয়ে নাতিশীতুষ্ণ প্রশান্তি জুগিয়েছিলো, তা'হলো শিক্ষাগুরুর সেই বিড়ালটিও আমাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনায় ও সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলো। সে আমাদের কাতারসমূহের মাঝে দিয়ে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা নিয়ে চলাফেরা করছিলো। আমরা আমাদের হাত দ্বারা তার কোমল লোমশ পিঠের ওপর আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম। শুধুমাত্র নাবিক মাসউদের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কঠোরতা ছিলো। তিনি শিক্ষাগুরুর ছায়ায় পরিণত হয়েছিলেন এবং তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতেন না। বিড়ালটি তার প্রতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করতে কোন প্রকার প্রচেষ্টা বাদ দিতো না। নাবিক মাসউদ তার কাছাকাছি হলেই এবং তার দিকে তাকালেই সে তার দাঁতগুলো বের করে এক ধমকি দিতো। মনে হতো তার শরীর থেকে একটি বিশ্রী গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় যা তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে অথবা বিড়ালটি তার সাথে ঈর্ষা করে কারণ সে সব সময় শিক্ষাগুরুর সাথে থাকে তাঁর মজলিসসমূহে তার আসা যাওয়ার সময়। অবস্থা যাই হোক না কেন আমরা যে আপ্যায়ন ও উষ্ণ সংবর্ধনা পেলাম তাতে আমরা শিক্ষাগুরুর আলোচনা শ্রবণের প্রতি আরো মনোযোগী হলাম আমাদের স্মরণকারী হৃদয় ও শ্রবণশীল কর্ণ নিয়ে।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা তাঁর আলোচনা শুরু করলেন একথা বলে, হে বায়দাবা, নিশ্চয় জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শণসমূহ সক্রিয় করতে ও তাদের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ণ করতে তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ করা বিভিন্ন জাতির নিকট সক্রিয়তা, স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘ স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা। যখন রাষ্ট্রক্ষমতা ও নেতৃত্বসমূহ পাওয়া যাবে সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ অস্বীকৃতি জানায় এমন রাষ্ট্রে তখন আমাদেরকে একথা বুঝতে হবে, সে রাষ্ট্রের চালিকা শক্তিসমূহ বিশৃঙ্খলা ও ব্যক্তিগত লালসা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে রাষ্ট্রের ও সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন স্থল দূর্বলতা দ্বিধাবিভক্তি ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ধরণ বর্তমান যুগে ঐচ্ছিক কোন বিস্ময় হিসাবে গণ্য করা হয় নি। বরং মানব সভ্যতা ও জনপদের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য হতে বর্তমান পর্যায়ে

এসে তা মূল ভিত্তিপ্রস্তরযুক্ত বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া কোন জাতি বা গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র সফলতা ও উন্নতির কল্পনা করতে পারে না।

হে বায়দাবা, মানবতাকে কখনও বিচ্ছিন্ন কোন গোত্র ও সুদূরে অবস্থিত একক কোন দেশ, হিসেবে গণ্য করা হয় নি। শক্তি, দক্ষতা ও বীরত্বসমূহকেও কখনো ব্যক্তিগত সমস্যা ও সাধারণ বীরত্ব হিসেবে দেখা হয় নি। বরং মানবতা ও তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, তার প্রযুক্তি-প্রকৌশল, তার উৎপাদন ও তার জগৎসমূহ পরিণত হয়েছে একটি প্রশস্ত জগতে। এর মাঝে রয়েছে এমন সব অস্তিত্ব, সম্পর্ক ও স্বার্থ যা একটার সাথে আরেকটা যুক্ত। মানব জীবন, তার চিন্তা-চেতনা, উৎপাদন ও মানব সভ্যতার যে স্তরসমুহে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা পরিণত হয়েছে সংযুক্ত ও জটিল পারস্পরিক ক্রিয়াযুক্ত বিষয়ে। এর ওপর একক কর্মীগণ সক্ষম নয় এবং এর দায়িত্বসমূহ পালনেও একক কর্মীগণ সক্ষম নয়। তাই তাদেরকে অবশ্যই কাঁধে কাঁধ মিলাতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে কর্ম সম্পাদনকারী দলসমূহ ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে। বিভিন্ন বিষয়ে পরদর্শী ব্যক্তিগণ যতই ভিন্ন হোক না কেন সক্ষমতা ও অবদানের ভিত্তিতে তাদেরকে একত্রিত করে দলবদ্ধভাবে কর্ম সম্পাদন করতে হবে।

হে বায়দাবা, এ যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের যুগ। এ যুগে ব্যবসা বলতে কোন একটি মহল্লায় একটি দোকান খুলে বসে থাকাকে বুঝায় না এবং সামান্য কিছু মালামাল উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে পরিবহন করে কোন গ্রামে নিয়ে যাওয়াকেও বুঝায় না। বর্তমান যুগে অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী গড়ে উঠেছে যেগুলোর বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি কোন একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সে সমস্ত কোম্পানীর ব্যবসায়ী কার্যক্রম এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।

হে বায়দাবা, বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তৃতি ও সুগভীর বিশেষত্ব (Specialisation) শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ধ্যান-ধারণার মাঝে সীমাবদ্ধ নয় এবং কোন ধর্মগুরুর উপাসনালয়ে সংরক্ষিত কিছু সংখ্যক বিভিন্ন প্রকার পুস্তকের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা বিশাল বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার ও বিজ্ঞান গবেষণাগারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে প্রতিদিন তারকারাজী ও প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল অন্যান্য প্রতিভাশালী কঠোর পরিশ্রমী সৃজনশীল হাজার হাজার কর্মী বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসমূহ আহরণ করে চলেছে। এতে তারা একে অপরকে সাহায্য করে বিশাল বিশাল স্থাপনা নির্মাণ করছে ও কঠিন কঠিন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে তাদের সৃজনশীলতা ও আবিষ্কার দ্বারা এবং বিশাল যন্ত্রপাতি তৈরী করে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, সাগরের গভীর তলদেশ ও ভূগর্ভ ভেদ করে এবং নীল আকাশের অসীম দিগন্ত চীড়ে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের পানে ছুটে চলেছে।

হে বায়দাবা, তুমি জান ও দেখ, সৃজনশীলতা ও জটিলতা দ্বারা পণ্যসমূহ উৎপাদন এমন অবস্থায় এসেছে পৌঁছেছে যা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। আর তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে সৃষ্টিজগতের সংবিধান ও নিয়ম-কানুনসমূহ সহজ করা এবং প্রকৃতির নিয়ম-নীতিসমূহ সহজ করে দেওয়ার মাধ্যমে। সম্পদসমূহ রূপান্তর ও পরিবর্তন যন্ত্রপাতিসমূহ আবিষ্কার এবং বিপুল পরিমাণে শিল্প শক্তিসমূহ উৎপাদনের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত কারখানাগুলো এমন রূপ ধারণ করেছে যে, একটি মাত্র কারখানা হাজার হাজার মানুষকে সংশ্লিষ্ট করেছে এবং অক্টোপাসের হাতসমূহের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দিকে সম্প্রসারিত ও সম্পৃক্ত হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ কর্মী।

হে বায়দাবা, তুমি ও তোমার ভাই-বোনগণ বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর যুব সমাজকে ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সতর্ক করে দাও এবং তাদেরকে সাবধান করো তারা সে যুগের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হোক, যে যুগে তারা বসবাস ও জীবন যাপন করছে। মানব সভ্যতা ও তাদের সমাজ যে স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তারা সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাক। তারা সার্বিক শক্তি ব্যয় করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান, সৃজনশীলতা, ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার যুগে প্রবেশ করুক। যেখানে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্র ও বিভিন্ন দেশের নাগরিকগণ। যেভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে দলবদ্ধ কর্ম এবং দলের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। তা'হলো বিশ্বাসগত, মানবিক, জনপদ নির্মাণ ও সভ্যতাগত দায়িত্ব। তাদের জাতির সাধারণ জনগণকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করা ও তাদের ও তাদের সুমহান উদ্দেশ্যের মাঝে জীবনর সঞ্চার করার একমাত্র পথ। যা তারা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং মানব জাতির হৃদয়ের মাঝে আলো ও রুহের জগতসমূহের অবশিষ্ট অংশ বিশেষ।

বায়দাবা বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু। ঐসমস্ত যুবক এবং ঐ সমস্ত জাতির মহৎ দায়িত্ব হলো তাদের জীবনের শৃঙ্খলায় পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম ও দলীয় আত্মার গুরুত্ব অনুধাবন করা। দরিদ্র, অসহায় ও বঞ্চিতদের উদ্ধারের জন্য তারা সাধারণ ও আদিম যুগের ব্যক্তি চিন্তাধারা থেকে উত্তরণ করে তাদের সৌর্য্য-বীর্য্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যার ওপর সৌভাগ্যবান বীর নেতৃবৃন্দের বীরত্বগাঁথা স্বপ্নসমূহ প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগে তাদের অবস্থা একেবারেই বেহাল। তারা যে যুগে বাস করছে তাদের অবস্থা সে যুগের সাথে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

হে বায়দাবা, বর্তমান যুগে বর্শা, তরবারী, ঘোড়া, রাত্রি ও মরুভূমির কোন স্থান নেই। আজকের বিশ্বে এবং এরপর অনাগত যুগে জীবন, সভ্যতা ও মানব জনপদ পরিণত হয়েছে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-শৃঙ্খলাসমূহের উৎপাদন এবং এর ফলাফলে। যা ছাড়া শক্তি অর্জন ও জনপদ নির্মানই কল্পনা করা যায় না। যা

ব্যতিত কোন কাঠামো নির্মাণ, প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্ভব নয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, গবেষণা, অধ্যয়ন, কর্মীদল গঠন, প্রসাশন ও উৎপাদ প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর তাদের সন্তানদেরকে সুন্দরভাবে লালন-পালন, উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান না করলে এ সমস্ত কর্ম উত্তমরূপে সম্পাদন না করলে সভ্যতা, সক্ষমতা, শক্তি ও সম্মানের বিশ্বে কোন ক্ষেত্র এবং বর্তমান যুগে জাতিসমূহের প্রতিযোগিতায় তাদের জন্য কোন স্থান ও কোন যায়গা অবশিষ্ট থাকবে না।

সম্মানিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, হ্যাঁ হে বায়দাবা তুমি প্রত্যেকটা দেশের যুবক, কিশোর ও বয়স্কদেরকে একথা জানিয়ে দাও। নিশ্চয় বর্তমান যুগে শক্তি, সম্মান ও সফলতা অর্জন হতে পারে প্রতিটি চিন্তা, প্রশাসন, কর্ম ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেবল পরস্পরিক সহযোগিতার উন্নতি, দলবদ্ধ কর্মের আত্মার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণের অগ্রগতির মাধ্যমে। বর্তমান বিশ্বে ও আগামী দিনের বিশ্বে দলবদ্ধ আত্মা, প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণই হচ্ছে শক্তি, সাম্য, সম্মান, সভ্যতা ও জনপদের চাবিকাঠি। তুমি তাদেরকে একথাও জানিয়ে দাও হে বায়দাবা, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নেতা, প্রত্যেক যুবক, প্রত্যেক কিশোর ও বয়স্ক মানুষকে একথা অনুধাবন করার বিকল্প কোন পথ অবশিষ্ট নেই।

হে বায়দাবা, বর্তমান যুগ ও এর পরবর্তী যুগের নায়কগণ প্রাচীন আরব বিদ্রোহী কবি আনতারার বীরত্বগাঁথা ঝড়ো হাওয়া ও দানবীর হাতেম তায়ীর বদান্যতার মৃদুমন্দ সমিরণ নন। বরং তাঁরা হলেন চিন্তাবিদ, বিজ্ঞান গবেষক, রাত্রি জাগরণকারী কর্মী। কর্মক্ষেত্র, কারখানা, খনিজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও অধ্যয়নের পাঠাগারসমূহে এবং গভীর জঙ্গলে, বিশাল বিস্তৃত মরুভূমিতে, পাহাড়ের চুড়ায়, সাগরের সুগভীর তলদেশে ও অসীম মহাশূণ্যে তাঁরা কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দেন। তাঁরা সে সমস্ত স্থানে শক্তি ও বিদ্যাসাগরের দূর্গসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন এক তলার পর আরেক তলা। এভাবে বিশাল-বিস্তৃত দিগন্তের দিকে ছুটে চলে যান বিশ্বের রহস্যসমূহ ও অস্তিত্বের নিয়ম-কানুন ও সংবিধানের শক্তি ও সক্ষমতার ওপর ভিত করে।

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি গতদিনের বৈঠকে মোরগের গল্প বলে আমাদেরকে অনেক আনন্দ দিয়েছিলেন। আজকে কি আপনি আমাকে একটু সুযোগ দেবেন জীব-জন্তুর গল্প বলে আপনাদেরকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য আমি যে বিষয়ে অধ্যয়ন করেছি এবং আমার নিজ চক্ষে যা অবলোকন করেছি তা নিয়ে। আপনি তো জীব-জানোয়ারের জীবনীর প্রতি আমার ভালোবাসা, অনুরাগ ও ঝোঁক-প্রবণতার কথা জানেন। তা এমন একটি বিষয় যা থেকে মানুষ উপদেশ ও উপমা গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হতে

পারে। এটা এমন একটি গল্প যা দলবদ্ধ আত্মার গুরুত্বের সাথে সম্পৃক্ত। গল্পটি হলো কেমন করে জংলীকুকুরের দল দূর্বল ও ছোট হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে বিশাল শক্তিধর লম্বা ও তিক্ষ্ণ বর্শার মত বিদ্ধকারী ও তলোয়ারের মত ধরালো নিয়ন্ত্রণকারী শিংযুক্ত একটি নিলগাইকে ভক্ষণ করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষাগুরু বললেন, তোমাকে সুস্বাগতম হে বায়দাবা। তখন তাঁর চেহারায় আনন্দ উচ্ছ্বাস ঝলকে উঠলো। আমার পুরো দেহটাই এবং উপস্থিত সকল শ্রবণশীল কর্ণ পশু-পাখী ও জীব-জানোয়ার সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা অধীর আগ্রহে শ্রবণের জন্য প্রস্তুত। আশ্চর্য বিষয় হলো ছোট ছোট জংলীকুকুরের দল একটি বিশাল নিলগাইকে কীভাবে খেয়ে ফেলতে সক্ষম হয়, যা কল্পনাও করা যায় না। এই কুকুরগুলো নিলগাইয়ের সামনে দাঁড়ানোর সাহস করে একথা কল্পনাও করা যায় না। বিধি যদি কুকুরের ভাগ্যে হঠাৎ মৃত্যু লিখে না রাখে তাহলে সুন্দর নিলগাইয়ের দৃষ্টি তার প্রতি এক পলক পড়া মাত্রই তার সমাধি রচনা হয়ে যাওয়ার কথা।

বায়দাবা বললেন, আপনি যর্থাথই বলেছেন হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু। এখানে কুকুরদের শক্তি ও নিলগাইয়ের শরীরের শক্তির মাঝে তুলনা করার কোন অবকাশই নেই। হে শিক্ষাগুরু, কিন্তু এখানে শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় হলো পারস্পরিক সহযোগিতা, একে অপরের কোমর মজবুত করা ও দলবদ্ধভাবে কাজের মূল্য। আমি আপনার পান্ডিত্বপূর্ণ শিক্ষায় যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছি তাহলো প্রতিষ্ঠানসমূহ, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সংঘবদ্ধ শক্তির দলবদ্ধ কাজের প্রতি এবং এ সম্পর্কিত আজকের বিশ্বে বিরাজমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, এ কথা দ্বারা তুমি তোমার গল্প শ্রবণের জন্য আমাদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিলে হে বায়দাবা। তা'হলে এবার আমদেরকে শোনাও এবং তোমার গল্পের জন্য আমাদের অপরিসীম তেষ্টা মেটাও।

বায়দাবা বললো, এই গল্পটি নয় বরং এই ঘটনাটির অকুস্থল হলো পূর্ব আফ্রিকা। হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, সেখানে অনেক বড় বড় দলবদ্ধ হয়ে নিলগাইসমূহ বাস করে। সেখানে এক স্থানে এই সুন্দর শক্তিধর বিশাল প্রাণী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ একত্রিত ও মিলিত হয় এবং বছরব্যাপী তারা সম্মিলিতভাবে হাজার হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করে। এভাবে তারা পানি, চারণভূমি ও খাদ্যের অন্বেষণে প্রতিবছর হাজর হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে।

এই প্রাণীটির যে বৈশিষ্ট্য দেখেছি তা বর্ণনা করা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য ও এর সৃষ্টির দুটি গুরুত্বপূণ দিক বর্ণনা করা।

শিক্ষাগুরু বলেন, আমাদেরকে খুলে বলো, তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি কী?

বায়দাবা বললেন, তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হলো, এই লক্ষ লক্ষ নীলগাইয়ের পালের প্রত্যেকেই এক সপ্তাহব্যাপী বেজায় ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারিতে লিপ্ত থাকে। এটা তো একটা আশ্চর্যের বিষয় কিন্তু এর মাঝে কী প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে?

শিক্ষাগুরু বললেন, কিন্তু কেন তারা প্রত্যেকে একটি মাত্র সপ্তাহ ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি করে কাটায়? এই বিষয়টি একটি আশ্চর্য জনক বিষয় বটে। তা'হলে এর মাঝে কি প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে? আমাদেরকে খুলে বলো।

বায়দাবা বললেন, তারা যদি একটি সপ্তাহ ঝগড়া-ঝাটি ও মারামারিতে লিপ্ত না হতো তা'হলো তাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যেতো এবং তারা পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যেতো।

শিক্ষাগুরু বললেন কিন্তু তা কীভাবে সংঘটিত হয় হে বায়দাবা?

বায়দাবা বলেন, নিলগাইয়ের এই বিশাল দলটি ও বিরাট পালটিকে অনেকগুলো বন্যকুকুরের পাল অনুসরণ করে যারা ছোট ছোট নীল গাইয়ের বাচ্চা ও নবজাতক বাছুরগুলোকে খেয়ে ফেলে। তাই যদি নিলগাইগুলো প্রসবের সময় এবং এর কিছু আগে বা পরের সময়গুলোতে মারামারি ও পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হতো তাহলে বন্যকুকুরের পাল একের পর এক নিলগাইয়ের সমস্ত নবজাতক বাছুরকে খেয়ে সাবাড় করে দিতো। যেহেতু সমস্ত দল এক সপ্তাহ ব্যাপী ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকে, তাই বন্যকুকুর সহজেই নীলগাইয়ের নবজাতক বাছুরগুলির একটা অংশ খেয়ে সাবাড় করে ফেলতে পারে মাত্র। কিন্তু যদি বাকীগুলো বড় হয় তা'হলে বন্যকুকুর সেগুলোকে আক্রমণ করা তো দূরের কথা, তাদের ধারেকাছে যাওয়ার মত সাহস করতো না।

শিক্ষাগুরু বিশ্বপরিব্রাজক বললেন, হে বায়দাবা, তুমি যা বলছো তা অত্যন্ত আর্শ্চযজনক একটি ব্যাপার। কিন্তু বন্যকুকুদের দল কীভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে নীলগাইয়ের নবজাতক বাছুরগুলোর কাছে আসতে সক্ষম হয়? তাদের মায়েরা কোথায় থাকে? তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের ও নবজাতক বাচুরগুলোর কী হচ্ছে, তারা কি এর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে না ও তাদেরকে রক্ষা করে না? এটা তো মাতৃত্বের মূল ফিতরাত (প্রকৃতি) ও বৈশিষ্ট্য? হে বায়দাবা, তুমি যে কথা বলছো তা সুস্থ মস্তিস্ক বিশ্বাস করতে পারে না।

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন। কারণ আপনি যা বলছেন তা সত্য। আর ছোট ছোট নিলগাইয়ের বাচ্ছাদের মায়েরা তাদের শিশুদেরকে রক্ষার জন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। কিন্তু নীল গাইয়ের শরীরে প্রচুর শক্তি থাকা স্বত্ত্বেও তাদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিই হলো ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকে হারানোর

একমাত্র কারণ। অনুরূপভাবে বন্যকুকুরদের মেধা, পারস্পররিক সহযোগিতা এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার মনমানসিকতাই হলো সৃষ্টি যে সম্পর্কে আপনি আলোচনা করলেন। এটাই হলো শক্তিশালী নির্বোধ বিশাল বিশাল নিলগাইয়ের ওপর ছোট ছোট কুকুরদের বিজয়ী হওয়ার ও তাদের ওপর কর্তৃত্ব করার একমাত্র কারণ। এর ফলে এই কুকুরের দল তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাদের মায়েদের বাহুর মধ্য থেকে ছিনিয়ে আনে।

শিক্ষাগুরু বললেন, তুমি তোমার প্রভূর নামে দ্রুত বলো হে বায়দাবা এবং আমাদেরকে এবিষয়ে জানাও এই ঘটনাটি কীভাবে সংঘটিত হয়? কারণ তুমি যা বলছো তা আমরা বিশ্বাস করতে অথবা বুঝতে পারছি না।

বায়দাবা বললেন, রহস্য হলো হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, বন্যকুকুরের দল মা' নিলগাইয়ের কাছে এককভাবে আসে না। যদি কোন বন্য কুকুর এককভাবে মা' নিলগাইয়ের নিকটবর্তী হতো তাহলে সে কখনও ছোট বাচ্চার কাছেও পৌঁছাতে পারতো না। আর অনেক সময়ই মা' নিলগাইয়ের শিংয়ের আঘাতে তার পরিণতি হতো মৃত্যু।

শিক্ষাগুরু বললেন, তা'হলে বন্যকুকুরের দল কীভাবে মা' নিলগাই ও তার নব জাতকের কাছে পৌঁছে?

বায়দাবা বললেন, বন্যকুকুরের পাল নিলগাইয়ের বাচ্চাগুলির মধ্য হতে যে বাচ্চাটিকে খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাকে ঘিরে তারা তিন কুকুর বিশিষ্ট একটি দল গঠন করে। এরপর অভীষ্ট নীলগাইকে তার বাচুরসহ ঘিরে ফেলে তিনজন তিন দিক থেকে। এদের মধ্য হতে একজন বাছুরটির দিকে এগোতে থাকে। তারপর মা' নিলগাইটি তার সমস্ত শক্তি ও কঠোরতা দ্বারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ধাওয়া করে তার শিং কুকুরটির দিকে তাক করে মারার জন্য। এরপর কুকুরটি পিছে যায় আর নিলগাইটি ও তাকে পিছু ধাওয়া করতে থাকে। এরপরও তার পেছনে দৌড়াতেই থাকে। এমতাবস্থায় তার পেছন থেকে আরেকটি কুকুর ধেয়ে আসে ছোট বাচ্চাটির দিকে। এরপর মা' নিলগাইটি ঐ কুকুরকে ছেড়ে দেয় যাকে সে ধাওয়া করছিলো অন্য কুকুরটিকে আক্রমণ করার জন্য যে তার বাচ্চাকে আক্রমণ করতে উদ্ধত হয়েছে। তারপর মা' নিলগাইটি তাকে অনুসরণ করে। এরপর তৃতীয় কুকুরটি ছোট বাচ্চাটি দিখে ধেয়ে আসে এবং মা নিলগাইটি নতুন করে আক্রমণকারী কুকুরের পেছনে দৌড়াতে থাকে তার শিশুকে রক্ষা করার জন্যে, তাকে পিছু হটিয়ে দেয়ার জন্য। এরপর সেও পালিয়ে যায়। এভাবে বারংবার আক্রমণ ও পলায়নের পালা চলতে থাকে। একদিক থেকে মা' অন্য দিকে থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট কুকুরের দলের মাঝে। এরপর মা' নিলগাইটি ক্লান্তিতে এমনভাবে অবশ হয়ে পড়ে যে, সে আর দৌড়াতে ও তার ছোট শিশুকে

প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হয় না। তখন বন্য কুকুরের দল ছোট বাছুরটিকে ছোঁ মেরে তার মায়ের দু চোখের সামনে থেকে তাকে সহজ সুস্বাদু শিকার হিসেবে নিয়ে যায়। আর মা নীলগাইটি তার ছোট্ট বাছুরটির দিকে তাকিয়ে থেকে দেখে যে কুকুরগুলো তার বাচ্চাটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও খেয়ে ফেলছে। অথচ সে তাদের কোন প্রকার প্রতিবোধ ও বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

বায়দাবা বললেন, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে বিষয়টি সংঘটিত হয় হে আমার সম্মানিত শিক্ষাগুরু? নিলগাইয়ের শরীরে প্রচুর শক্তি ও সামর্থ এবং তার বর্শার মত তিক্ষ্ণ বা ভেদকারী ধারালো তরবারির মত শিং থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বন্যকুকুরের দল নিলগাইয়ের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে?

বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরু বললেন, কিন্তু অন্যান্য নিলগাইয়েরা তখন কোথায় থাকে? কেন তারা মা' নিলগাইটিকে রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে না? কুকুরগুলো কি দল থেকে বিচ্ছিন্ন একটি মা' নিলগাইকে বেছে নেয় হে বায়দাবা?

বায়দাবা বললেন, না, হে আমার মহোদয় সম্মানিত শিক্ষাগুরু। সমস্ত নীলগাই একটি পালবদ্ধ হয়ে থাকে। মা নিলগাইটিকে ও তার বাচ্চাটিকে যখন কুকুরের দল আক্রমণ করে তখন তারা অন্যান্য নিলগাই থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে থাকে না, বরং তারা অন্যান্যদের দৃষ্টির আওতায় ও চোখের সামনেই থাকে। একদিক থেকে তারা মা নিলগাই ও তার ছোট বাছুরটির মাঝে এবং অন্যদিক থেকে বন্যকুকুদের দলের মাঝে লড়াই পর্যবেক্ষণ করে। তাদের সুন্দর প্রশস্ত পটলচেরা স্থিত চোখে তাকিয়ে দেখে অন্য কারও প্রতি না তাকিয়ে ও তাদের ছোখের পলক না ফেলে বা তার সাহায্যের জন্য কোন নীরব নিলগাইকে উৎসাহিত না করে। এটাই হলো শিক্ষনীয় বিষয় হে আমার মহোদয় শিক্ষাগুরু। যদি অন্য আরেকটি গাভী অথবা অন্য আরেকটি সাঁড় আক্রান্ত মাকে সাহায্যে করার জন্য এগিয়ে আসতো, তাহলে বন্যকুকুরগুলোর পক্ষে একেবারেই সম্ভব হতো না ঐ ছোট্ট বাছুরটির ধারেকাছে আসা, তাকে শিকার করে খেয়ে ফেলা তো দূরের কথা।

হে আমার শিক্ষাগুরু, এটা হলো শিক্ষনীয় বিষয় এবং এটা হলো উপদেশের বিষয়। কারণ নিলগাইগুলো তাদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর কারণে একে অপরকে সাহায্য করে না। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাচ্চার প্রতিরোধ করে এককভাবে এবং একে অন্যদের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে অন্য জনের কী হচ্ছে তাও তারা। খেয়াল করে না, তারা শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এভাবে তারা এক সময় হিংস্র কুকুরের শিকারে পরিণত হয় এবং তখনই সে তার শত্রুদের হাতে পড়ে পরাস্ত হয় ও তার জন্য সহজ ভক্ষণযোগ্য লোকমায় পরিণত হয়। সে উক্ত ভূমিকায় সাহায্য করার জন্য কোন সাহায্যকারী পায় না ও কোন রক্ষাকারীও তার

থাকে না যে কষ্টে ও কঠিন সময় তার পাশে এসে দাঁড়াবে। অবশেষে তারা সবাই আপসোস করে, যখন আফসোস কোন উপকারে আসে না।

এটাই হলো শিক্ষা এবং এটাই হলো উপদেশ ও উপমা হে আমার মাননীয় শিক্ষাগুরু। এটা আমাদেরকে স্পষ্টকরে বুঝিয়ে দেয় কীভাবে বিজয়ী হতে হয় এমন কি একজন ভীরু ও দুর্বল হয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী কোন ব্যক্তির উপর পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মর্ম অনুধাবনের মাধ্যমে ও দলীয় আত্মা ও শক্তির অর্থ অনুধাবনের ফলে। কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এমন কি নিলগাইয়ের মত শক্তিধর ও সামর্থবান একটি প্রাণীর উপর। সে বিশাল শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও এবং তার শিং, ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও তার কোন উপকারে আসে না প্রকৃতপক্ষে তারচেয়ে অনেক দূর্বল একটি প্রাণীকে প্রতিরোধ করতে। কারণ সে বুঝতে পারে না পারস্পরিক সহযোগিতার অর্থ এবং দলবদ্ধ কর্মের মর্ম। আমরা বুঝতে পারলাম কীভাবে আমরা আমাদের শক্তিকে কাজে লাগাবো এবং আমাদের সামর্থ দ্বারা কীভাবে উপকার লাভ করবো।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, এখন আমি তোমার কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি তুমি কী বলতে চেয়েছো। কীভাবে শক্তি দূর্বলতায় পর্যবসিত হয় এবং কেমন করে দূর্বলতা রূপ নেয় শক্তিতে। যখন আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার অর্থ বুঝতে পারবো, প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ বুঝতে পারবো, দলবদ্ধভাবে কাজ করার মর্ম অনুধাবন করতে পারো, তখন আমরা একথাও বুঝতে সক্ষম হবো কীভাবে আমরা আমাদের শক্তিসমূহকে কাজে লাগাবো এবং কীভাবে আমরা আমাদের সামর্থসমূহ দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার করতে পারবো।

বায়দাবা বললেন, হে শিক্ষাগুরু, আমি বুঝি কীভাবে এরকম বোকামী ও এধরণের নির্বুদ্ধিতায় পতিত নিলগাই নামক প্রাণী। কিন্তু মানব সন্তানদের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী কীভাবে এই জাতীয় নির্বোধ ও বোকামী আচরণে পতিত হয় তা আমি অনুধাবন করতে পারি না ও বুঝতে সক্ষম হই না। এরপর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে এবং তাদের শত্রুদেরকে নিজেদের বিরুদ্ধে আহ্বান করে। এভাবে একজনের পর আরেক জন এককভাবে শত্রুর শিকারে পরিণত হয়। এসত্ত্বেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম শতাব্দির পর শতাব্দি তারা তাদের এই অসাবধানতা, বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার উপরই চলতে থাকে। এমন কি তাদের সকলেই একজনের পর আরেকজন নিজেদের বোকামী ও আহমকীর কারণে তাদের পায়ের নিচের মাটি ধ্বসে যাওয়ার পথে অপমান, লাঞ্চনা ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, হ্যাঁ বায়দাবা, বিশৃঙ্খলা ও লালসা, বিশেষ পার্থিব স্বার্থ, কলুষিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তাধারার বিকৃতি থেকে, মন্দ শিক্ষা-দীক্ষা থেকে উদ্ভূত হঠাৎ ও

আকস্মিক চড়াও হওয়া দৃষ্টি ও হৃদয়সমূহকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে এবং মানুষকে নিলগাইয়ের চেয়েও নির্বোধ করে ফেলে।

হে বায়দাবা, তুমি তোমার প্রখ্যাত পুস্তক 'কালীলাহ্ ওয়া দিমনাহ্য়' (দূর্বল ও ধ্বংসাবশেষ) -এ যথার্থই বলেছো। তুমি উক্ত পুস্তকে একটি বিশেষ মূল্যবান কথা লিখেছো যা একটি উদাহরণে পরিণত হয়েছে, "আমি সে দিন খেয়েছি যে দিন আমার সাদা সাঁড়টি খেয়েছে"।

এ পর্যায়ে এসে শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা তার চারপাশে যারা আছেন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকা সত্ত্বেও সবাই ছিলো শ্রবণে অত্যন্ত মনোযোগী যেন কোন ক্লান্তি তাদেরকে স্পর্শ করে। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আজকে আমরা যে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম তা এখন যথেষ্ট হয়েছে। বাকী যে আলোচনা রয়েছে আল্লাহ্ পাকে ইচ্ছায় তা আগামী কালের মজলিশে শেষ করতে পারবো।

বায়দাবা বললেন, প্রস্তান করার পূর্বে সম্মানিত শিক্ষাগুরুকে আমি প্রশ্ন করলাম, এমন গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু আছে কি না যা তিনি আমাদেরকে বলবেন আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে এবং আল্লাহ পাকের সুবিস্তৃত পৃথিবীর বুকে তাঁর ভ্রমণকারী কাফেলা যাত্রার পূর্বেই।

সম্মানিত শিক্ষাগুরু বললেন, হ্যাঁ, এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে বিশেষভাবে আলোকপাত করতে চাই। আগামীকাল আমার যাত্রার পূর্বে এ সম্পর্কে তোমাকে ও তোমার ভাই-বোনদেরকে আবারও বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবেন হে বিজ্ঞ দার্শনিক। আর এ কথা দুটি বলেই আমি তোমাদের প্রতি আমার আলোচনা আজকের মত সমাপ্ত করতে চাই যদি আর কোন বিষয় বা আরও অনেক বিষয় তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না হয়, আমার প্রস্থানের পূর্বেই এবং আমার নিজ জন্মভূমি অথবা কোন বিদেশী ভূমির উদ্দেশ্যে আমার জাহাজের পাল তোলার পূর্বেই।

যখন ভক্তগণ শিক্ষাগুরুর মজলিস ছেড়ে প্রস্থান করতে শুরু করলো তখন দার্শণিক বায়দাবা তার পাশে বসে থাকলেন। বায়দাবা তাঁকে বললেন, আপনার মঙ্গল হোক হে শিক্ষাগুরু। আমি আপনার চক্ষুদ্বয়ে অস্বস্তির তার ছাপ দেখতে পাচ্ছি। গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয়া সত্ত্বেও সম্ভবত অশুভ অতিথি আপনার ঘরে নতুন করে গতকাল আবার এসেছিলো?

শিক্ষাগুরু বললেন, হ্যাঁ বায়দাবা। আমাকে এ বিষয়টি উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করেছে। কীভাবে এই অতিথি আমার ঘরে পৌঁছালো অথচ গোয়েন্দারা তাকে সন্দেহ করলো না। অনুরূপভাবে আমি একথাও জানতে পারছি না কী কারণেই বা এই অতিথি এ কাজটি করছে। তার আগমনের উদ্দেশ্য ও আমার ঘরে বারবার অন্বেষণের রহস্য আমি উদঘাটন করতে পারছি না। যখনই আমি ও আমার সঙ্গী-সাথীগণ ঘর থেকে বেরিয়ে আসি সে যেন

আমার চলা-ফেরা ও গতিবিধি অনুসরণ করছে। সে আমার অভ্যাস ও নিয়মগুলো জানে এবং আমার ঘরের প্রবেশ ও বহির্গমন পথও সে খুব ভালো করেই জানে।

বায়দাবা বললেন, আমি চাই আপনি আগামি দিনগুলোতে যখনই বের হওয়ার জন্য মনস্থ করবেন আমাকে বিষয়টি খুব ভালোভাবে অবগত করবেন যেন পাহারা ও পর্যবেক্ষণ আরও জোরদার করতে পারি। যারা আপনার ঘরে আগমন করে তাদের প্রত্যেককেই যেন অবলোকন করতে পারি সে যেই হোক না কেন। তাহলে আমরা এই উদ্বিগ্নকারী শয়তানটিকে হাতেনাতে ধরতে পারবো অপরাধের সাথে যে এই কাজগুলো করছে। তাহলে আমরা এ বিষয়েও নিশ্চিত ও নিরাপদ হতে পারবো আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আপনার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

এরপর বায়দাবাও প্রস্থান করলেন মহল্লার নিরাপত্তায় নিয়োজিত দায়িত্বশীলকে একথা বলার জন্য, শিক্ষাগুরুর বাড়ীতে অদৃশ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী আরও জোরদার করার জন্য। যারা ঘরের চতুর্পার্শ্বে ঘোরাফেরা ও চলাচল করে তাদের প্রত্যেককে পর্যবেক্ষণ করবে সে যেই হোক না কেন এবং যাই হোক না কেন।

॥ ১০ ॥

আহমক ভেড়া কসাইয়ের হাত থেকে ঘাস অন্বেষণ করে

পরের দিন খুব ভোরে বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা এবং তার ভাইয়েরা প্রস্তুত হলেন বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার আসরে যাওয়ার জন্যে। তারা সবাই এসে শিক্ষাগুরুর চারিদিকে ঘিরে বসলেন। বায়দাবাই প্রথম একথা বললেন। প্রশ্ন করলেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি গতদিন আমাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন আজ আপনি দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। সে বিষয় দুটি কী হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু?

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, বিষয় দুটি সম্পর্কে আলোচনা শ্রবনের জন্য তোমাদেরকে সুস্বাগতম। হে বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা, এর মধ্য হতে প্রথমটি এমন একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা যা সার্বিক পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ অনুধাবনে পৃথিবীর বুকে মানব অস্তিত্ব এবং মানব জীবনের মর্ম অনুধাবন করার জন্য সহায়ক হবে। কারণ সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা হচ্ছে সবচেয়ে বিপদ জনক একটি বিষয় এবং আজ অনেক জাতিই যার মোকাবেলা করছে। তাই সর্ব প্রকার পন্থায় এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

হে বায়দাবা, এ বিষয়টির মূল কথা হলো জাতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতাসমূহ দু ভাগে বিভক্ত। আমাদের মুক্তি ও সফলতা অর্জনের জন্য এর উভয় প্রকারই জানা আবশ্যক এবং এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করাও আমাদের কর্তব্য। তাহলে এই পার্থিব জগতে আমরা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবো। সভ্যতা ও সংস্কৃতিসমূহের প্রথমটি হলো সার্বিক আলোকময় আত্মিক প্রকার। এটা এর অস্তিত্বের প্রতি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে। এর মাধ্যমেই অনুধাবন করা যায় মানব অস্তিত্বের অর্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাহতে পৃথিবীতে উত্তম নির্মাতা জনপদের অস্তিত্বের সৃষ্টি করা হয় ন্যায়পরায়নতা, দয়া, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও শান্তিকে আবশ্যক হিসেবে গ্রহণ করে এবং জুলুম, জবরদস্তি ও সীমালংঘন হতে দূরে থেকে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতিসমূহের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো রুগ্ন ও ফ্যাকাশে অন্তঃকরণযুক্ত ও বিকৃত ইচ্ছা শক্তিযুক্ত পাষবিক কর্দমাক্ত পার্থিব অস্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি। এটা কোন কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, কোন কিছু অনুধাবন করে না এবং কোন কিছুর প্রতি সাড়া প্রদানও করে না শুধুমাত্র তার অনুভূতির ঝোঁক প্রবনতা, ও প্রবৃত্তি ব্যতিত। প্রকৃতপক্ষে সে তার জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না ও চেনে না। তার কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্থ নেই শুধুমাত্র প্রবৃত্তি ও অনুভূতিশীল আনন্দ উপভোগ ব্যতিত। এটাকে বলা যায় হিংস্র প্রাণীসমূহের ন্যায় একটি প্রকার। এ সম্পর্কে মিথ্য কথা থেকে অনেকটা দূরে থেকে বালা যায়, সে কিছুই

জানে না শুধুমাত্র বন-জঙ্গলের আইন-কানুন (জোর যার মুল্লুক তার), সীমালঙ্ঘন, অন্যদেরকে শিকার করো খাওয়া ও জুলুম নির্যাতন ব্যতিত। এ নিয়ম-কানুন 'শক্তির রাজনীতি', 'বাস্তব বিষয়ের রাজনীতি' এবং জাতীয় স্বার্থসমূহের প্রতি আহ্বান করে।

এই পারস্পরিক বিরোধিতাই দ্বৈত আত্মা (নদর্মা) মাটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সেটা ভাল ও মন্দ এদুয়ের প্রতিনিধিত্ব ও প্রতিবিম্বিত করে। অনুরূপভাবে হক্ব ও বাতেল (ন্যায় ও অন্যায়) দ্বৈত, ন্যায় ও জুলুম দ্বৈত, নুর (আলো) ও জুলমাত (অন্ধকার) দ্বৈতসমূহকে প্রতিবিম্বিত কারে ও এগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। শেষ পরিণতিতে এসে তা আলো ও রূহের (আত্মার) নিয়ম-কানুন দ্বৈতের প্রতিনিধিত্ব করে ও তাকে প্রতিবিম্বিত করে থাকে "শক্তি সত্যের অনুকূলে"র ভিত্তিতে এবং নদর্মা আর জঙ্গলের আইন হলো, "সত্য শক্তির অনুকূলে"।

জঙ্গলের আইন-কানুন হলো "হক্ব শক্তির অনুকূলে"। এই সংবিধানই ঐ সমস্ত সমাজ ও জাতিসমূহের মাঝে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে ও তারা এযুগে এর প্রতিনিধিত্ব করছে হে বায়দাবা। যেখানে জাতি, গোত্র ও বর্ণতন্ত্র রয়েছে সেখানে শক্তি, আগ্রাসন, নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন জাতির ওপর সীমালঙ্ঘনের রাজনীতি, লুটপাটের লালসা ও সাম্রাজ্যবাদের জুলুম অত্যাচারও রয়েছে। অনেক জাতির ক্ষেত্রেই এবিষয়ে রয়েছে দু পাল্লায় মাপার নীতি, বৈসম্য, অস্তিত্বহীনতা, বিলীন হওয়া, ও চারিত্রিক ধ্বংস।

একারণেই প্রত্যেকটি জাতি ও সভ্যতার সন্তানদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য সময় শেষ হওয়ার পূর্বে ভুল আচরনসমূহের উপর অবিচল হওয়া এবং খারাপ চর্চাসমূহ আরম্ভ করার পূর্বেই এ বিষয় সম্পর্কে জানা, এর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এদৃষ্টিভঙ্গি দ্বয়ের মধ্য হতে কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এবং এই আইন-কানুন দুয়ের মধ্য হতে কোন আইন-কানুনের প্রতি তারা সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছে।

এ রাস্তাদ্বয়ের মধ্য হতে কোনটিকে তারা তাদের সাক্ষাৎ, তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া, তাদের প্রতিযোগিতা এবং তাদের ব্যতিত অন্যান্যদের সাথে শন্তিপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের পারস্পরিক অনুপ্রেরণা প্রদান অব্যহত রাখার জন্য বেছে নেবে।

হে বায়দাব, যে ব্যক্তি নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানলো এবং নিজের গতি সর্ম্পকে জানলো তার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে গেলো। সে তখন তা অনুসন্ধান ও বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে। পক্ষান্তরে যার দৃষ্টিভঙ্গি মেঘাচ্ছন হয়ে থাকলো, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানলো না এবং সে এই রাস্তাদ্বয়ের মধ্য হতে কোনটির দিকে ধাবিত হবে তাও সে জানলো না। সে কোন দিকের প্রতি অগ্রসর হবে, সে কোন পথের উপর দিয়ে চলবে এবং কোন স্থানে এসে সে থামবে? এর ফলে সে নিজেকে দেখবে তার আকঙ্খা

ধ্বংস হয়ে গেছে, দৃঢ়প্রত্যয় দূর্বল হয়ে গেছে, তারঅন্বেষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তার জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে এক কোণায় পড়ে থাকার ফলে। সে কাফেলার মাঝেও নেই আবার সে সৈন্য দলের মাঝও নেই।

হে বায়দাবা, একারণেই আমরা অনেক জাতিকে পাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃতি লাভ করার পর তাদের উচ্চ অবস্থান থেকে নিচে নেমে এসেছে, তাদের নির্মাণ ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের উচ্চাভিলাস নিষ্প্রোভ হয়ে গেছে। অতপর তাদের দূরদৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছে, তাদের পদ্ধতি কলুষিত হয়ে গেছে, তাদের বিবেক-বুদ্ধি ইন্দ্রজাল ও কুসংস্কার ছেয়ে গেছে, তাদের হৃদয়ে নির্বুদ্ধিতা, ভীতি, কাপুরুষত্ব স্থান করে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনের কোন তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ তারা খুঁজে পায় নি, তাদের অস্তিত্বের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তারা অনুসন্ধান করে পারে নি। ফলে তাদের সন্তানদের উচ্চাভিলাস ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের অন্বেষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়েছে, তাদের জনপদ ও বসতি ধ্বসে পড়েছে এবং তারা তাদের লিপ্সুদের শিকারে পরিণত হয়েছে।

একারণেই জাতিসমূহের চিন্তাশীল, রায় প্রদানকারী পরামর্শ সভার সাদস্য ও সংস্কারবাদীদের ওপর সর্ব প্রথম সে বিষয়টি পালন করা কর্তব্য তাহলো তাদের জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করার উপর কাজ করা। মানুষ তাদের জীবনসমূহকে কঠোর পরিশ্রমের দিকে নিয়ে যায়, কোন কিছুর অন্বেষণে সর্ব প্রচেষ্টা ব্যয় করে এবং তাদের জনপদের সভ্যতায় নতুন কিছু সৃষ্টি করে। এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে জীবনের অর্থ এবং প্রজন্মসমূহের অস্তিত্ব ও পরম্পরার মূল লক্ষ্য। সেখান একমাত্র পরিবর্তণশীল হলো সভ্যতা, সৃজনশীলতা ও জনপদের উন্নয়ন ও উন্নতি। এভাবেই আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, একারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা এভাবেই কর্ম সম্পাদন করুক, এটাই তিনি চেয়েছেন।

হে বায়দাবা, আমাকে তোমাদের কর্নকুহরে এবং তোমার ভই-বোনদের কর্নকুহরে একথা আবারও পৌঁছায়ে দেয়ার সুযোগ দাও। যে বিষয়ের আভিজ্ঞতা আমি কাল পরিক্রমায় অর্জন করেছি। তাহলো হে বায়দাবা, দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট না হওয়া ব্যতিত কোন কর্ম ও কোন অম্বেষণ সম্ভব নয়। কোন কিছুর প্রচেষ্টার প্রতি তাদের ধৈর্য্যও সেখানে থাকবে না। কোন স্থান অর্জন করা সম্ভব নয়, কোন ফল আহরণ করাও যাবে না, কোন নব আবিস্কার ও সৃজনশীলতা সেখানে থাকবে না এবং নতুন কোন জনপদও সেখানে গড়ে উঠবে না।

বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা, নিশ্চয় দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্বেষণের বিষয়ে জাতিসমূহের উদাহরণ আক্রেমনকারী শিকারী বাঘের ন্যায়। সে অলসতা ও ক্লান্তিতে ধীর ধীরে পথ চলতে থাকে। সে এ কথা জানে না কোন দিক লক্ষ্য করে চলছে এবং কোথায়ই বা যাবে। এরপর যখন

সে কোন হরিণ দেখে তখন তা ধরার জন্য ঝড়ো হাওয়ার বেগে আক্রমণ করে। তার উদহরণ একটি শেয়ালের মত যে পথহারা কোন পথিকের মত বনে-জঙ্গলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায়। যখন সে কোন খরগোস দেখে তখন তাকে ধরার জন্য জমিনকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে সর্বশক্তি ও সর্ব কৌশল ব্যায় করে বাতাসের বেগে ছুটে যায়। এতে সে কোন ক্লান্তি, শ্রান্তি বা অবসাদ বোধ করে না। পক্ষান্তরে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তির উদাহরণ হলে একটি বুদ্ধিমান বানরের মত যে ঝড়ের বেগে চলাফেরা করে উচ্চাভিলাসী ও প্রানবন্ততা নিয়ে। যখন তার চক্ষুদ্বয় গাছের ওপর কোন ফলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কারে সর্ব প্রকার দক্ষ্যতার সাথে আলতো পদক্ষেপে ও সূক্ষ্মভাবে গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় আহরণ করে ফলটি পেড়ে আনে।

হে বায়দাবা, আমি বরং তোমাকে প্রশ্ন করছি তুমি যখন অলস ও নির্বোধ অবস্থায় থাকো তোমার কাছে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না, তোমার কোন লক্ষ্যও নেই যাকে তুমি অন্বেষণ করবে, তখন কি তুমি নিজকে দেখতে পাবে তুমি কিছু একটা করছো? নাকি আলসভাবে ও নিস্তেজভাবে জীবন যাবপ করতে থাকবে? তুমি কোন প্রচেষ্টা ব্যায় করবে না এবং কোন প্রয়োজনও তুমি অন্বেষণ করবে না? *

হে বিজ্ঞ দার্শণিক, যখন তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে তখন তোমার অবস্থা বিপরীত রূপ ধারণ করবে। তুমি তোমার লক্ষ্য অন্বেষণ করবে এবং তোমার প্রয়োজন থাকবে যা তুমি প্রত্যাশা করো। তখন তুমি চিন্তা করবে, পারিকল্পনা করবে, প্রচেষ্টা ব্যায় করবে এবং তোমার বিষয়াদিকে তটস্থ ও নিয়ন্ত্রণ করবে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে ও তোমার প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্যে। বরং হে দার্শনিক বায়াদাবা, আমি তোমাকে তোমার ছোট শিশুর প্রতি অবলোকন করতে বলবো। যখন সে কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভোব করে অথবা কোন কিছু দেখে যা তার কাছে ভালোলাগে তখন সে কি করে? যে কোনভাবে সে তা পেতে চায়। এখন তুমি তার এই অবস্থাটি ঐ আস্থার সাথে তুলনা করো যখন তার কোন লক্ষ্য থাকবে না এবং যখন সে জানবে না সে কোন জিনিসের প্রতি আগ্রহী, কী সে পেতে চায়, কোন জিনিষ সে অর্জন করতে চায়। হে বায়দাবা, এটা হলো বিশ্বজগতের নিয়ম-নীতিরসমূহের মধ্য হতে একটি নিয়ম। আর নিশ্চয় যে এই নিয়ম-নীতির প্রতি বেখেয়াল থাকবে তাকে খুব চড়া মূল্য দিতে হবে।

হে দার্শনিক বায়দাবা, যে সমস্ত ব্যক্তি ও জাতির কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই, কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই এবং যাদের সঠিক যুক্তিসংগত চিন্তাধারা নেই এটাই হলো তাদের অবস্থা । তাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ যন্ত্রাংশ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকা উন্নতমানের ও মূল্যবান মটর যান বা গাড়ীর মত যার কোন উপকারিতা ও ব্যবহার নেই। তাদের মাঝে কোন প্রকার

অনুপ্রেরণা নেই, তাদের মাঝে জনপদ নির্মাণ ও সৃজনশীলতার কোন শক্তি ও সামর্থও নেই। হে বায়দাবা, কিন্তু সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে এবং জনপদ নির্মাণ ও সৃজনশীলতার বিষয়ে এসমস্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যাবর্তন স্থল আত্মা (রূহ) ও প্রত্যাবর্তনের মাপকাঠিতে তাদের মাঝে কোন প্রকার অনুপ্রেরণা নেই তাদের মাঝে জনপদ নির্মাণ এবং সৃজনশীলতারও কোন শক্তি ও সামর্থ নেই। এটাই হলো ঐ সমস্ত জাতির বৈশিষ্ট্য।

এটা হলো সত্য ও সঠিক মাপকাঠির অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ, যার কারণে ব্যক্তিগণ ও জাতিসমূহ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে এবং জনপদ ও আবাদী নির্মাণ করে এই পৃথিবীর বুকে তার জন্য নিরূপিত স্থানে ও তাদের জীবনে সৃষ্টি করে। সেটা কি সত্য ও ন্যায়ের পথে, নাকি জুলুম ও জবরদস্তির পথে? তা কি মঙ্গল ও সংস্কারের পথে, নাকি অনিষ্ট ও বিচ্ছৃঙ্খলার পথে?

হে দার্শণিক বায়দাবা, হ্যাঁ জীবন ও অস্তিত্বের মাপকঠিতে সে বিষয়টি প্রত্যেকটি বিবেকবান ব্যক্তির অন্তর থেকে দূরীভূত করা কর্তব্য জীবনের অর্থ ও মর্ম এবং লক্ষ্য ও উদেশের দাড়িপাল্লায় তা মাপা দরকার ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। এরপর সে অনুশোচনা করবে কিন্তু সে সময় অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। সে মাপকাঠি তার জন্য নির্ধারিণ করবে সে তার জীবনে, জীবজগতে ও অস্তিত্বে কোন লক্ষ্যের দিকে জাতি, প্রজন্ম ও সভ্যতাসমূহের প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাসমূহকে ধাবিত করবে। সেটা কি সত্য ও ন্যায় এবং মঙ্গল ও শান্তির বিজয়, না কি তা জবরদস্তি, জুলুম, অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের প্রাধান্য লাভ? এটাই হলো সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি, জ্ঞান ও শক্তির আমানত পালনের মাপকাঠি অথবা আমানতের অপব্যবহার, অনিষ্ঠ, জুলুম, জুলুমবাজদের এবং নর্দমাক্তদের মাপকাঠি। এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাই হলো অস্তিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নির্বাচনের দ্বিমূখীতার অর্থ এবং জীবনের উপসংহারে এটাই হলো গন্তব্য ও প্রত্যাবর্তন স্থলের সঠিক অর্থ।

যখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়, তখন তার সাথে সাথে দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট হয়ে উঠে। হে দার্শণিক বায়দাবা, যেই হোক না কেন জাতিসমূহ জানুক তারা কি করছে। তারা একথা জানুক তারা কী করছে এবং কী সৃষ্টি করছে। তাহলে তারা যে কাজ করার অচিরেই তারা সে কাজ করবে, যা বর্জণ করার তা তারা আচিরেই বর্জন করবে । কিন্তু তা করতে হবে কঠোর পরিশ্রম, শক্তি ও সৃজনশীল মোধা কাজে লাগিয়ে। এ বিষয়ে তারা সফল ও কৃতকার্য্য হবে যদি তারা সেটা উত্তম পন্থায় করে, অনিষ্ট ও অমঙ্গলের পথে এবং ক্ষতিকর শেষ পরিণতিতে নয়।

বায়াদাবা বলনে, হ্যাঁ সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আমি এ ধারণা পোষণ করি না যে, আমাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন এবং আপনি যে বিষয় সম্পর্কে আমাদের সাথে আলোচনা করলেন তা দ্বারা আপনি আমাদেরকে আমাদের অন্বেষণের প্রতি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন নি। আমি এখন অনুধাবন করতে পেরেছি কেন বিভিন্ন জাতি আজও পিছিয়ে আছে এবং তাদের অনেকের প্রচেষ্টাসমূহ কেন ব্যর্থ্যতায় পর্যবসিত হচ্ছে। কেন তারা তাদের পতন থেকে উত্থানের পথে এবং গন্তব্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ হলো তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং তাদের পদ্ধতি বিকৃত ও কলুষিত হয়েছে। তাদের চিন্তা-চেতনা পশ্চাৎপদ লাভ করেছে এবং তাদের অন্তঃকরণসমূহ অধপতনে নিমজ্জিত হয়েছে। যে বিষয়ে অর্জনের ব্যাপারে তারা কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব হারিয়ে ফেলেছে, তাদের সৃজনশীলতার শক্তিকে ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে অবমাননা, দারিদ্র্য ও ধ্বংসের উত্তরাধিকারী বানিয়েছে তাহলো এ পর্যায়ে এসে তারা গল্প বর্ণনা, অন্ধ ইন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠান পালন ছাড়া আর কোন কিছু উত্তমরূপে সম্পাদন করতে পারে নি। ফলে তাদের অবস্থা তাদের রীতি-নীতির অজ্ঞতা এবং তাদের ইন্দ্রজালিক চয়নের মাঝে ডুবে থাকে। ঐ সময় তাদের অবস্থা এইরূপ হয় যে, তাদেরকে কোন কিছু পেয়ে বসলে তারা তাদের অজ্ঞতা বসতঃ সেটাকে উপকারী হিসেবে ধারণা করে এর অবস্থা পর্যালোচনা না করে এবং তা যে ব্যক্তি বর্ণনা করে তার অবস্থাও খতিয়ে না দেখে। তাদের অবস্থা হলো সে ব্যক্তির মত যে তার ঘাড়ের মোটা রগসমূহে (Jugular Veins) অক্সিজেন গ্রহণ করলো তার নাক ও ফুসফুস দ্বারা গ্রহণ করার পরিবর্তে। এভাবে অক্সিজেন গ্রহণ করাই তার ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

॥ ১১ ॥

আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে দয়া করুক যে তার বুদ্ধির পরিধি বুঝতে পারলো

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানব জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে এর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের সাথে আলোচনা করলেন। মানুষের প্রচেষ্টা, তার আত্মার অনুপ্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করণ, তার জীবনের শৃঙ্খলা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও আমাদের সাথে আলোচনা করলেন। সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে অনেক কিছুই আছে যা সামগ্রিক জীবন ও অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত এবং অদৃশ্যের বিষয়াদির মাঝে গণ্য বিষয়াদি সম্পর্কেও আপনি আমদের সাথে আলোচনা করলেন। অদৃশ্য ও তার সাথে জীবনের সম্পর্ক এবং দৃষ্টমান বিষয়াদী সম্পর্কেও আলোচনা করলেন। হে আমাদের সম্মানিত শিক্ষাগুরু, অনুরূপভাবে আমাদেরকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন যা অনেক মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করেছে। এসম্পর্কে অনেক বুদ্ধিই ঝগড়া-বিবাদের গভীরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং মনের মধ্যে টানাপোড়েনের উৎপত্তি করেছে যার কোন শেষ নেই। তাহলে আপনি কি সে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলবেন। আপনার আলোচনা আমাদের সাহায্য করবে এর সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে তা শিখতে। তাহলে আমরা তা দিয়ে তথ্যভিত্তিক অন্যদের উপকার করতে পারবো এবং সেটা আমাদেরকে উভয় সংকট ও দ্বিধা-দ্বন্দে নিমজ্জিতকারক বাইজানটাইনীয় রং বেরংগের ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে সরে রাখবে। নতুন করে শুরু হওয়া ব্যতিত যে সমস্ত বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয় না। তাহলে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় আপনার আলোচনা আমাদের জন্য সহায়ক হবে এ সমস্ত বিষয়ে ইতিবাচক আচরণ করার ব্যাপারে।

শিক্ষাগুরু বললে, হ্যাঁ হে বায়দাবা, তুমি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব জীবনের জন্য তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এর দিকনির্দেশনার বিষয়ে যা উল্লেখ করেছে তা যথার্থ ও সঠিক। সবচেয়ে উত্তম সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ হলো মানুষ তার জীবন থেকে যা গ্রহণ করে তা। এরপরে আসে সেটা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে হতে হবে এবং তার অর্থ হতে হবে উত্তম ও ইতিবাচক। এর ফলে তার জন্য জীবন চলার পথসমূহ আলোকিত হবে এবং তার চলার পথ নিরাপদ ও শক্তিময় হবে। আমাদের জীবনে গাইবের (অদৃশ্য) প্রতি আমাদের পথ প্রদর্শক হবে কীভাবে আমরা তার অর্থ অনুধাবন করতে পারবো এবং আমাদের অন্তরসমূহে তার ইঙ্গিত বুঝতে পারবো। আমাদের চলার পথের বিষয়ে আমরা কীভাবে তাকে উত্তমরূপে বুঝতে পারবো, কীভাবে তার সাথে আচারণ করবো এবং তাহতে অন্যকে কীভাবে উপকৃত করবো, তা জানতে সহায়ক হবে।

হে বায়দাবা, মানব জীবনে গাইব (অদৃশ্য) এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার সাথে সম্পর্ক না থাকলে জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হয় না, নাফসসমূহ (আত্মা) পরিতৃপ্ত হয় না ও শান্তি পায় না। এর সাথে সম্পর্ক না থাকলে, এর সাথে আচারণ না করলে এর প্রতি আত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাস ব্যতিত এবং তা হতে উপকার হাসিল ব্যতিত। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যেমন তোমাকে উল্লেখ করেছি হে বায়দাবা, এই অনুধাবন, আচারণ ও সম্পর্ক হতে হবে উত্তম, নির্মাণকারক ইতিবাচক জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তক। তাহলে তা কুতর্ক ও বাজে ঝগড়া বিবাদ থেকে তোমাদেরকে অনেক দুরে সরে রাখবে।

হে বায়দাবা, এ কারণে তুমি এবং আমাদের সাথে যারা আজকের মজলিসে উপস্থিত হয়েছে তারা সকলেই জেনে রেখো। আমাদের চতুর্পাশ্বের বিশ্ব থেকে শুরু করে মানুষের অবস্থা, যুগের চ্যালেঞ্জ ও জটিলতাসমূহ এবং তার সামর্থ সম্পর্কে আলেম-ওলামা বা বিদ্বান ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ ও দার্শণিকগণ যে পরিমাণ জ্ঞান ও শিক্ষার অধিকারী তাতে ঐ সমস্ত দার্শণিক জীবনের অর্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এর পার্থিব বা ইহলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অদৃশ্যের যে পরিমাণ দূরদর্শিতা অনুধাবন করতে পারেন। তাদের যুগ ও স্থানের বাস্তবতার সাথে এর পারস্পরিক পতিক্রিয়া ও সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক যুগেই মানুষের উত্তমতম কর্ম সম্পাদনের মাঝে পার্থক্য চলে আসছে অনুধাবনের দিকথেকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে ও প্রজ্ঞার দিক থেকে। কারণ তাদের দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানের পরিধি অনুসারে তাদের দূরদর্শিতা সঠিক পথে পরিচালিত হয়, তাদের শক্তি ও সামর্থ পরিপক্কতা লাভ করে ইঙ্গিতে ও অতিরিক্ত অর্থসমূহের মাধ্যমেই। আর তা এমন বস্তু যা অপরকে অবগত করার ব্যাপারে তাদের শক্তির পরিধি নির্ধারণ করে দেয় তাদের জ্ঞান ভান্ডার ও থথ্য ভান্ডারসমূহ হতে তাদের জাতিসমূহকে দৃষ্টি দানের ব্যাপারে। তাদের প্রচেষ্টার বন্ধুর পথসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষা দানের মাধ্যমে, দাওয়াতের (আহ্বান) মাধ্যমে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। শুধু দাবি করা অথবা বড় বড় কথা বলার মাধ্যমে নয় অথবা বড় বড় ডিগ্রী ও বড় বড় উপাধীর পিছে ছুটে বেড়ানোর মাধ্যমেও নয় বাহ্যিক সুদর্শণ, আনষ্ঠানিকতা পালন ও কুতর্কে লিপ্ত হওয়া মাধ্যমে নয়। বুঝে আথবা না বুঝে নাফসের (আত্মা) লালসাসমূহের সেবা করে নয় এবং সম্পদ ও বিত্তশালী, পদমর্যাদার অধিকারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীদের স্বার্থের সেব করার মাধ্যমেও নয়।

একনিষ্ঠার পরিধি ও জাতির সমস্ত চিন্তা-চেতনার নেতৃত্ব গঠনে তাদের অন্ত-ঃকরণের নিরাপত্তা, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বীরত্ব সৃষ্টিতে, তাদের বিদ্যা ও শিক্ষার পরিধি অনুসারে শিক্ষার নিরাপত্তা বিধান, প্রজ্ঞা অর্জন এবং সঠিক পথের দিশা অর্জন হবে। তাই হে বায়দাবা, মূল ব্যাপারটি শুধুমাত্র যৌক্তিক ও উদ্ধৃতি ভিত্তিক নয় যেমন তারা বলে থাকে। বরং বিষটি হলো হৃদয়ের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানের বিস্তৃতি, শিক্ষার ব্যাপকতার। এদুয়ের গভীরতার

ও ব্যাপকতার পরিমাণ এবং উত্তমরূপে অনুধাবনের পরিধি অনুযায়ী সঠিক অনুধাবন ও সঠিক প্রমাণ উপস্থাপন করা, সুন্দর উৎস পাওয়া, দৃষ্টি ও প্রচেষ্টার নিরাপত্তা অর্জণ করা সম্ভব হবে প্রত্যেক সমস্যার জন্য সমাধান খুজেঁ পাওয়া এবং প্রত্যেকটি পথ প্রদর্শকও খুঁজে পাওয়া যাবে।

হে বায়দাবা, তা'হলে আমাদের সন্তানদেরকে সঠিক শিক্ষা-দিক্ষা প্রদান ও তাদেরকে সঠিক পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হোক। তাদের উন্নত মূল্যবোধ, তাদের জাতির মূল্যবান ঐতিহ্যের বিষয়ে তাদেরকে গভীর ও ব্যাপক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে। তাদেরকে তাদের যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দান, তাদের জগতসমুহের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দান, মানুষ ও তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে অবগত করা এবং সময়ের সম্ভাবনাসমূহ, এর চ্যালেঞ্জ, প্রয়োজন ও এর দীগন্তসমূহ সম্পর্কে সর্ব প্রকার প্রজ্ঞা, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে। কল্যাণ ও সংস্কারের উদ্দেশ্য এবং এগুলোর যথার্থতাসমূহের আলোকে সাধারণ স্বার্থসমূহ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ও আংশিক বিষয়সমূহকে উত্তমরূপে অনুধারনের মাধ্যমে। এর জন্য রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে বক্তৃতার ইঙ্গিত ও স্থান কাল পাত্র ভেদে এর দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে তা অনুধাবন করে। হে বায়দাবা, তা যদি হয় তাহলে তখনই কেবল বিষয়টি একটি তথ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় হবে। অর্থাৎ বিষয়টি চিন্তা ও আলোচনার বিষয়ে পরিণত হবে। এর মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিষয় হবে এবং তা উত্তমরূপে অনুধাবন করা যাবে। তা এমন বিষয় হবে যারউদ্দেশ্য অন্বেষণের বিষয়, কুতার্কিক ত্বাত্তিক ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয়। কেবল তখনই সমাজের প্রজ্ঞা সঠিক পথের দিশা পাবে, এর চলার পথ সঠিক হবে এবং পৃথিবীর বুকে উত্তম নির্মাণ সম্ভব হবে।

বায়দাবা বললেন, কিন্তু আমাদের জীবন ও অস্তিত্বে গাইবের (অদৃশ্য) কী তাৎপর্য রয়েছে হে আমার মহোদয় ও শিক্ষাগুরু?

শিক্ষাগুরু বললে, সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ অদৃশ্যের (গাইব) বিষয় সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অর্থ অনুধাবন করতে পারো তা থেকে শুরু হয়ে এর ক্রমবিকাশ হতে থাকে। হে বায়দাবা, আর তা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা আমাদের জীবনকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং পথের শেষপ্রান্তে এসে আমাদের অন্তরসমূহে জীবনের অর্থ নির্ধারণ করে দেয়। একারণেই হে বায়দাবা, তুমি অদৃশ্যের (গাইব) সংবাদ হতে যা নির্ভরযোগ্য নয় তা গ্রহণ করে ভুল করো না। কারণ তোমার সাধ্য ও সামর্থ নেই তুমি এ কথাগুলোর উদ্ধৃতির সমালোচনা গাইবের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করতে পারবে না। তা এমন একটি বস্তু যার সমকক্ষ তোমার জীবনের দৃশ্যমাণগুলো নয়।

হে বায়দাবা, তুমি এর বিস্তারিত বিবরণ এর যথার্থতার সাথে প্রজ্ঞা ও উত্তম উৎস দ্বারা সংযুক্ত না করে ভুল করো না। কারণ এর সঠিক বিষয়সমূহ হলো এর উদ্দেশ্য এবং

আংশিক বিষয়সমূহ হলো এর জন্য আবশ্যক বিষয়। অনেক অবস্থাতেই এটাকে গ্রহণ করা হয় বিষয়টি মানুষের বোধগম্যতার কাছকাছি আনার জন্য। অথবা তুমি এর বক্তব্যসমূহ দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয় নি তাদের প্রতি নির্দেশ করেও তুমি এর সংমিশ্রণ করে ফেলো না। অথবা জীবনের দিকনির্দেশনায় এর সার্বিক উদ্দেশ্যাবলী ব্যতিত অন্য কোনকিছুর প্রতি দিকনির্দেশনা করতে এবং এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে যেয়ো না। অথবা এ রকমও করোনা যে, তুমি তোমর বক্তব্যসমূহে যাদেরকে উদ্দেশ্য করছো তাদের অবস্থা বিবেচনা করছো না। এ কারণে আমি তোমকে এবং তোমার সমকক্ষ যারা আছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আবারও বলছি, তুমি এরূপ কোন কিছুই করবে না অজ্ঞতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বল্পতার কারণে অথবা কোন অবহেলার কারণে অথবা কোন উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে। কারণ হে বায়দাবা, এর মধ্যে নিঃসন্ধেহে রয়েছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ক্ষতিসমূহ, সুদুর প্রসারী বিরূপ প্রভাব এবং সাংঘাতিক রকম ভয়াবহ বিপদ। আর এর কারণ হলো অদৃশ্যের (গাইব) বিষয়সমূহের জন্য মানুষের অন্তরসমূহে রয়েছে পবিত্র শক্তি। এরকম যে, কথার ভুলে এবং বক্তব্যের ভুল নির্দেশনা দ্বারা অন্তরসমূহ কঠোর করে দেওয়ার মাধ্যমে, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে, সঠিক পথের মাঝে গোমরাহী সৃষ্টির মাধ্যমে এবং উন্নয়ের মাঝে ধ্বংস সৃষ্টির মধ্যেমে মানব ও জিন শয়তানের দল পবিত্রতার হেদায়াতে (সঠিক পথনির্দেশনা) অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

তুমি স্মরন রেখ হে বায়দাবা, অদৃশ্যের ব্যাপারে বক্তৃতাসমূহে মানুষদের অবস্থা ভেদে তাদের প্রয়োজনে মুমিন ও কাফেরের মাঝে সংমিশ্রন করো না পথভ্রষ্ট, বিরোধিতাকারী ও অহঙ্কারকারীদের মাঝে সংমিশ্রন করো না। উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনকারী ও অধমরূপে কর্ম সম্পাদনকারীর মাঝেও না, ছোট ও বড়র মাঝে না, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাঝেও তুমি সংমিশ্রন করো না। হে বায়দাবা, তুমি ঐ সমস্ত বিষয় দ্বারা তোমার বক্তব্য উপস্থাপনের ব্যাপারে আগ্রহী ও সচেষ্ট হও যা অন্তরসমূহকে (নাফস) উজ্জীবিত করবে, দৃষ্টি প্রদান করবে এবং আশার আলো ও দয়া জাগরিত করবে। উত্তম কর্মের প্রতি অগ্রসর হওয়া ও তাকে উত্তমরূপে সম্পাদনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করবে। কারণ মানুষ ঐ বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হয় যা সে ভালোবাসে ও যার প্রতি সে আগ্রহী হয় এবং তাকে সুন্দররূপে পরিচালনা করে। মানুষ ঐ সমস্ত বিষয় থেকে ঘুরে দাঁড়ায় ও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা থেকে দূরে সরে থাকে যাকে সে ভয় পায় ও ঘৃণা করে।

হে বায়দাবা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর উত্তম গুণাবলী এ রকম যে, আমরা প্রত্যেকেই তা ভালোবাসি আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এবং আমাদের আত্মার আগ্রহসমূহ হতে। তা হলো সত্য, ন্যায়, দয়া ও শক্তি। পক্ষান্তরে আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অন্তঃস্থল থেকে এবং আমাদের হৃদয়ের আগ্রহসমূহ হতে আমরা ঐ সমস্ত জিনিষ

অপছন্দ করি, আমাদের হৃদয় যা অপছন্দ করে। একারণে আমরা বাতিল (মিথ্যা), জুলুম, কঠোরতা ও সীমালঙ্ঘনকে ভালোবাসি না এবং আমরা আমাদের অন্তরসমূহে প্রশান্তি পাই না যখন শয়তানের প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনায় এবং নাফসের (আত্মার) প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন কিছুর প্রতি ও মাটির তৈরী বস্তু বা কোন শরীরের প্রতি জুলুমের প্রবনতায় অথবা এর কোন অংশের মাঝে পতিত হই। পক্ষান্তরে আমরা স্বস্তি পাই ও অনন্দ বোধ করি এবং আমাদের অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে, আমাদের চক্ষুসমূহ শীতল হয় এবং আমাদের জীবন শান্তি লাভ করে যখন আমরা এই সমস্ত জুলুম অত্যাচার থেকে কিছুটা সরে আসি যার মধ্যে আমরা পতিত হয়েছিলাম। আমার ভাইয়েরা, তাই অত্যন্ত উত্তম ও কল্যাণকর হলো আমরা জানাবো যে, আমরা আমাদের জীবনে গাইবের (অদৃশ্য) অবস্থানসমূহকে কীভাবে সর্বোত্তমরূপে জানতে পারি এবং এর সাথে উত্তম আচরণ করতে পারি অথবা তা হতে উপকৃত হতে পারি। তাহলে আমরা ঐরূপ হতে পারবো যেমন আল্লাহ্ পাক আমাদের জন্য ইচ্ছা পোষন করেছেন, যেমন আমাদের হৃদয়ের মাঝে তিনি তার জন্য সক্ষ্যমতা তৈরী করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তার প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন নেয়ামত ও উৎসাহের বস্তু হিসেবে। শাস্তি ও অপমানজনক বস্তু হিসেবে নয় যা হতে অন্তরসমূহ বিচলিত হয় এবং তাকে ভয় পায় ও তা থেকে দূরে পালিয়ে যায়।

হে বায়দাবা, তুমি ও তোমার ভাইয়েরা একথা স্মরণ রেখো এবং কখনও বলো না যে, বক্তৃতার উপমা হলো ঔষধের উপমার মত। অতএব আমরা যদি ঔষধের অবস্থা এবং রোগীর অবস্থা সম্পর্কে সাম্যক অবগত না হই ও না জানি, যাকে আমরা চিকিৎসা করছি, তাহলে তার ক্ষতিসমূহ তার উপকারিতার চেয়ে বেশীই হবে। আবার কোন কোন সময় সাধারণ ঔষধ, বালসাম জাতীয় ঔষধ বীষ ও অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতিকারক পদার্থে পরিণত হয়। অতএব, হে বায়দাবা তুমি খুব ভালোকরে অনুধাবন করো এবং তোমার বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করো। কারণ বুদ্ধিমান শত্রু নির্বোধ বন্ধুর চেয়ে উত্তম।

এপর্যায়ে এসে শিক্ষাগুরু কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। এরপর তাঁর মাথা ও চক্ষু বায়াদাবার প্রতি এবং অন্যান্য উপস্থিত শ্রতাবৃন্দের প্রতি উত্তোলন বললেন, হ্যাঁ বায়দাবা, আমাদেরকে একথা জানা আবশ্যক যে, মানুষের শরীরে বুদ্ধির জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট একটি স্থান। বুদ্ধি ব্যতিত পথের শেষপ্রান্তে এসে কোন বস্তুর প্রকৃত রূপ নির্নয় করা, মানুষের পক্ষ কল্পনা ও অনুধাবন করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদেরকে বুদ্ধির সীমারেখা সম্পর্কে জানা অবশ্যই কর্তব্য। মানুষের যুক্তির পরিসীমা বোঝাও জরুরী। এই জীবনে এবং অনুরূপভাবে এদুয়ের ছাদ সম্পর্কেও আমাদেরকে জানতে হবে কোন প্রকার কল্পনা ও ধারণার ভিত্তিতে নয় এবং কোন প্রকার কুতর্কের ভিত্তিতেও নয়। অতএব আমাদেরকে আমাদের "বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধি দ্বারা" যেমন অনেক মানুষ করেছে এবং বর্তমানেও করে। তাদের মত নয়

যারা বুদ্ধিকে ব্যবহার করে স্বল্প বুদ্ধি ও নির্বুদ্ধিতা দ্বারা যখন তারা এর সীমারেখা, এর পরিধি ও এর ছাদের উচ্চতা, এর শক্তি ও বুদ্ধি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। যেমন তারা এর সাথে সাধারণভাবে আচরণ করে নিসক ধারণা, বিকৃতি ওকুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে কোন প্রকার উপকরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কোন প্রকার দলিল-প্রমান ব্যতিত তাদের জীবনে বুদ্ধিশক্তি, যুক্তির সীমারেখা ও এর প্রকৃতির নেপথ্যে থেকে। হে বায়দাবা, আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তিকে দয়া করুক যে তার বুদ্ধির পরিধি ও এর ছাদের উচ্চতা সম্পর্কে জানতে পারলো। এটা এমন একটি বস্তু যা জনসাধারণের বিবেক ও বুদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং তাকে গ্রহণযোগ্য সঠিক সামঞ্জস্যতার উপর একত্রিত করে। তাকে উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি ও উত্তম উৎসের প্রতি পথপ্রদর্শণ করে এবং জীবনের বাস্তবতা, এর সার্বিক বিষয়াদী এবং এর উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সহজ আচরণের প্রতি দিকনির্দেশনা দেয়।

বায়াদাব বললেন, হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন তা যথার্থই বলেছেন। কত লোক তাদের অজ্ঞতার কারণে এবং তাদের জ্ঞানের উপকরণসমূহের স্বল্পতার কারণে নিজেদের হৃদয়ের আবেগে আপ্লুত হয়ে ভুল করে বসে। অথচ তারা এর স্থলে ভালো ও সঠিক কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো। কিন্তু তাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, যথাযথ মতামত ও রায়ের ভিত্তির ব্যাপকতার অভাবে তারা তা করতে সক্ষম হয় নি। একারণেই জ্ঞানীগুণীদের মর্যদার পার্থক্য হয়েছে, হয়েছে তাদের জ্ঞানেরও পার্থক্য। তাদের চিন্তার গভীরতার পার্থক্য এবং তাদের উৎসের সহজলভ্যতারও পার্থক্য। এটা এমন একটি পদ্ধতি যার খুঁটিসমূহকে আমাদের সন্তানদের লালন-পালন, তাদেরকে শিক্ষা দান ও তাদেরকে গড়ে তোলার উপকরণ ও বিষয়সমূহে বপন করা আমাদের উপর একটি আবশ্যক কর্তব্য যেন তারা নির্মাতা ও সক্ষম কাদায় পরিণত হয়। যারা আত্মাসমূহকে উজ্জীবিত করবে, শক্তি ফিরিয়ে আনবে এবং চলার পথকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানকরবে।

হে বায়দাবা, তাই সঠিক পদ্ধতির অধিকারী ও ব্যাপক শিক্ষার অধিকারী ব্যক্তিগণই জানেন, মানব জীবনে অদৃশ্য গাইব ও বুদ্ধির স্থান কোথায়। তাঁরা উদ্ধৃতি হতে এমন সব বিষয়াদী খুঁজে পান যা অন্যরা খুঁজে পায় না। তাঁরা এতে তাঁদের চতুর্পাশ্বের লোকজনের অবস্থা ও সময়ের অবস্থাসমূহের প্রতি এমন সব ঈঙ্গিত দেখতে পান যা অন্যরা পায় না। ঐ সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক পথের মাঝে সমস্ত যুগের ও জনপদের মানুষ পথ চলে ও এই পদ্ধতি অর্জনের জন্য তাদের সর্ব প্রচেষ্টা ব্যায় করে যা জীবন, সভ্যতা ও মানবতার উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশে প্রতিবিম্বিত হয় যথা সময় ও যথা স্থানে। এভাবে পৃথিবীতে মানব সভ্যতা নির্মাণ পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাদের শক্তি ও সৌন্দের্য্য পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে এবং এতে তাদের নিয়ন্ত্রণ, সৃজনশীলতা ও উপভোগের শক্তিসমূহ বিকশিত হয় আল্লাহ্ পাক মানুষের মাঝে যে শক্তি, সামর্থ ও সক্ষমতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার বদৌলতে এবং এর দ্বারা তারা

কল্যাণকে সার্বজনিন করে দেয়। এর দিগন্ত প্রসস্ত হয় এবং সত্য ও ন্যায় নেতৃত্ব প্রদান করে। অনিষ্ট ও বাতেল (অসত্য) পরাস্ত হয় এমন কি তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। হে বায়দাবা, সে দিন কর্ম সম্পদনকারী ও উত্তম ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শুভ সংবাদ।

সকলেই এই সহজ আলোচনা শ্রবন করলো যা কুতার্কিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভুত হয়, জীবনের বাস্তবতা ও তার সমস্যাসমূহ হতে উদ্ভুত হয় না। যার কোন প্রভাব নেই এবং যার কোন ফলাফলও নেই শুধুমাত্র জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তাগত বিচ্ছৃঙ্খলা বিস্তার ও তাদের কোমল হৃদয়সমূহের দৃঢ় প্রত্যায়ে দূর্বলতা সৃষ্টিকরা ব্যতিত।

একটি ভদ্র ও নম্র কণ্ঠ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিলো। শিক্ষগুরু এর উৎসের প্রতি তাকালেন এবং দেখতে পেলেন ফুলের পরাগের মত ফুটফুটে সুন্দরী একটি কিশোরী কথা বলার অনুমতি প্রাথর্না করে তাঁর অপেক্ষায় আছে।

শিক্ষাগুরু বললেন আল্লাহপাক তোমাকে বরকতময় করুক। হে বোন, তুমি কী জিজ্ঞাসা করতে চাও?

কিশোরীটি বললো, হে শিক্ষাগুরু, আপনার মুখ থেকে যে প্রজ্ঞাময় আলোচনা শ্রবন করলাম তাতে আমরা নিজেদেরকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি একটি দূর্ঘটনার পাশদিয়ে আসছিলাম। আপনার কাছ থেকো আজ যা শুনলাম তা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে সে দূর্ঘটনার মাঝে। তাহলে শিক্ষাগুরু কি অনুমতি দেবেন এই ঘটনাটি তাঁর শ্রতাদের কাছে বর্ণনা করতে? শিক্ষাগুরু বললেন, এর জন্য আমি তোমাকে সুস্বাগত জানাই। যা বলতে চাও তাই বলো। এর জন্য আমি তোমাকে সুস্বাগত জানাই তুমি তোমার কথা বলতে থাকো!

কিশোরীটি বললো, একদা আমাদের একটি দল বিলুপ্ত গ্রীক সভ্যতার দর্শণের এক ছাত্রের কাছে বসলো। আর সেই গ্রীক দার্শণিক শিক্ষক আমাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করলেন তা ছিলো একটি কঠিন ও জঠিল বিষয়। এর সমাধান ছিলো আমাদের কাছে অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। তিনি তা আমদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন এর সমাধান আমাদের কাছে আছে কিনা বা আমাদের কাছে এমন কিছু আছে কি না যা এর সমাধান প্রদানে সহায়ক হবে, এ বিষয়ে জানার জন্য। তিনি বললেন, আমার একটি বুদ্ধিমান প্রশিক্ষিত বিড়াল ছিলো যে তার অঙ্গভঙ্গি ও খেলা-ধুলার মাধ্যমে আমাকে অনেক আনন্দ দিতো। আমি তাকে অনেক অঙ্গভঙ্গি ও কৌশল শেখানোর ব্যাপারে সফল হয়েছি বরং অনেক সেবাও আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি। আমার হৃদয়ে একটি কল্পনার উদয় হলো যে, আমি এই প্রশিক্ষিত বিড়ালটির মেধা উন্নয়ন ও বধর্ন করবো। আমি তাকে হিসাবশাস্ত্রের মূলনীতিগুলো শিখাবো বলে মনস্থ করলাম। গ্রীক দার্শনিক বলেন, কিন্তু এবিষয়ে সে

আমাকে হতাশ করলো এবং এখনও সে আমাকে হতাশ করেই চলেছে। তাহলো আজ পর্যন্ত আমি তাকে হিসাবশাস্ত্রের কিছুই শেখাতে সফল হই নি। অথচ আমি তার জন্য সে বিষয়টি উপস্থাপন করেছি তাহলো হিসাবশাস্ত্রের সব চেয়ে সহজ মূলনীতি ও তথ্যসমূহ। জটিল দার্শনিক যে সমস্যাটির আমি মোকাবেলা করছি তাহলো এই বিড়ালটি কি তাহলে নির্বোধ? কিন্তু আমি জানি যে, সে একটি নির্বোধ বিড়াল নয় বরং এযাবৎ আমি যে সমস্ত বিড়াল সম্পর্কে জেনেছি সেগুলোর মধ্যে সে সবচেয়ে বুদ্ধিমান একটি বিড়াল। অতএব, যদি বিড়ালটি নির্বোধ না হয় তাহলে তাকে হিসাবশাস্ত্র শেখানো সম্ভব নয় কেন? না কি বিহাসশাস্ত্রের কোন অস্তিত্বই নেই। অথচ আমরা জানি হিসাবশাস্ত্র শেখা সম্ভব এবং এর অস্তিত্বও রয়েছে। অথচ সে সময় হিসাবশাস্ত্র শেখার খাতাপত্র ও বই-পুস্তক বাস্তবে আমার হাতে আছে, অনুরূপভাবে বিড়ালও বাস্তবে আমার সামনে বসে আছে। তাহলে কীভাবে বিড়ালটি বাস্তব ও বুদ্ধিমান হবে অথচ সে হিসাবশাস্ত্রের সবচেয়ে সহজ মূলনীতিগুলো সে বুঝতে পারছে না? সেটাও একটি প্রকৃত বিষয় বটে। হিসাবশাস্ত্র শেখা সম্ভব এমন কি একজন শিশুর পক্ষেও। নিশ্চয় বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে একটি হতাশা ও মাথা খারাপ করার বিষয় যার আমি আজ পর্যন্ত কোন বোধগম্য ও যৌক্তিক সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ উভয় বিষয়ই আমার জ্ঞানে একটি বাস্তবতা কিন্তু উভয়ই আমার কাছে মনে হচ্ছে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ দুটি বিষয়। এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবশ্যই একটি সমাধান থাকা জরুরী।

কিশোরিটি বললো, উপস্থিত সবাইকে নীরবতা আবৃত করে ফেললো। তারা সবাই যেন উভয় সংকটে পড়ে গেছে গ্রীক দার্শনিক তাদের সম্মুখে যে সমস্যার কথা উপস্থাপন করলেন তার ফলে। এই বুদ্ধিমান বিড়ালটি এবং সাধারণ হিসাবশাস্ত্রের মূলনীতির মাঝেকার দ্বন্দ্বের বিষয়টি নিয়ে। বিষয়টি এমন একটি জটিলতার সৃষ্টি করেছে যার জন্য সমাধানের প্রয়োজন। কিশোরিটি বললো, হঠাৎ করে উপস্থিত একটি শিশু এসে এই নীরবতা ভাংলো। সে সবার আগে সহজ ও সরলভাবে অনুমতি ছাড়াই বলে উঠলো, "কিন্তু সেটা তো একটি বিড়াল। সেটা তো কোন মানুষ নয় যে, সে হিসাবশাস্ত্রের মূলনীতিগুলো শিখতে পারবে"!!!

কিশোরিটি বললো, তখন যেন হঠাৎ করে আমরা বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা থেকে জাগ্রত হলাম সঠিক সমাধাণের প্রতি আমরা বাইজানটাইন দার্শনিকের সাথে সমস্যা ও দ্বন্দের মাঝে ডুবে থাকার পর। আমরা বুঝতে পারলাম, প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি হলো নিসক একটি ধারণা প্রসূত সমস্যা। তাহলো একটি বিড়াল সে তার পশুত্বের বুদ্ধিমত্তায় যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন কীভাবে সে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও তার ক্ষমতার পর্যায়ে পৌঁছাবে, অনুধাবন করবে এবং মানব জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখবে? কারণ প্রত্যেকটি জগতের জন্যই তার নির্ধারিত শিক্ষার ছাদ ও যৌক্তিকতার গভীরতা রয়েছে।

হে শিক্ষগুরু, এভাবে এই শিশুটির সাধারণ ও স্বাভাবিক যৌক্তিকতা থেকে আমরা জানতে পারলাম, অজ্ঞতা ও অহংকার বশতঃ মানুষ বিনা দলিল-প্রমাণে তার যুক্তি ও শিক্ষার সীমানা পেড়িয়ে অনেক বিষয়ে নাক গলায়। তাকে শুধুমাত্র অদৃশ্যের (গাইব) উত্তম ও নির্ভরযোগ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও আচরণ করতে হবে তার সাথে তার সম্পর্কের সীমা রেখার মধ্যে এবং তার অস্তিত্বের মধ্যে যে সমস্ত দূরদর্শিতা রয়েছে তার আলোকে। কিন্তু তার যৌক্তিকতা, শিক্ষার ও স্বার্থের সীমার মধ্যে যে সমস্ত সক্ষমতার বিষয়াদি রয়েছে এবং এই যৌক্তিকতা, এই শিক্ষা ও এই সমস্ত স্বার্থকে যে সমস্ত দলিল-প্রমাণ আবশ্যক করে, তার আলোকে। সে কারণে শুধুমাত্র শিক্ষার ছাদের সীমারেখাকে স্বীকার করা ব্যতিত ফেরেশতাদের মর্যাদাও এ পরিমাণ ছিলো না এবং ইবলিশের কোন অপরাধ ছিলোনা তা অস্বীকার করা ব্যতিত। তাহলো তার জ্ঞান, শিক্ষা ও যুক্তির কোন একটি ছাদ রয়েছে যার কাছে গিয়ে তাকে থমকে দাঁড়াতে হবে। তাই সে অজ্ঞই থেকে গেলো, অহংকার করলো এবং পরিণতিতে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হলো।

শিক্ষাগুরু বললেন, হে বোন, তুমি যথার্থই বলোছো এবং সুন্দর একটি ঘটনা আমাদেরকে বর্ণনা করেছো।

হে বায়দাবা, মেয়েটি যে শুধুমাত্র একটি বিড়ালের গল্পের অবতারণা করেছে এবং এই শিশুটি তার সাধারণ ও স্বাভাবিক যৌক্তিকতা দ্বারা তার সমাধান দিয়েছে, আমি এ ধারণা করি না। সেই কুতার্কিক শিক্ষকের মিথ্যা বাইজানটাইন দার্শনিক জটিলতার মাঝে তার মত অনেক লোকই পতিত আছে সাধারণ যৌক্তিকতা অনুধাবন না করে।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বলেন, যৌক্তিকতার বিভিন্ন স্তরের উপর সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী প্রমাণ খুঁজতো হবে আমাদের জীবন এবং আমাদের জ্ঞান ও যুক্তির দৃষ্টিতে যৌক্তিকতার এমন স্তরে যা অন্য যৌক্তিকতার স্তরে আমরা দেখি না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকেই যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছে তারা তাকে এভাবে জানে না যেভাবে পন্ডিতগণ তাকে জানেন। কোন পদার্থের অবস্থা বিজ্ঞানের প্রচলিত বিজ্ঞানগত যুক্তির মাপদন্ডে তাঁরা দেখেন। তাঁরা নিউক্লিয়ার অথবা আণবিক যুক্তির মানদন্ডে যা দেখেন তার চেয়ে ভিন্ন অবস্থা দেখতে পান অন্য কোন পদার্থের মাঝে। তা এরকম যে, একটি পদার্থ সাধারণ দাহন যুক্তির মানদন্ডের ভিত্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্তও হয় না আবার নতুনত্বও লাভ করে না। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ নিউক্লিয়ার (পারমাণু) বিজ্ঞানের যুক্তির মানদন্ড অনুযায়ী দেখতে পান, নিশ্চয় পদার্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং নতুনত্ব লাভ করে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের উচিৎ ছিলো অপেক্ষা করা যেন তারা নিউক্লিয়ার (পারমাণবিক) যুক্তি আবিস্কার করতে পারেন এবং তাদের যুক্তি ও ত্বত্ত্ব উন্নতি লাভ করে। তাদের শিক্ষার উন্নতি হয় নিউক্লিয়ার যুক্তি ও ত্বত্তের মানদন্ড পর্যন্ত। তাহলে তারা জানতে পারবেন, নিশ্চয় পদার্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও নতুনত্ব লাভ করে

নিউক্লিয়ার ও হাইড্রোজেন প্রক্রিয়ার অবস্থায়। আর তোমাদেরকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান হতে সামান্যই প্রদান করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে এসে পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের মধ্য হতে একজন যুবক গবেষণাগারের সাদা ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় দাঁড়ালেন এবং বললেন, হ্যাঁ হে আমার শিক্ষাগুরু মহোদয়, আমরা নিউক্লিয়ারের প্রতিক্রিয়াসমূহের মাঝে পেয়েছি, নিউক্লিয়ার বিষ্ফোরণ প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় পদার্থ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে পদার্থ নতুনত্ব লাভ করে হাইড্রোজেন বিষ্ফোরণের প্রতিক্রিয়ার অবস্থায়।

শিক্ষাগুরু বললেন, হ্যাঁ হে সম্মানিত ভাই, আপনাকে আল্লাহ্ পাক বরকতময় করুক। এই বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদানের জন্য আমি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এরপর শিক্ষাগুরু তার আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করলেন এ কথা বলে, হ্যাঁ হে ভাই ও বোনেরা, যে আলোচনা অতিবাহিত হলো তা থেকে আমাদের সম্পর্কে অদৃশ্য জান্তার অবস্থা আমাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে গেলো। তাই আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিসমূহ দ্বারা, যুক্তি দ্বারা ও তার অস্তিত্ব দ্বারা আমরা নিশ্চয় আমরা আমাদের বুদ্ধি ও মেধাসমূহের দ্বারা একথাও জানি যে, আমাদের যুক্তি ও আমাদের শিক্ষাসমূহের সীমার আয়ত্বের মধ্যে নয় যতক্ষন পর্যন্ত আমাদের ত্বত্ত্ব, যুক্তি ও প্রমাণ ঐ অস্তিত্বের মানদন্ড পর্যন্ত উন্নতি লাভ না করে। আমি ধারণা করি না, সেটা অচিরেই সংঘটিত হবে কিন্তু আমরা রুহের (আত্মা) জগতে উন্নিত হওয়ার পর তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ কারণে সে সমস্ত ব্যাপারে ভূয়োসী প্রশংসা করা আমাদের উচিৎ নয়, যে বিষয়ে আমরা জানি না। সে সম্পর্কে আমাদের এ পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করা উচিৎ আমাদের জ্ঞান ও যুক্তির সীমার মাঝে যা আমাদের জন্য সহজ ও সম্ভব। যা দ্বারা আমাদের জীবনের বিষয়াদি সুন্দর হবে এবং এই জগতে আমাদের সত্ত্বাসমূহকে বাস্তবায়ন করতে আমাদেরকে সাহায্য করবে সুন্দর দলিল-প্রমাণ ব্যতিত কুতর্কে না জড়িয়ে এবং কুসংস্কার ও ইন্দ্রজালসমূহ ব্যতিত। যেগুলো আমাদের মেধা, চিন্তা ও আত্মার শক্তিসমূহ নিঃশেষ করে দেয়। যেভাবে আমাদের পূর্বে অনেকের চিন্তাশক্তিসমূহকে নিঃশেষ করে দিয়েছে এমন সব বিষয়ের পিছে ছুটে যার মাঝে কোন শক্তি নেই এবং যার মাঝে কোন উপকারিতাও নেই। তাই এটা কতই না প্রজ্ঞাময় বাণী যিনি একথা বলেছে,

"তোমরা সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং প্রত্যেকেই সহজ যার জন্য সৃষ্টি হয়েছে"

বায়দাবা ও শিক্ষাগুরু দাঁড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করে এবং আলোচনা সমাপ্তির কথা জানিয়ে বললেন, আজকে আপনার প্রজ্ঞা হতে আমরা যা কিছু শুনলাম তার জন্য আল্লাহ্ পাক আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুক হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু।

এখানে উপস্থিত একজন রসিক ব্যক্তি হাস্যরস করে উচ্চস্বরে বিড়ালের মিঁউ আওয়াজ করলেন। এতে শিক্ষাগুরু হাঁসলেন এবং তাঁর সাথে সাথে বায়দাবাও হাসলেন। সেই সাথে উপস্থিত সবাই হাঁসলেন। যখন তাঁরা সবাই সেদিনের জন্য শিক্ষাগুরুর মজলিস হতে প্রস্থান করছিলেন।

॥ ১২ ॥

অনুধাবন ও বক্তৃতার মাঝে সংমিশ্রণ সুপেয় পনির সাথে লোনা পানি মিশ্রণের চেয়েও ক্ষতিকর

শিক্ষাগুরু বললেন, হে বায়দাবা, অন্য আরেকটি বিষয় আছে যার গুরুত্ব ইতোপূর্বে আমি তোমার সাথে যে বিষয়ে আলোচনা করেছি তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাহলো অনুধাবন ও ধারণাসমূহের মাঝে সংমিশ্রণ। প্রথম যে সংমিশ্রণ সম্পর্ক আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই, তাহলো একদিক হতে জিকর (আল্লাহর স্মরন ও তাঁর উপদেশ) এবং অন্য দিক থেকে জীবন ও জীবনের জন্য জনপদ নির্মানের পথে জিহাদ করার মাঝে সংমিশ্রণ। জিকর ও সঠিক পথ লাভের প্রতি দিক নিদের্শনা কর্ম প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণের জন্য সৃজনশীলতা ও জীবনে ও জনপদ নির্মাণের জন্য জীবনে জিহাদসমূহের বিকল্প নয়। বরং নিশ্চয় জিকর কর্মের প্রমাণ এবং ঐ প্রমাণের কোন অর্থ নেই যা কর্ম ও জীবনকে সমৃদ্ধ করতে তার গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেয় না।

অপর যে সংমিশ্রণটি সম্পর্কে আমি তোমার সাথে আলোচনা করতে চাই তা হলো রাষ্ট্র ও দাওয়াতের (দ্বীন ও মঙ্গলের পথে আহবান) মাঝে সংমিশ্রণের বিষয়। বিশেষ করে জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের মাঝে দ্বন্দ্ব, বিবাদ, মারামারি ও হানাহানির সময়গুলোতে। কারণ তা দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং জাতি ও সভ্যতাসমূহের ভবিষ্যত সম্পর্কের ক্ষতিসাধন করে। অতপর তাকে পরিপূর্ণতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলোচনার গন্ডি থেকে বের করে দ্বন্দ, বিবাদ, দাঙ্গা ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের গন্ডির দিকে ঠেলে দেয়।

দাওয়াত (আহবান) হলো মানব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আবেগ, উত্তম বাণী, ভালোবাসা ও উত্তম পথের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান। সেটা মহৎ মানবিক সম্পর্ক হওয়ার কারণে তাতে বাধ্যবাধকতা বা জবরদস্তি বা ধর্ষণ, লুটতরাজ বা অত্যাচারের কোন ক্ষেত্র সেখানে অবশিষ্ট নেই। এটা রাষ্টের বিষয় নয়, রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনার বিষয়ও নয় এবং এর চ্যালেঞ্জ ও জটিলতাসমুহের মোকাবেলাও নয়।

হে বায়াদাবা, রাষ্ট্র হলো দাওয়াতের (আহ্বান) বিপরীতে সমস্ত প্রকার উপাদান ও উপকরণ নিয়ে একটি ব্যাপক মানব জগত। অর্থাৎ রাষ্ট্র হলো একটি ভূমি যার মাঝে রয়েছে জনগোষ্ঠী, আইনশৃঙ্খলা, স্বার্থ, সংস্কৃতি ঐতিহ্যসমূহ এবং দ্বীন (ধর্ম) ও আক্বীদা (বিশ্বাসের সমষ্টি)। এ দুটি হলো দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু যা রাষ্ট্র গঠনের উপাদানসমূহের একটি অংশ মাত্র। নিঃসন্দেহে তা এমন একটি অংশ যা রাষ্ট্রের আচরণ ও কার্যক্রমসমূহের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে। অনুরূপভাবে এর কার্যক্রম ও এর চতুর্পাশ্বে যে সমস্ত রাষ্ট্র ও জাতি আছে

তাদের মাঝেও। কিন্তু এ দুটি বিষয় জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের আচরণে প্রভার বিস্তারে এককভাবে কাজ করে না। একারণেই অন্যান্যদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও স্বার্থসমূহ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হোক অথবা শত্রুসুলভ হোক। যখন সে রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শত্রুতা ও আক্রামণের শিকার হয় তখন ঐ রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক সংক্রান্ত ভুমিকা হবে সে রাষ্ট্র ও সে রাষ্ট্রের নগরিকদের কর্তব্য হলো সর্বশক্তি ব্যয় করে এই শত্রুর মোকাবেলা করা। তাদের সর্বশক্তি ও সামর্থ ব্যায় করে ও সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করে তাদের নিজস্ব প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও তাদের অধিকারের প্রতিরোধ করা বাড়াবাড়ি না করে অথবা প্রয়োজন বা আবশ্যকতার সীমালঙ্ঘন না করে। এর পরিমাপ করা হবে বাস্তব অবস্থা ও বিষয়াদির পরিমাপের উপর ভিত্তি করে। অতএব, নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করার নামে কোন প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজ করা যাবে না যার কোন প্রয়োজন ও আবশ্যকতা নেই। বিশেষ করে যখন এর সমকক্ষ এমন বিকল্প পাওয়া যাবে যা বিবাদমান পক্ষগুলোর জন্য তুলনামূলক কম ক্ষতিকারক হবে। কারণ মানুষের জীবন, মানবাধিকার ও মানুষের ধন-সম্পদ হলো পবিত্র অধিকার ও মাহান দায়িত্ব যা বিষর্জণ দেয়া সমুচিত হবে না কোন আইনানুগ কারণ ব্যতিত এবং সর্বোচ্চ আবশ্যকতা ব্যতিত, যার কোন বিকল্প শেষপর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা সাধারণ নাগরিক হোক অথবা পেশাদার সৈন্য হোক না কেন। এটাই হলো রাষ্ট্রসমূহের মাঝেকার সম্পর্কের প্রকৃত রূপরেখা। এটা ব্যতিত অন্য কোন কথা বলা হলে তা হবে মিথ্যা ও অসত্য এবং মনস্তাত্বিক যুদ্ধ। এর দ্বারা মিথ্যাচারীগণ নিজেদেরকে ধোকা দিয়ে থাকে। এর দ্বারা তারা অন্যদেরকে এমন কি নিজেদের স্বজাতিকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে না এবং এটা দ্বারা কাউকে বাধ্য করে না। এমন কি এর বক্তাকেও না অন্য কারও পূর্বে বাস্তব ও ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ, ফেতরাত (প্রকৃতি) ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাসমূহ এর উপর সাক্ষ্য বহন করে।

হে বায়দাবা, আর যখন দাওয়াত (আহ্বান) মঙ্গলময় ও সঠিক পথ প্রদর্শণ করা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য সবোর্ত্তম বাক্য বলে বিবেচিত হয় তখন আলেম (ধর্মীয় বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞ ব্যক্তি) তার বিবেচনায় এবং আহবানকারীগণের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্যতার কেন্দ্র ও আহ্বানের স্থল ছাড়া আর কিছুতেই পরিনণত হন না ।

অর্থাৎ যে কোন রাষ্ট্র এই দাওয়াতকে (আহ্বান) সাদরে গ্রহণ করুক ও এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যে কোন রাষ্ট্র এই দতাওয়াতকে (আহবান) সাদরে গ্রহন না করুক বা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করুক, দাওয়াত (আহ্বান) অব্যাহত রাখা অবশ্যই কর্তব্য, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় ভবিষ্যতে তাদের হেদায়াত (সঠিক পথের দিশা) ও তারা তা গ্রহণ করতে পারে এই আশা নিয়ে।

হে বায়দাবা, রাষ্ট্র হলো এমন একটি কাঠামো ও স্বার্থ যার সম্পর্কসমূহ শান্তি ও যুদ্ধের মুখোমুখি এবং বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মুখোমুখি হয়। আর এর উপাদানসমূহের মধ্য হতে দ্বীন (ধর্ম) এবং আক্বীদাও (বিশ্বাসের সমষ্টি) অন্তর্ভূক্ত। এদুয়ের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি যার সাথে অধিকার ও স্বার্থসমূহ সম্পৃক্ত এবং তাকে শক্তি ও দূর্বলতাও পেয়ে বসে। এর পূর্বে যা কিছু ছিলো তা ছিলো চালিকাশক্তি যা সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রের আচরণ ও সম্পর্কসমূহের মাঝে প্রভার বিস্তার করে। একারণেই রাষ্ট্রর দৃষ্টিকোণ থেকে আলেমগণ তিনটি অবস্থানে রয়েছেন। এগুলো হলো ঃ শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র, অঙ্গিকারবদ্ধ রাষ্ট্র ও যুদ্ধে অবতীর্ণ রাষ্ট্র।

শান্তির রাষ্ট্র : ঐ জাতি ও দেশ যেখানে মৌলিকভাবে একটি মাত্র সমাজ ও যার একটি মাত্র স্বার্থ রয়েছে। যা একক মূল্যবোধসমূহ, একক সংবিধান ও একক প্রচলিত আইন-কানুনের প্রতি অনুগত। যার উপর ভিত্তি করে সে রাষ্ট্রে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করা হয়।

হে বায়দাবা, শান্তির রাষ্ট্র হলো সেখানে এর নাগরিকগণ একত্রে বসবাস করে। এটা পারস্পরিক সম্পর্কের রাষ্ট্রও বটে। এতে শান্তি ও নাগরিক মাধ্যমসমূহ ব্যতিত অন্য কোন কিছুর বৈধতা নেই। সেখানে যে কোন দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-বিবাদ অথবা দাবি দাওয়া অথবা ন্যায় বিচার অথবা সংস্কার ও সংশোধনের ব্যাপারে শক্তি ও কঠোরতা প্রয়োগের কোন প্রকার স্থান নেই।

অঙ্গীকারবদ্ধ রাষ্ট্র : ঐ সমস্ত রাষ্ট্র ও দেশ যেগুলোকে অঙ্গীকারের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে। এটা কখনও কখনও দুটি সমাজের মাঝে হয়ে থাকে অথবা কতিপয় রাষ্ট্রসমূহের মাঝেও হয়ে থাকে, যাদের মাঝে শান্তির সম্পর্কসমূহ রয়েছে। যেগুলো চুক্তির শ্বর্তসমূহ দ্বারা সংযুক্ত এবং এই অঙ্গীকারবদ্ধ পক্ষগুলোর উপর ঐ সমস্ত শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। এ কারণে প্রত্যেক পক্ষের উপর অবশ্যই কর্তব্য ঐ চুক্তির শ্বর্তসমূহ পূরণ করা যতক্ষন পর্যন্ত অপর পক্ষ তা পূরণ করতে থাকে।

যুদ্ধের অবর্তীণ রাষ্ট্র : ঐ সমস্ত রাষ্ট্র ও দেশ যেগুলো জুলুম, শক্তি প্রয়োগ ও সীমালঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে ঐ রাষ্ট্রের সাথে যে রাষ্ট্র এ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা দিয়েছে এবং ক্ষতিসাধন করার জন্য সর্ব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই শত্রুতা ও যুদ্ধের ঘোষণা কোন প্রকার ন্যায়ের ভিত্তিতে নয় এবং কোন প্রকার আইন দ্বারাও সিদ্ধ নয়। তখন স্বাভাবিকভাবে এই রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক হবে যুদ্ধ ও শত্রুতার সম্পর্ক এবং নিজের পক্ষ থেকে আইন সম্মত প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্পর্ক। ইটাই হচ্ছে দাওয়াত (আহবান) ও তার পদ্ধতির মৌলিক প্রকৃতি। এটা হলো রাষ্ট্র ও তার সম্পর্কের মৌলিক প্রকৃতি তার সাধারণ নাগরিকদের প্রতি এবং মানবতার প্রতি এর দায়িত্ব ও

কর্তব্যসমূহ। অতীতে এরূপই ছিলো এবং ভবিষতেও অনন্তকালের জন্য এরূপই অব্যহত থাকবে। ন্যায়, নিরাপত্তা ও শান্তির সমপর্যায়ে রাষ্ট্র ও সমাজসমূহ পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলানো পর্যন্ত এবং মানবতা বা মানব জাতি সম্প্রীতিতে অবাধ্য হওয়া, একই সমাজে সম্মিলিত হওয়া এবং একই শান্তিপূর্ণ বিশ্বঅস্তিত্বে সহবস্থান করা পর্যন্ত। একই স্বার্থের ছায়াতালে এবং একই মূল্যবোধ, আইন-কানুন ও একই সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্বজনীন সংবিধানের ছায়াতলে। তা হবে অবশ্যই পালনীয় এভাবে যে, তা স্বাধীনতা, ন্যায় ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করবে ও সামজের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করবে।

হে বায়াদাব, এগুলো ব্যতিত যা পাবে, তা হবে সংমিশ্রণ, মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট কিছু। যা অত্যাচারী নিয়ন্ত্রণকারীদের জন্য মনস্তাত্বিক যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হবে না। জুলম ও সীমালঙ্ঘনের শিকারে পরিণত হওয়র মাধ্যমে পরাজয়ের আত্মার বিস্তার ঘটানোর জন্যে এবং দৃঢ় প্রত্যায় ও প্রতিরোধের আত্মকে হত্যা করার জন্য।

এ কারণে আজকের বিশ্বে এবং এর মনস্তাত্বিক যুদ্ধে এটা ন্যায় বা সঠিক নয় যে, বিশ্বাস ও ধর্মসমূহ কারও ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে অথবা রাষ্ট্রকাঠামোর উপাদানসমূহের মধ্য হতে যে কোন একটি উপাদান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করবে। বরং বিষয়টির মাঝে অবশ্যই সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে হবে এর ভূমিকার মাঝে প্রকৃত কারণসমূহ নির্নয়ের জন্য। চালিকাশক্তি সম্পন্ন, প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে জানার জন্য। বিচারকগণ ন্যায়, শান্তি ও সংবিধানসমূহ এবং দায়িত্বসমূহের সাহয্যকারীগণকে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ না করে সীমালঙ্ঘনকারীদের হীন উদ্দেশ্যসমূহ অনুসরণ ও তাদের মনস্তাত্বিক যুদ্ধের পরিকল্পনাসমূহ অনুসরণ করে।

হে বায়দাবা, যখন ধর্ম ও বিশ্বাসসমূহ শক্তি ও পারস্পরিক ক্ষমার প্রতি আহ্বান করবে তখন তাদের দায়িত্ব হবে দূর্বল ও যাদের উপর সীমালঙ্ঘন করা হচ্ছে তাদের জন্য আত্মরক্ষা, প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পরাস্ত দূর্বল নাগরীকদের দেশে সীমালঙ্ঘনকারী শক্তির পক্ষসমূহকে ধর্মগুরু ও বিশ্বাসের ধারক ও বাহক, চিন্তাবিদ এবং ঐক্যের নেতাদের প্রতি আহ্বান করা কোন ক্রমেই সঠিক হতে পারে না প্রকৃত বিষয়টি ও বিবাদমান পক্ষগণের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে সাম্যক অবগত না হয়ে। কোন প্রকার আপত্তি ও শর্ত ব্যতিত এ সমস্ত দূর্বল জাতি ও দূর্বল রাগরিকদের আইনানুগ আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার অধিকারের কথা অস্বীকার করা ঠিক হবে না। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত জাতির প্রতি জুলুমের প্রতিরোধ এবং দূর্বল মানব সন্তানদের প্রতিরক্ষার অধিকারের অধিকার নাকোচ করে দেয়া। তাদের অধিকারসমূহ, তাদের ভুমি ও তাদের জীবন রক্ষার কোন অধিকার স্বীকার না করা ঐ সমস্ত পরাস্ত ও দূর্বল জাতিকে এই আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করে যে, তারা যেন ঐ সমস্ত আগ্রাসীশক্তি ও সীমালংঘনকারীদের জুলুম, অত্যাচার, ধ্বংস, অধিনস্ততা, ও

পরাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের দায়িত্ব হলো তারা ঐ সমস্ত দূর্বলদের আত্মরক্ষা ও তাদের নাগরিকদের অধিকার রক্ষার যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং তাদের এ ন্যায্য অধিকারের কথা স্বীকার করেন যে সব বিভিন্ন কূটকৌশল ও বিভিন্ন প্রকার কৌশলগত মাধ্যমসমূহের দ্বারা ঐ সমস্ত শক্তিধর সীমালঙ্ঘনকারীগণ যা চাপিয়ে দেয় তা যেন তাদের কৌশলের ও তাদের সামর্থের অনুকূল হয়। যার দ্বারা তারা এই সমস্ত পরাস্তরাষ্ট্র ও অত্যাচারিত ও পরাজিত জাতিসমূহের জন্য কোনো প্রকার সুযোগ ছেড়ে দেয় না ঐ সমস্ত শক্তি ও সীমালঙ্ঘনকারীদের পক্ষ থেকে তাদের কার্যকরী ও আইন সম্মত প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য এই সমস্ত অত্যাচারী দ্বন্দ্বসমূহ হতে বের হওয়ার জন্য তাদেরকে একটি যুক্তিসংগত অনুকূল রাজনৈতিক সমাধানে পৌছার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে। নিশ্চয় বিজ্ঞান ও তথ্যগত ও বাস্তবিকপক্ষে এই খোঁড়া ও বক্র যুক্তির বিকল্প হলো এই সমস্ত জাতি ও তাদের যুবকদেরকে নিচে নামানো ও হতাশাব্যাঞ্জক কর্মসমূহ হতে বিরত রাখার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগানো। বিশেষকরে ঐ সময় যখন সীমালঙ্ঘন এই সমস্ত রাষ্ট্র ও জাতির অস্তিত্ব এবং তাদের মান-মর্যাদা বিধ্বংসী হবে এবং তাদের ভবিষৎ প্রজন্মসমূহও তাদের আইনানুগ মৌলিক স্বার্থের বিরোধী হবে।

হে বায়দাবা, তুমি যেমন দেখছো, আমি কিন্তু এ যুগের অত্যাচারী বিশ্বে ন্যায়পরায়ণ মানবিক সমাধানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করছি না। ঐ সমাধানসমূহের কোন দৃষ্টান্ত নেই যা পেশীশক্তির রাজনীতিসমূহ জানে না। আমি বরং আলোচনা করছি যুক্তিসংগত সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমাধানসমূহ সম্পর্কে। কারণ জালেম, জাতিগত দ্বন্দ্ব, পেশীশক্তির রাজনীতি, বাস্তব বিষয় ও জঙ্গলের সংবিধানের পৃথিবীতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে সক্ষম হবে না অজ্ঞতা, নিবুদ্ধিতা ও পাগলামীর দ্বারা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া ব্যতিত। মিথ্যাচারীরা যতই মিত্যা চার করুক এবং মিথ্যা ঘটনা সাজাক না কেন।

নিশ্চয় যে ব্যক্তি এই সমস্ত জাতির আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার অধিকারের কথা অস্বীকার করে, তাহলে আমরা মানুষের যে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছি সে মোতাবেক সে একজন ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি। সে যদি ধারণা করে যে নিশ্চয় এই সমস্ত গোষ্ঠী ও জাতি অচিরেই এ জাতীয় দাবি ও অনুরোধের প্রতি মনোযোগী হবে ও শ্রবন করবে। যে কোন বক্তার মুখ থেকেই তা তারা শ্রবন করুক না কেন এবং যে কান নামেই সে তা শ্রবন করুক না কেন। বুদ্ধিমানদের ও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কর্তব্য যারা তাদের জাতি ও গোষ্ঠির স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং যারা মানবিক নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তাদেরকে এ শিক্ষা ও উপদেশ অত্যন্ত ভালোভাবে গ্রহণ করা উচিৎ, জাতিসমূহের অতীত অভিজ্ঞতা ও ট্রাজেডিসমূহ হতে। প্রবৃত্তির অনুসারী স্বার্থান্বেষী মহলের লালসা, তাদের অদক্ষ লোভ, পাগলামী ও বিশ্বাসগত কুসংস্কারের ফলে যে সমস্ত ক্ষতি সাধন হয়েছে এবং তাদের জাতির

রক্তসমূহ প্রবাহিত হয়েছে তা থেকে অন্যান্যদের পূর্বে উপদেশ গ্রহন করা উচিৎ। এ জাতীয় অপমানজনক ও দুঃখ জনক মানবিক সংকটসমূহ হতে একই সময় বের হওয়ার কোন পথ নেই জাতি, গোষ্ঠী ও তাদের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ, তাদের সরকারের রাজনৈতিক বিষয়সমূহ, তাদের স্বার্থের বিষয়সমূহ, তাদের পথের বিষয়সমূহ, তাদের সন্তানদের স্বার্থের বিষয়সমূহ ও তাদের রক্তের নিরাপত্তার বিষয়সমূহ তাদের নিজ হাতে ধারণ করা ব্যতিত। তাদের মধ্য হতে নির্বোধ, বোকা, স্বাথান্বেষী মহলের ও রুগ্ন অন্তরের অধীকারীদের হাতে নয়।

হ্যাঁ, হে বায়াদাবা, নিশ্চয় জাতি ও রাষ্ট্রসমূহ সকলেরই দায়িত্ব যখন তারা ন্যায়, নিরাপত্তা ও শান্তির অন্বেষণে একনিষ্ঠতা অন্বেষণ করে তখন তারা যেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহন করেন। আর নিশ্চয় বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসংঙ্গত রাজনৈতিক সমাধানসমূহ প্রদান করতে তাদেরকে সাহায্য করবে যা তাদের সহায়ক হবে। এই সমস্ত রাষ্ট্র, জাতি ও নেতাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ ঐ স্থানে যাকে বুড়ো সম্রাজ্যবাদ নামে অভিহিত করা হতো এবং যেখানে সূর্য্য কখনো ডুবতো না, যেমন এর সম্পর্কে তারা বলে থাকে। আর এই সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ যে পথ অবলম্বন করেছেন জাতিসমূহের প্রতিরোধে এবং এতে তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহে যখন তাদের শিং তাদের সাম্রাজ্যের সম্পর্কসমূহের মাঝে প্রবেশ করিয়েছিল। সেটা এমন একটি পথ যার মাঝে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার মত এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্য একটি পথ। কারণ এই সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দ তাদের রাজনীতিতে সৃজনশীলতা এনেছিলেন এবং তাদের ব্যতিত অন্য যে সমস্ত নির্বোধ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রয়েছেন তাদের বিপরীতে তারা খুঁজে পেয়েছিলেন রাজনৈতিক সমাধানসমূহ। তারা কঠোরতার রাজনীতি ও ভুল জবরদস্তির রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। যার ফলে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রোহ ও রক্তপ্রবাহ ছাড়াই তাঁরা অনেক অর্জণকে সংরক্ষণ করতে পেরেছেন ।

আর ভুলপথে পরিচালিত সীমালঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রসমূহকে আমাদের আজকের বিশ্বে স্মরণ রাখতে হবে অত্যাচারীদের অতীত সাম্রাজ্যবাদসমূহের বিলীন হওয়ার শিক্ষাসমূহ। পরাস্ত জাতিসমূহের প্রতিরোধের ফলে ধ্বংস, নাগরিকদের বিতাড়িত, রক্ত প্রবাহিত করা ও সম্পদের হানী ব্যতিত যা সংঘঠিত হয় নি। যাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো নৈরাশ্য, জুলুম ও অত্যাচার। এরফলে তারা কঠিন দুঃখ দূর্দশায় পতিত হয়েছিলো। তারা যে ভীষণ ধরণের ব্যথা ও ক্ষতি সহ্য করেছিলো তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ ও প্রতিরোধের ফলে যা তারা আশ্চর্যজনক সহিষ্ণুতা দ্বারা সহ্য করেছিলো এর ফলে তাদের উপর যে ধ্বংস ও করুণ পরিণতি নেমে এসেছিলো তার ফলে। তারা এমন অবস্থায় পতিত হয়েছিলো যে, তাদের কাছে এমন কোন কিছু ছিলো না যা তাদেরকে কাঁদায় বা ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমন কি তাদের

একজন বক্তা বলেছিলেন, "তারা অন্ধকে তার চোখের উপর মেরেছে"। সে তাদেরকে বলেছিলো, "আমাদের কিছুই নয় তোমরাই বরং ক্ষতিগ্রস্থ, তোমরাই বরং ক্ষতিগ্রস্থ।"

হে বায়দাবা, ইতিহাসে শিক্ষা, উপদেশ ও উদাহরণসমূহ রয়েছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা উপদেশ, শিক্ষা ও উদাহরনণসমূহ গ্রহণ করে।

নিশ্চয় তাই হচ্ছে সর্বোত্তম ও সঠিক পথ জাতি ও গোষ্ঠীসমুহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে এই যুগে এবং যখন মানুষ ব্যপক বিধ্বংসী অস্ত্রসস্ত্রসমূহের অধিকারী হবে। শক্তি, জুলুম, অত্যাচার ও কঠোরতা, জীবন ও রক্তসমূহের প্রতি অবহেলা এবং ভুল রাজনীতিসমূহের উপর অবিচল থাকা ও অতিরিক্ত সহিষ্ণু ক্ষতি সাধন ছাড়া আর কিছুই দিতে পরে না এর সাথে সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট ও জড়িত পক্ষগণকে।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় সকল পক্ষের উপর কর্তব্য হলো এই সমস্ত কিছু থেকে ফিরে আসা সঠিক পথের দিকে যদি তারা অনুধাবন, উপদেশ গ্রহণ ও উদাহরণ গ্রহণ করে থাকে। তাদের দ্বন্দ্ব ও বিবাদের জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারিণ করে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে।

হে বায়দাবা, আর দূর্বলের একথা স্মরন করা কর্তব্য যে, সবলের পাকড়াও অত্যন্ত ব্যথাদায়ক ও ধ্বংসাত্মক এবং তা অন্বেষণের মাঝে কোন মঙ্গল নেই। আর হে বায়দাবা সবল যেন একথা স্মরণ করে যে, দূর্বলের দীর্ঘ দুঃখ, দূর্দশা ও তাকে বিতাড়িত করাও ক্ষতিকারক, ধ্বংসাত্মক ও ব্যাপক বিধ্বংসী। সে তাকে ঐ পরিমাণ কষ্ট দিতে পারে যে পরিমাণ কষ্ঠ সে তার এই দুঃখ দূর্দশার শিকারকে প্রদান করছে অথবা এর চেয়েও বেশী।

হে বায়দাবা, এটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং সকলেই অনুধাবন করতে পারবে নিশ্চয় শক্তিশালী ও সীমারজ্ঘনকারীর দায়িত্বই হলো সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব রাজনৈতিক সমাধানসমূহ পরিচালনা করার জন্য। মানুষের হৃদয়ের মাঝে তা জুলুম ও অত্যাচার দূর করবে, প্রতিরোধ ও কঠোরতার মনোভাবকে দূর্বল করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের আকাংখা এবং মনোভাবকে পরাস্ত করবে। হে বায়দাবা, শুধুমাত্র এর দ্বারাই ন্যায়, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও নমণীয়তা, মানব সন্তানদের মাঝে কঠোরতা, রক্তপাত, ক্ষতিকর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং মানুষে অন্তরে প্রতিশোধের স্থান দখল করতে পারে। এটা একক শক্তি যা বিশ্বাস ও ধর্মসমূহের সক্রিয় প্রভাব ফিরিয়ে দিতে পারে দাওয়াত (আহ্বান) এবং রাষ্ট্র ও জাতিসমূহরে মাঝে শান্তি, ন্যায় ও নমণীয়তার সমর্থণ প্রতিষ্ঠা করে। তা যদি না হয় তাহলে সীমালজ্ঘনকারী লিপ্সুগণ যেন দোষারোপ করা থেকে রিবত থাকে। তাদের ব্যতিত অন্য কারো কোন দোষ নেই এবং এই দ্বন্দ্ব ও শক্তি প্রয়োগের অন্য কোন কারণও নেই শুধুমাত্র তাদের সীমালজ্ঘন, লিপ্সা ও রাজনীতিসমূহ ব্যতিত।

সম্মানিত শিক্ষাগুরু আলোচনা তার ছাত্রছাত্রী এবং ভক্ত ও অনুরক্তদের লক্ষ্য করে চালিয়ে গেলেন যারা তাঁর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হে বায়দাবা, দূর্বল জাতিসমূহকে একথা অনুধাবন করতে হবে, আমরা যখন আত্মপ্রকৃতি সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো ব্যক্তি ও জাতিসমূহের মাঝে, বিশেষ করে যখন শক্তি ও সামর্থের ধোকা এর অধিকারী হয় এবং যখন লোভ ও লিপ্সার অনুপ্রেরণসমূহ তার অধিকারী হয়। আর এটা সচরাচরই ঘটে থাকে। তাহলে প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র সীমালঙ্ঘনকারী শক্তির ওপর এককভাবে দোষ পতিত হয় না। কিন্তু এই সমস্ত দূর্বল জাতি প্রকৃতপক্ষে তাদের দূর্বলতা দ্বারা লালসাকারীদের লোভ লালসাকে উত্তেজিত করে তোলো এবং লিপ্সাকারীদের লিপ্সাকেও। এ কারণেই তারা তাদের দূর্বলতা সত্ত্বেও তাদের উপর সীমালঙ্ঘনের দায়-দায়িত্বের একটি অংশ তাদের নিজেদের ওপর বর্তায়। এ ক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্ত হলো দরিদ্র বকরী পালের মালিকের দায়িত্বের মত। যে তার বকরীর পালের সাথে একটি পাহারাদার কুকুর প্রেরণ করে। আর এটা এমন একটি বিষয় যা বকরীর মালিকের দূর্বলতা নেকড়ে বাঘের হৃদয়ে জাগ্রত করে ও তার শিকারের লালসা জাগিয়ে তোলে যখন সে কুকুরটিকে পাহারা দিতে দেখতে পায় না ও তার প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকে না। তাই শক্তি ও সামর্থ এমন একটি বিষয় যার বিকল্প কিছুই নেই বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকটি দেশ ও জাতির জন্য। আর যে বসে থাকে ও কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালায় না, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করে না, সে যেন শেষপ্রান্তে এসে নিজেকে ব্যতিত অন্য কাউকেই দোষারোপ না করে।

গবেষণা, অধ্যয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, প্রযুক্তি, কর্ম ও উৎপাদন কখনও স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ, ফ্যাশন ও সোনদৈর্য্য ও ভোগ বিলাশের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় না। বরং তা যুগের ধারণা, এর চাহিদা, চ্যালেঞ্জ ও জটিলতাসমূহের চাহিদার কারণে ও শক্তির প্রকৃতি যা প্রলোভন, লোভ, লালসা আকাংখা ও আগ্রাসনের প্রবৃত্তি, পেশীশক্তির রাজনীতি ও জাতীয় স্বার্থের প্রকৃতিতে মৌলিক ও অবশ্যক প্রয়োজনীয়তায় রূপ নিয়েছে স্বচ্ছলতা ও টিকে থাকারা জন্য। এই বিশ্বের অংশীদার হিসেবে আচরণ করার জন্য, শিকারে পরিণত হওয়ার জন্য নয়। আর ন্যায়বিচার ও শক্তির প্রতি সাড়া প্রদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হলো দূর্বল ও অসহায় রাষ্ট্র ও জাতিসমূহকে সাহায্য করা যেন তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে ও উন্নতি লাভ করতে পারে। তারা যেন এমন অংশীদারে পরিণত হয় যারা অন্যান্য জাতির সাথে স্বার্থের আদান প্রদান করতে পারে, এমন শিকারে পরিণত না হয়ে যার উপর হিংস্রপ্রাণীসমূহ প্রতিযোগিতায় ঝোঁপে পড়ে তার গোস্ত ও শরীর ছিড়ে কুটো কুটো করে খাওয়ার লালসায়।

হে বায়দাবা, এর বিপরীতে জাতি ও গোষ্ঠীসমূহকে একথা জানা আবশ্যক হবে যারা তাদের নেতৃত্বকে বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের মধ্য হতে লিপ্সু ও লোভীদের জন্য অবনত করে দিয়েছে। তারা ঘুষের বিনিময়ে তাদের রাজনীতিবিদদের পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা বা মিথ্যাচারের মাধ্যমে। এই সমস্ত জাতির নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ব্যাপারে তাদের বিষয়ের প্রতি দাওয়াত (আহবান) পেশ করার মাধ্যমে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রম নিরাপত্তা এবং এ জাতীয় আরও অনেক বিষয়াদি আসে সেগুলোর বিনিময়ে। এই সমস্ত জাতি যেন তাদের উন্নয়নের পথকে হস্থান্তর করে ও তাদের সন্তানদের রক্তের উন্নতির পক্ষকে হস্তান্তর করে। তাদের রাজনীতি ও সম্পর্কসমূহে তাদের শান্তি ও যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হস্তান্তর করে অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে। ঐ সমস্ত রাজনীতিবিদদের জন্য এবং আহমক (নির্বোধ) স্বার্থান্বেষী মহল ও লিপ্সুদের জন্য এবং তাদের জন্য তাদের অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী পরিচালনাসমূহ ছেড়ে দেয় কোন প্রকার পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ব্যতিত সমগ্রহ জাতির সাধারণ জনগণের রক্ষাণাবেক্ষণের পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্য। অথচ তাদের আকংখা ও লিপ্সা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই যে, তারা এই সমস্ত জাতি ও রাষ্ট্রের রাজনীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে। যেন তারা তাদের শক্তি সামর্থকে সম্পদকে ও তাদের সন্তানদের রক্ত সমূহকে নিয়ন্ত্রক করে, তাকে দূরীভূত করে ও তাদের রক্তপাত করে যেভাবে তারা ইচ্ছা করে।

আর এভাবেই তাদের এই অসচেতনতা, নির্বুদ্ধিতা ও বোকামীর কারণে তারা নিজেদের প্রতিবেশী ধ্বংসযজ্ঞ চালায় অন্যান্যদের চেয়ে। আমরা আজ অনেক জাতিকে দেখতে পাচ্ছি, বিশেষকরে ঐ সমস্ত দেশের নাগরিকগণ যেগুলোকে বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। যখন তারা অবচেতন হয় এবং অবেহেলা করে তাদের অধীনস্ত বিষয়সমূহে তাদের দেশসমূহের বহির্বিশ্বের রাজনীতির ওপর তখন তারা খুব চড়া মূল্য পিরশোধ করে। ঠিক ঐ পরিমাণ যে পরিমাণ তারা তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ও সামরিক স্বার্থে লাভের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

এই সমস্ত জাতি তাদের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করে অসুস্থ ও লিপ্সু রাজনীতিবিদদের হাতে এবং ব্যক্তি স্বার্থান্বেষীদের হাতে। হে বায়দাবা, তাদের দৃষ্টান্ত এবং তাদের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ভেড়ার পালের মত যারা কসাইর হাত থেকে ঘাস ও খাদ্যের জন্য এক স্থানে জমায়েত হয়। বরং এই খাদ্য অন্বেষণে তারা দৌড়ায় ও সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করে। এগুলো তাদের স্থানীয় রাজনীতি ও তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির প্রতিশ্রুতিসমূহ। আর সে জানে না, সে যা অর্জন করছে তা কোন অর্জন নয়, তাতে কোন লাভ নেই এবং তা কোন মূল্যবান দ্রব্যও নয়। বরং তা খাদ্যের টোপ যা কসাই ভেড়ার জন্য প্রস্তুর করে রেখেছে তাকে কসাই খানাতে নিয়ে জবাই করার জন্য নিয়ে যাওয়ার পূর্বে। সেগুলো নির্বোধ

বৈদেশিক রাজনৈদিত যুদ্ধ যার মাঝে মানবতা ও জাতিসমূহের জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার উটের বা লাভের অবকাশ নেই। ঐ সমস্ত নির্বোধ অসুস্থ লোভী রাজনীতিকেরা তাদের দেশের কত নাগরিককে যুদ্ধের দিকে ও মানুষ জবাইয়ের কসাই খানার প্রতি ঠেলে দিয়েছে। যার মাঝে সমস্ত জাতির হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ সন্তান মৃত্যু বরণ করেছে ও ধ্বংস হয়েছে।

হে বায়দাবা, একথাও সত্য যে, যদি এ সমস্ত জাতি বুঝতো ও অনুধাবন করতো তারা কিসের জন্য সেটা পরিচালনা করছে, তাহলে তারা ঐ সমস্ত নির্বোধ ও ঘুষখোর রাজনীতিবিদ ও ব্যক্তিস্বার্থান্বেষী মহলকে এসুযোগ প্রদান করতো না যেন তারা তাদেরকে নিয়ে এই সমস্ত যুদ্ধ ক্ষেত্র ও কসাই খানার দিকে ফিরে যায়, যেন মানুষ একে অপরকে হত্যা করে লোভ, লালসা, লিপ্সা ও শত্রুতা বশতঃ।

হে বায়দাবা এই সমস্ত জাতির জন্য এখনই মক্ষম সময় এই সমস্ত জাতির পরিণাম বিশাল ধ্বংস স্তপে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও তারা যেন বোঝে ও অনুধাবন করে তারা কিসের জন্য পরিকল্পনা করছে এবং কার বিরুদ্ধে তারা সড়যন্ত্র পাকাচ্ছে । তারা যেন তাদের বহির্বিশ্বের রাজনীতিসমূহকে কোন প্রকার পর্যবেক্ষণ ও কোন প্রকার জবাবদিহিতা ব্যতিত ছেড়ে না দেয়। এভাবে আজ এই সমস্ত জাতির অবস্থা এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের দেশের রাজনীতির সাথে ও এবং তাদের দেশের আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে তাদের অবহেলা বর্তমান অবস্থায় ভেড়া ও কসাইদের অবস্থা সম্পর্কে, যেমন অতীত প্রজ্ঞাময় উদাহরণে বলা হয় "যদি সে ভেড়াটি তার (কসাইর) পরিকল্পনাসমূহ বুঝতো, তাহলে সে তার ঘাস, খাদ্য, ভূসি, জব, ইত্যদি খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হতো না" যেন তার পরিণতি হয় ক্ষতি, ধ্বংস ও জাবাই। তাদের নাগরিকদের সন্তানদের রক্ত ও তাদের স্বার্থসমূহ যেন রাজনীতিবিদদের লালসা, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকরীদের স্বার্থের সুস্বাদু গোস্তে পরিণত না হয়।

হে বায়াদাবা, আজ দূর্বল ও সবল নাগরিকদের অবস্থা তাদের অসচেতনতা ও তাদের রক্ষনশীলতাহীন অবস্থা কতই না কঠিন! এ দুটির মাঝে চয়ন ও এখতিয়রের মাঝে একটি হলো নেকড়ে বাঘের মুখে বকরীর অবস্থা ও আবেকটি হলো কসাইর হাতে ভেড়ার অবস্থা। আর এ দু'য়ের পরিণতি কতই না খারাপ! এসমস্ত জাতির জন্য এটা যে কত জরুরী তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অভ্যন্তরীন ও বৈদেশীক রাজনীতি তাদের নিজ হস্তে ধারণ করা এবং ঐ ব্যক্তির হাতে ধারণ করানো যে তাদের জন্য উত্তম এখতিয়ার চয়ন করবে তাদের জন্য ও মানবতার জন্য তাদের একনিষ্ঠ নেতৃবৃন্দের মাঝে থেকে স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তি অন্বেষণের ব্যাপারে। তখনই কেবল দূর্বলের উত্থান হবে ও তারা সবলে পরিণত হবে ও স্বার্থ ও শান্তির অংশীদারে পরিণত হবে। সবল শক্তিশালী ও সামর্থবানেরা তাদের উন্নয়ন

ও তাদের রাজনৈতিক ধারার পুরোটাই তার নিজ নিজ হস্তে ধারণ করবে। তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি উভয়ই। তাহলে স্বার্থসমূহ প্রকৃতপক্ষে রক্ষা পাবে এবং তাদের সন্তানদের রক্তের হেফাজত করতে পারবে যেন সমস্ত নাগরিক ও রাষ্ট্রসমূহ মানবতার ছায়াতলে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কল্যাণময় কাজের অংশীদার হতে পারে। যেন তারা সবাই সেখানে মানুষের শান্তির জন্য কাজ করে, প্রত্যেক মানুষের জন্যই। মানবতার স্বচ্ছলতার জন্য, প্রতেক মানুষেরই এবং পৃথিবী যেন কখনই সংকুচিত না হয় এর অধিবাসীদের জীবন জীবিকা ও প্রয়োজন মেটাতে। পৃথিবী এরকমই ছিলো এবং তা অচিরেই এরকমই হবে। আল্লাহ পাক তার জন্য যত দিন চাবেন যেন সে এইরূপ অবস্থায় থাকে।

হে বায়দাবা মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া এবং মানুষের প্ররিশ্রম, প্রচেষ্টা, সভ্যতা ও জনপদ নির্মাণ ব্যতিত উত্তম, সত্য, ন্যায়, দয়া ও শান্তির পথ ব্যতিত প্রকৃতপক্ষে কোন মানুষই মানুষ হয় না। অনুরূপভাবে কোন জনপদ ও সভ্যতা নির্মানণও হয় না, বরং তা হয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-বিবাদ ও পাষবিক জুলুম-নির্যাতন এবং রক্তপাত, ধ্বংস ও ব্যাপক বিধ্বংসর পথ। জাতি ও নাগরিকদের অতিত ইতিহাস ও তাদের দ্বিধা-দ্বন্দও এব্যাপারে প্রধান সাক্ষি এবং সতর্ককারী। আর আজকের দিনের লোভ-লালসা তো আরও বড় এবং এর দূরত্ব আরও প্রসারিত এবং এর মাধ্যমসমূহ আরও মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক।

হে বায়দাবা, নিশ্চয় মানুষ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, শক্তি-সামর্থ ও পৃথিবীর স্থায়ীত্বকালে অনেক উন্নতি লাভ করেছে ও আগ্রসর হয়েছে। তারা আজ তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ও দায়িত্ববোধ দ্বারা স্বাভাবিক প্রকৃতিতে সক্ষম মানব ও মানব ইতিহাস থেকে শিক্ষা ও উপদেশসমূহ গ্রহণ করে তাদের সুবুদ্ধি ও সুমতির দিকে ফিরে আসতে এবং শন্তির পথ, সভ্যতা ও তাদের জনপদ নির্মাণের পথের সঠিক দিশ পেতে চায়। হে বায়দাবা, প্রত্যেক একনিষ্ঠ, সংস্কারক ও চিন্তাবিদের কর্তব্য হলো কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দলবদ্ধ আত্মা নিয়ে কর্ম সম্পাদন করা সঠিক পথে উন্নতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে। সময় শেষ হয়ে আসার পূর্বে এই সুমহান ও মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে।

হে বায়দাবা আমার পুরো দেহের মাঝেই শুভলক্ষণ ও আশাবাদ কাজ করছে যে, ফিতরাতের (প্রকৃতি) উপর ওজনের পাল্লা সমান হবে। যার ওপর আল্লাহ পাকও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তা কখনই মানুষের জগত এবং মানব সভ্যতার মাঝে জুলুম ও অনিষ্টকে নেতৃত্ব প্রদান করতে দেবে না। ফেতরাতের জন্য (প্রকৃতি) অবশ্যই সত্য, ন্যায়, দয়া ও শান্তির দ্বারা নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ প্রদান করতে হবে সঠিক পথে ফিরে আসা ও নেতৃত্ব

প্রদানের জন্য। কিন্তু তা কখনই সংঘটিত হবে না মুমিন কর্মঠ একনিষ্ঠ ও উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদনকারী যুবকদের হাতের সাহায্য ব্যতিত। হে বায়দাবা, তা নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় আসবে যদি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে যায় তা'হলে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তা একেবারেই সন্নিকটে।

এসময় এসে শিক্ষাগুরু তাঁর আলোচনা থেকে বিরতি গ্রহণ করলেন ও এক ঢোক পানি পান করলেন। এ সময়টিকে বায়দাবা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং তিনি সম্মানিত শিক্ষাগুরু ইনবে বতুতাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার শিক্ষাগুরু, এই গুরুত্বপূর্ণ ও মজার আলোচনার পর আর কি কোন বিষয় আছে?

সম্মানিত বিশ্বপরিব্রাজক বললেন, হে বায়দাবা, এখানে আরেকটি বিষয় আছে, যা আমি তোমার এবং তোমার ভই-বোনদের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করতে চাই। সে বিষয়টি হলো তোমার সাথে আমার লম্বা আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে তোমার যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ভাই-বোনেরা এবং সংস্কারবাদীগণ এই দিনগুলোতে উপস্থিত হয়েছে, তাদেরকেও লক্ষ্য করে। হে বিজ্ঞ দার্শনিক ও সাহিত্যিক বায়দাবা, আর সেটা হলো আমার জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

বায়দাবা বললেন, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, কী সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য? আমি আপনার জন্য তার অন্বেষণ বাস্তবায়নে কেনা প্রচেষ্টা বাদ দেবো না।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বললেন, তুমি জান হে বায়দাবা, যতটুকু সম্ভব আমি সংস্কার ও সংশোধন ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই পোষণ করি নি। আমি চাই না, আমাকে এই কাদামাটির নশ্বর জগৎ থেকে রূহ (আত্মা) ও অবিনশ্বর জগতে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হোক। আমিও এই নশ্বর পৃথিবী থেকে ভ্রমণ করে চলে যাবো প্রত্যেক মানুষের মত রূহের (আত্মার) জগতের প্রতি যাত্রা শুরু করবো, অনাগত উত্তম ভবিষ্যত্যের আশা-আকংখা ব্যতিত। এই পৃথিবীর বুকে আগত মানুষ ও মানব জাতির জন্য আরও সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের আকাংখা ব্যতিত। অনাগত প্রজন্মসমূহের ও মানুষের জন্য পুষ্পপল্লবে সুসবিত পরিচ্ছন্ন ও উন্নতর সভ্যতার প্রত্যাশা ব্যতিত। হে বায়দাবা, অবশ্য যদিও আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে ও আমি আমার জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়েছি। হে বায়দাবা, একারণে তুমি আমার অতীত দিনগুলোতে আমাকে দেখতে পেয়েছো, আমি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম আমার চিন্তা-ভাবনায় পরিপূর্ণ হৃদয়, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা ও তার সারসংক্ষেপ তোমাদের কাছে হস্থান্তর করতে যা তুমি আমার অতীত জীবনে দেখতে পারো।

হে বায়দাবা, আর এরূপই তুমি আমাকে দেখবে ভবিষ্যতে। তোমার ও তোমার ভাই-বোনদের সাথে এবং সমস্ত সংস্কার অন্বেষী ছাত্র-ছাত্রীর সাথে আমার আলোচনার উদ্দেশ্য

আমি তোমাদের সাথে যে আলোচনা করলাম তোমরা যেন সে আলোচনা শ্রবন করেই যথেষ্ট মনে করে বসে না থাকো। বরং তুমি ও তোমার ভাই-বোনেরা যে আলোচনা শ্রবন করলে তা অন্যাদেরকেও বর্ণনা করো। আমার কাছ থেকে যে অভিজ্ঞতা তোমারা গ্রহণ করেছো তা ছোট-বড়, বৃদ্ধ-যুবক ও ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য বর্ণনা করবে। হে বায়দাবা বিশেষ করে তুমি অন্যান্যদের চেয়ে এ দায়িত্বটি পালনে বেশী সচেষ্ট থাকবে। কারণ তুমি আলোচনা ও গল্প বর্ণনায় বিশেষ পারদর্শী। যেহেতু কচিকাঁচা ও কিশোরগণ অল্প রয়স ও তারুণ্যের কারণে কখনও কখনও তাদের উপর জটিল হতে পারে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-ভাবনা ভালোভাবে আয়ত্ব করতে যে সমস্ত বিষয়ে আমি তোমারদেরকে আলোকপাত করেছি। অধিকাংশ অবস্থাতেই তাদের হাত ও তাদের চক্ষুসমূহ অনেক সময়ই পৌছাতে সক্ষম হয় না এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শণ ও চিন্তা-ভাবনার উৎসের কাছাকাছি। এ কারণে তোমার প্রজ্ঞামগ্ন দার্শণিক বর্ণনাভঙ্গি ও পদ্ধতি আলোচনার কাহিনী অবতারণা, গল্প বর্ণনা ও কথোপকথন উদ্ধৃতিতে সহায়ক হবে।

হে বায়দাবা, এতে যে সমস্ত শিক্ষা ও সন্তানদের লালান-পালন পদ্ধতি ও কথোপকথনের মাধ্যমসমূহ রয়েছে তার মধ্য হতে যেটাকে সবচেয়ে সহজ ও প্রাঞ্জল মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয় এই সমস্ত চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ সমস্ত প্রজন্মের উপকারের জন্যে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে তুমি সে পদ্ধতিই ব্যবহার করবে। তা হবে এমন পদ্ধতি যার প্রতি আমি অত্যান্ত আগ্রহী আমাদের মাঝে অনুষ্ঠিত আলোচনা-পর্যালোচনা তাদের আত্মাসমূহের সন্নিকটে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য। খুব অল্প বয়সে এবং তাদের হাড়সমূহ বক্রতার উপর শক্ত হওয়ার পূর্বেই তাদের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শণ ও উত্তম অভিজ্ঞতাসমূহ সঞ্চার করার জন্য। তুমি তাদেরকে এর দ্বারা তাদের চিন্তা-চেতনা, হৃদয় ও অন্তঃকরণ গঠনে শিক্ষা প্রদান করবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকিত করবে, তাদের অস্তিত্ব ও চলার পথ সঠিক করবে তাদের জীবনের উত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্য। তারা যেন তা থেকে উপকৃত হয় জীবন থেকে প্রস্থানের পূর্বে, নির্মাণ ও অবদাণ রাখার স্থান ত্যাগকরার পূর্বে। যেমন আমাদের সন্তানদের অবস্থা ছিলে বিগত দিনগুলোতে। আমাদের জন্য অচিরেই যা সংঘটিত হবে অনাগত ভবিষ্যতে। তারা যেন তাদের হিসাব নিকাশের তালিকা পেশ করে এবং তাদের জীবনের অর্থ সম্পর্কে উপকারী ও মূল্যবান কর্ম প্রতিবেদন প্রদান করে। তারা যে সমস্ত চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করেছে মানুষ ও সৃষ্টিজীবের জন্য জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও সহজীকরণের পথে, উত্তম কর্ম ও পৃথিবীতে সভ্যতা নির্মাণের জন্য। যেমন আল্লাহ্ পাক তার প্রজ্ঞা ও দয়া দ্বারা মানুষের জন্য চান ও ইচ্ছ পোষণ করেন।

বায়দাবা বললেন, হ্যাঁ হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আমি, আমার ভাই ও বোনেরা আপনার কাছ থেকে যা শুনলাম তা শুধুমাত্র আমাদের নিজেরাই স্মরণ করবো না বরং আপনার কাছে

থেকে আমরা যা কিছু শুনলাম ও শিখলাম তা আমরা অচিরেই বর্ণনা করবো মানুষদেরকে, ছোটদেরকে এবং বড়দেরকে। বিশেষকরে শিশু ও কিশোরদেরকে যেন তারা আপনার দিকনির্দেশনা ও মতামতসমূহের প্রজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শণ ও অভিজ্ঞতা শিখতে পারে ও তা থেকে উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এটা তাদেরকে সাহায্য করবে সফলতা ও কৃতকার্য্য অর্জণে তাদের নিজেদের ও তাদের জাতিসমূহের মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ণে এবং তাদের চতুর্পাশ্বের অস্তিত্ব ও সৃষ্টির জন্য। এটা এমন একটি উদ্দেশ্য যার প্রতি আমাদের অন্তরসমূহ আকৃষ্ট হয় হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনার অন্তরও এর আকাঙ্খা করে।

শিক্ষাগুরু একথা শুনে খুশিতে মুসকি হাসলেন এবং সকলের সম্মুখে উঠে দাঁড়ালেন। এসময় তার চেহারায় কঠিন নীরবতা ও গম্ভিরতায় ছেয়ে গেলো তিনি বললেন, হে ভাই ও বোনেরা, বিগত দিনগুলোতে তোমরা আমার কাছ থেকে অনেক কথা শুনলে এবং আমিও তোমাদের কাছ থেকে অনেক আলোচনা শুনলাম। তা ছিলো অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং নিঃসন্দেহে তা দ্বারা আমরা অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। এর দ্বারা আমরা অনেক দৃষ্টিভঙ্গীর বিষদ বিবরণ পেশ করেছি কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা ও পর্যালোচনার কোনই মূল্য নেই এবং তা অযথা আলাপ-চারিতাই হবে যদি এই আলোচনার ও কথার সাথে আমাদের আমল বা কর্ম যুক্ত না হয়।

একারণে আমি আশা প্রকাশ করি আমাদের সভাসমূহ ও আমাদের অধ্যয়নসমূহ অধিক আমল ও কর্মের সূচনা হবে। আমি চাই তোমরা প্রত্যেকে এই সভা থেকে প্রস্থান করবে কঠোর প্ররিশ্রমী ও সৃজনশীলের ন্যায় চিন্তা ভাবনা নিয়ে। এভাবে যে, সে একটি প্রকল্প শুরু করবে, যার সাথে তার কিছু সংখ্যক ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধব সহযোগিতা করবে যেন এর দ্বারা তারা সমাজিক জীবনে নতুন চিন্তা ও সেবা যুক্ত করতে পারে যা বৃদ্ধি পাবে ও বড় হবে। যেন তা দিয় তাদের জীবনের উন্নতি হয় তারা লাভবান হয় ও এপ্রকল্প ফলবান হয়।

হে ভাই ও বোনেরা, আমাদের সমাজে সম্পদ অর্জণ ও উন্নতি কখনও বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই তার নিজ হাতে প্রতিযোগিতার লাগাম ধারণ না করবে, অবদাণ রাখবে, উত্তমরূপে কর্ম সম্পাদন করবে ও উত্তম দায়িত্ব পালন করবে। যদি আমরা তা না করি, তাহলে আমাদের প্রত্যেকেই যেন একথা জেনে রাখে, আমরা যা বলছি, যে আলোচনা করছি তা শুধুমাত্র বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তার সাথে সম্পৃক্তদের মূল্য কমিয়ে দেয়, তাদের সুনাম ধ্বংস করে এবং এর দ্বারা তাদের শত্রুদের উত্তেজিত করে তোলো।

অবশেষে আমি আশা করি তোমরা আমাদের মাঝে অনুষ্ঠিত আলোচনার সারমর্ম স্মরণ রাখবে এবং আমরা যে আলোচনা করলাম তা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রাখবো, আমরা যা কিছু করবো তাতে একথা আমরা কখনও ভুলবো না।

হে ভাই ও বোনেরা, আর সে সারমর্ম হলো, আমরা আমাদের পৃথিবীতে যা কিছু করবো তা দ্বারা আমাদের জীবনের ধরণ ও মান উন্নয়ন করবো। এটা রুহানী (আত্মিক) জগতে হোক অথবা অবিনশ্বর পরোলৌকিক জীবনে। যে ব্যক্তি তার কর্ম দ্বারা উভয় জগতেই সৌভগ্যবান হলো সে কতই না সৌভাগ্যবান! হে ভাই ও বোনেরা, আমি আশা করি আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে উপদেশ প্রদান করেছি ও তোমাদের কাছে আহ্বান (দাওয়াত) পৌছিয়ে দিয়েছে। তাহলে এখন তোমরা দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শণ, দৃঢ়প্রত্যয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শক্তি ও বার্তার অধিকারী। আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের জন্য তাওফীক ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করে দোয়া করছি।

বায়দাবা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সথে সবাই উঠে দাড়ালেন শিক্ষাগুরুর প্রতি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। তাদের পশ্চাতে জাতির যে সমস্ত যুবকের আবির্ভাব ঘটবে তাদের প্রত্যয় ও কর্ম সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত কর্ম প্রচেষ্টা ও অবদান বাস্তবায়নের জন্য যার মাঝে উম্মাহর (জাতির) জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহীত রয়েছে।

এসময় শিক্ষাগুরু বায়দাবা ও তার ছাত্র-ছাত্রী ভাই ও বোনদের কাছথেকে বিদায় নিয়ে তার লাঠি হাতে নিলেন দাঁড়ানোর জন্য। তখন উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হতে একজন সুন্দরী কিশোরী পেছনের সাড়ি হতে তার পূর্বেই দাঁড়ালো এবং শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতাকে সম্বোধন করে লাজুক কণ্ঠে বললো, হে আমাদের সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আমাকে কি একটি কথা বলার অনুমোতি প্রদান করবেন?

শিক্ষাগুরু তার সুন্দর মুখের দিকে তাকালেন এবং তার মিষ্টি চেহারা পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, হে আমার কন্যা, তুমি যা বলতে চাও বলো। আমার কর্ণ তোমার কথা শ্রবনের জন্য প্রস্তুত।

কিশোরীটি বললো, হে আমার সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আল্লাহ পাক আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিক। আপনি জানেন, আমরা আপনাকে কতটুকু ভালোবেসেছি, আপনার আলোচনা, আপনার প্রজ্ঞা ও আপনার অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি। আমরা আপনার উদার অতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি। আমি আপনার মজলিসে বসে আপনার সাহচার্য্যে আপনার কাছ থেকে মূল্যবান শিক্ষা গ্রহন অব্যহত রাখতে চাই। অতএব, আপনি কি আমাকে আপনার জীবন সঙ্গীনী হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার দেশে ভ্রমণ সঙ্গীনী ও হামসফর হিসেবে? আমাকে কি রাখবেন আপনার বিষয়াদিতে সাহায্য করার জন্য? আর তা আপনার মত একজন একনিষ্ঠ সংগ্রামী ব্যক্তি যা কিছুর অধিকারী তার সামান্যতম মাত্র।

কিশোরীটির প্রতি উপস্থিত সকলেই তাকালেন এবং পরস্পরে কানাকানী শুরু করলেন ও হাসাহাসি করতে লাগলেন। তাদের মাথাসমূহ দ্বারা তার কথা সমর্থনের প্রতি ঈঙ্গিত করলেন।

শিক্ষাগুরু তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তিতি দেখতে পেলেন, সে এমন অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরী যার সৌন্দর্যে পূনির্মার চন্দ্রও ম্লান হয়ে যায়। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আমার বৎস্যগণ, তোমরা জানো, আমি জ্ঞান অন্বেষণকারী ও সংস্কারক যুবকদের ভালোবাসা ও মূল্যায়ণ কেমন অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু তোমরা জানো, আমি একজন বিশ্বপরিব্রাজক, ভ্রমণকারী ও জাযাবর ব্যক্তি যার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। সমগ্র পৃথিবী জুড়েই আমার জন্য রয়েছে দেশ, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পৌত্র ও পৌত্রীগণ। আমি আমর স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ অঙ্গীকার করেছি এবং আমার স্ত্রীও আমর প্রতি একনিষ্ঠ অঙ্গীকার করেছে। সে আমার পাশে নিরাপদে অবস্থান করেছে আমিও তার পাশে নিরাপদে অবস্থান করেছি। আমাদের মাঝেকার বন্ধন একনিষ্টতা ও বিশ্বস্ততায় পরিণত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে সম্মান ও মূল্যায়ন বিনিময়ের পাশাপাশি তা পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য। আর নিশ্চয় নারী জাতি যখন তার স্বামীর পাশে প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে তার হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা, তার আবেগ ও অনুভুতির দ্বারা, তার স্বামীর দান ও উৎসর্গের দ্বারা তখন সে তার কাছ থেকে কখনই বিচ্ছেদ হয় না। সে তার স্বামী ও তার সন্তানদের জন্য দান করে তার হৃদয়কে ও তার একনিষ্ঠ আগ্রহ ও ভালোবাসাকে। তখন আর পরিবারের মধ্যে কোন প্রতিক্ষা থাকে না এবং তাতে স্বার্থ ও পাওয়ার হিসাব নিকাশও ভিন্ন ধরণের হয় না।

হে আমার বোনেরা, অন্যদিক থেকে বিবেচনা করলে স্ত্রীকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে নির্বোধ ও ক্ষতিকারক উপদেশ্যবলী শ্রবন করা থেকে যা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গায়রাতকে (আত্মমর্যাদা বোধ) উত্তেজিত করে তোলে। কারণ তা হচ্ছে এমন কীলক (গোঁজ) যা পরিবার কাঠামোর মূলে ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কসমূহ ও পরিবারের স্থিতিশীলতার মুখে পুঁতে রাখা হয়। নিশ্চয় স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে নিবেদিত নিরাপত্তার অবদান এবং স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি স্বামীর আত্মবিশ্বাস তার নিজের মর্যাদা ও তার সন্তানদের মর্যাদা রক্ষা করা হলো এমন দুটি ভিত, যার উপর একটি সৎ, সূখী সমৃদ্ধিশালী ও স্থিতিশীল পরিবার গড়ে ওঠে। যে দুয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী জীবনের বন্ধুর গিরি পথ পার হয়ে যায় জীবনের মিষ্টির আস্বাদন ও তিক্ততার বিষাদ পেড়িয়ে একে অপরের পিঠে পিঠ লগিয়ে। হে ভাইগণ, তোমরা নিশ্চিতভাবে অবগত হও যে, প্রকৃতপক্ষে কোন পরিবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এই দুটি প্রধান ভিত ব্যতিত। তা ব্যতিত স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে যে সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিবাদ আছে তাতে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা তাদের মাঝে একটি মজবুত সম্পর্কে

পৌঁছানো। যতক্ষণ তাদের মাধ্যকার সম্পর্ককে সম্মান ও মূল্যায়নের আদান প্রদানের শিষ্টাচার নিয়ন্ত্রণ করে, হাত ও মুখের দ্বারা। অনুরূপভাবে ভালোবাসা ও দয়ার অনুভুতি দ্বারা সংশোধনে পৌঁছা সম্ভব এবং নেতিবাচক দিকসমূহ সংস্কারও সহাবস্থান করা সম্ভব অনেক ধরণের প্রচেষ্টা ব্যতিত তাদের অনেকের সাথেই।

হে আমার প্রিয় বোন, এ সমস্ত কারণে এবং যেহেতু আমি এমন একজন ব্যক্তি যার বয়স অনেক বেশী হয়ে গেছে ও নিঃসন্দেহে তার মৃত্যুর সময় ও ঘনিয়ে এসেছে। অতএব, তুমি বুঝতে পারছো আমি এমন ব্যক্তি নই যে তোমার মত অপরূপ সুন্দরী ভদ্র শিষ্ঠাচার সম্পন্ন অল্প বয়স্ক একজন মেয়ের স্বামী হওয়ার উপযুক্ত হবে। কিন্তু আমি তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি আমাকে পিতা হিসেবে গ্রহণ কারার জন্য। আমি পিতা হিসেবে তোমাকে প্রস্তাব করতে চাই যাকে আমি তোমার জন্য ভালো মনে করি। যার মাঝে আমি ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিদ্বীপ্তি ও সক্ষ্যমতার পরিচয় পেয়েছি। তোমার জন্য যার দুচোখ জুড়ে ভালোবাসা ও মহাব্বতের অনুভূতি দেখতে পেয়েছি। তোমার জন্য উত্তম স্বামী ও তোমার সন্তানদের জন্য উত্তম পিতা হিসেবে এবং তোমার সুখী সমৃদ্ধিশালী জীবনের সফরে তোমার জন্য উত্তম হামসফর হিসেবে, ইন্ শা' আল্লাহ্।

মেয়েটি তার মস্তক অবনত করলো। তার দৃষ্টি নিচু হয়ে এলো এবং বললো, যদি আপনি আমাকে আপনার সাথে নিয়ে না যান তাহলে আমি আপনার চেয়ে উত্তম কোন পিতা, উপদেশ প্রদানকারী ও শুভাকাংখী খুঁজে পাবো?

শিক্ষাগুরু সুন্দর মূখায়ায়রেব অধীকারী শান্ত ভদ্র ও সুন্দর পোষাক পরিহিত একজন যুবকের প্রতি তাকালেন যে মজলিসের ডান দিকে বসে ছিলো। তিনি তাকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে ও তার পাশে বসতে বললেন। যুবকটি তার অনুরোধে সাড়া দিয়ে দ্রুত সামনে আসলো। এরপর শিক্ষাগুরু অন্য আরেকটি যুবকের প্রতি তাকালেন যে তার মতই সুন্দর মূখশ্রী ভদ্র শান্ত সুন্দর পোষাক পরিহিত এবং সচেতন ও মেধাবী। তাকেও সামনে আসতে বললেন এবং তার সাথীর পাশে বসতে বললেন। অতপর সে যুবকটিও শিক্ষাগুরুর অনুরোধে দ্রুত সলজ্জ সাড়া দিলো। শিক্ষাগুরু তার প্রতি তাকালেন। এরপর অন্য আরেকটি সুন্দরী কিশোরী মেয়ের প্রতি তাকালেন যে প্রথম মেয়েটির মত সুন্দরী ও লাবন্যময়ী এবং তাকে তার (পূর্বের মেয়েটির) পাশে সবতে বললেন। অতপর তিনি প্রথম যুবককে লক্ষ্য করে বললেন, হে যুবক, তুমি এই মেয়েটির প্রতি যে গভীরদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলে তা আমি খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছি। আমার তিক্ষ্ণ দৃষ্টি হতে এই মেয়েটির লাজুক দৃষ্টি ও লজ্জা অদৃশ্য ছিলে না তার প্রতি তোমার দৃষ্টি নিক্ষেপের কারণে।

অতপর শিক্ষাগুরু দ্বিতীয় যুবকটির প্রতি তাকালেন এবং তাকে বললেন, হে বৎস্য, তুমিও কি আমাকে অনুমতি প্রদান করবে যেন আমি এই মজলিসে তোমার বিয়ের জন্য এই সুন্দরী

মেয়েটিকে প্রস্তাব করতে পারি? আমি মনে করি না যে, তোমাদের মত সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুপরিচিত দুই যুবক এই দুজন যুবতীর চেয়ে উত্তম কাউকে নিজেদের জন্য সতীসাদবা স্ত্রী হিসেবে পাবে। আমি মনে করি না যে, তোমরা দু মেয়ে এই দুই সৎ যুবকের চেয়ে উত্তম কাউকে জীবনে স্বামী হিসেবে পাবে। যুবক দুজন তাদের মস্তক অবনত করলো এবং তাদের দৃষ্টি মাটিতে ফেরালো তাঁকে বললো, হে সম্মানিত শিক্ষাগুরু, আপনি আমাদের সকলের পিতৃ সমতুল্য। আপনি আমাদের জন্য যা পছন্দ করবেন আমরা তা'ই মেনে নেবো। আমাদের কেউ আপনার আদেশের অমান্য করবো না।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা পন্ডিত বায়দাবার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁকে বললেন, আমি শীঘ্রই আমার ছেলেটিকে তোমার সাথে প্রেরণ করছি যেন আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আজ রাতেই এই দুজন যুবকের বিয়ে এই দুজন মেয়ের সাথে সম্পন্ন করে ফেলা যায়। আর বিয়ের সমস্ত আয়োজন আমার বাড়ীতে আমার খরচে হবে। অতএব, তোমার সাথে মা'জূনকে (কাজী সাহেব) নিয়ে এসো। তাদের পরিবার পরিজন ও বন্ধ-বান্ধবদেরকে দাওয়াত দাও এবং প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসীদের মধ্য হতে তোমরা যাদেরকে চাও আমন্ত্রণ করো। আমি নিজে হবো এই বরকতময় বিয়ের সাক্ষী, ইন শা' আল্লাহ।

হে বায়দাবা, তুমি আনন্দ-উৎসবের সমস্ত আয়োজন করতে গান-বাজনা করার জন্য শিল্পীদেরকে (কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা, যারা বিবাহ অনুষ্ঠানে গান করতে পারদর্শী) এবং গল্পকারদেরকে সাথে নিয়ে আসতে ভুল করবে না। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যেন আজকের রজনী আনন্দ-উল্লাসের রজনীতে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বরকতময় সভাসমূহের সমাপ্ত করবো।

হে বায়দাবা আমি আজ রাতের আনন্দ আয়োজনে তোমার ধৈর্য্য ও তোমার ভাই-বোনদের ধৈর্য্যের প্রতিদান দিতে চাই। তারা আলোচনা, চিন্তা-চেতনা ও অধ্যায়নের মাধ্যমে যে কষ্ট করেছে বিগত দিন ও রাতগুলোতে তার জন্য। যেখানো তোমরা ছিলে উত্তম আলাপচাতির সঙ্গী ও উত্তম শ্রোতা।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বায়দাবার হাতে একটি কাগজ দিলেন যাতে দুপুরের পরে অনেক সময় ধরে তিনি একটি সুন্দর গীতি কবিতা (হাযাজ) লিখেছেন যেন এর সুন্দর সুন্দর ছন্দ ও গানের কলির উপর নব দম্পতিরা তাদের বাসরে মিলিত হয়। এই সুভলগ্ন উপলক্ষ্যে যার মাঝে তাদের জন্য আনন্দ উল্লাস ব্যক্ত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সর্বোত্তম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও মঙ্গল কামনা করা হবে নব দাম্পতিদের জন্য এবং তাদের জন্য মঙ্গল, সুখ, সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতা কামনা করে প্রার্থনা করা হয়েছে।

শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বায়দাবাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে বায়াদাব, এই কাগজটি নাও এবং এতে আমি যা রচনা করেছি তা তোমাদের দেশের সবচেয়ে উত্তম ও দক্ষ একজন সুরকারকে দাও যেন তিনি এর জন্য উপযুক্ত একটা সূর চয়ন করেন। একে কিশোর-কিশোরীরা তাদের মিষ্টি সুরে আবৃত্তি করে নব দম্পতি দ্বয়ের বাসর উপলক্ষ্যে এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তাদের পরেও যারা আসবেন পদের জন্য ও ।

বায়দাবা মুসকি হেঁসে বললেন, আমি শ্রীঘ্রই তা করবো, হে আমার শিক্ষাগুরু। আপনি অতি শিঘ্রই তা হতে আনন্দ উল্লাসের সঙ্গিত শুনতে পাবেন যার সুমিষ্ট সুরে আনন্দে আপনার পাগড়ী দুলতে থাকবে। আপনার কর্ণদ্বয় এর মৃদু সুর ও সুন্দর শব্দসমূহ ও সুমিষ্ট সঙ্গীত বজতে থাকবে।

বিকেলে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী ও মহল্লার সন্তানেরা, যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ে সবাই আগমন করলো তাদের সুন্দরতম লোকজ ঐতিহ্যবাহী গহনা পরে, মার্জিত পোশাকে ও আলতা সুসজ্জিত হয়ে। অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর আলতা তাদের সুদর্শণতম পা ও সুন্দরতম চেহারাসমূহে ঝলমর করছে যেন তারা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ নীল আকাশের বুকে উজ্জ্বল নক্ষত্র। এর দ্বারা তারুণ্যের মনমুগ্ধকর দৃষ্টিসমূহ অন্তরে সুমহান অনুভুতি জাগ্রত করে এবং মহৎ মানবিক আবেগের সৃষ্টি করে মমত্যবোধ, অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে। যা অপ্রয়োহনীয় মনরম যৌন আবেগময় ও শরীরের সুন্দর অঙ্গ, লজ্জাসকর অঙ্গ ও সতরসমূহ প্রদর্শ থেকে মুক্ত, তা এই উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন সভ্য সমাজে অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয় যা শুধুমাত্র পারিবারিক দাম্পত্য বিষয়াদীতেই সীমাবদ্ধ। তা সবার জন্য ভক্ষণযোগ্য উন্মুক্ত খাদ্য নয় এবং তা পাসবিক প্রদর্শন ও আহবানও নয় যা উলঙ্গ শরীরের মনোরম অঙ্গসমূহকে আহবান করে, স্বেচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায়। যা তার পাশ দিয়ে যারা চলাফেরা করে তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে সামরিক দূর্দম ভালোবাসা জাগ্রত করবে। তাদের ঐৎসুক্য নাড়া দেয় এবং তা দ্বারা বিনা প্রয়োজনে অথবা বিনা দরকারে বিপথগামিতার পথসমূহ প্রসারিত হয়। প্রবৃত্তির প্রবনতার রাস্তাসমূহ বিস্তার লাভ করে এবং তাকে প্রজ্জ্বলিত করবে। একরণে তুমি এ জাতীয় একটি উন্নত সমাজে সুন্দর মার্জিত রংবেরংগের পোষাকসমূহে সুসজ্জিত নারী ও যুবতী মেয়েদের উজ্জ্বল মুখমন্ডল ও হাতসমূহ ব্যতিত আর কিছুই দেখতে পাবে না। যেহেতু নারীদের হাত কাজকর্মের জন্য একটি বিশেষ অঙ্গ ও উপকরণ এবং যেহেতু মানুষের মুখ মন্ডল তার ব্যক্তিত্ব, তার ইচ্ছা ও তার পবিত্র অধিকার। একরণে মুখকে ঢেকে রাখা যায়েজ নয় (শাফেয়ী ও মালেকী মাজহাব মতে) এবং মুখে থাপ্পর মারা ও এর ওপর চড়াও ঠিক নয়।

এই সমস্ত সুন্দর সুন্দর গহনায় এবং আনন্দ দায়ক মনোরম পদক্ষেপসমূহের মাঝে যুবকদের দলসমূহ আনন্দ উল্লাসে ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গীত পরিবেশনা ও গানবাজনা করার

প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সুনিষ্ট সুরে সুন্দরতম গীতি কবিতাসমূহ দ্বারা। তারা বাড়ীর সম্মুখের প্রশস্ত ও সুবিস্তৃত আঙ্গিনা ভরে ফেলেছে এবং আঙ্গিনায় কিশোর ও কিশোরীরা মুখোমুখি সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে সুন্দর সুচারুরূপে লোকজ নৃত্য প্রদর্শনের জন্য যা অনেকটা শাম দেশে (বতৃমান জর্দন, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল) আদ-দাবাক্কাহ নৃত্যের (একটি দলীয় নৃত্য যাতে নৃতকারগণ সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে একে অপরের বাহুবদ্ধ থেকে অথবা হাত ধরে নূপুর নিক্কন ও বাজনার তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে) সাদৃশ। যা গর্ব, আত্মমর্যাদা, তীবন্ধাজী ও বীরত্বের অর্থে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে সর্ব প্রকার উল্লাসে, নীপূনতায় ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে।

তারা দাবাক্কাহ নৃত্য ও গান শুরু করলো এভাবে যে, ছন্দের তালে তালে তাদের সারিসমূহ কাছে আসে এরপর দূরে সরে যায়। অতপর কিশোরদের বৃত্তসমূহ ঘোরে এবং কিশোরীদের র্বত্তসমূহ একের পর এক পর্যায় ক্রমে ঘোরে যেন তারা পর্যায়ক্রমে সারিবদ্ধভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে । এরপর তারা নতুন করে কিশোর ও কিশোরীদের বৃত্তে প্রত্যাবর্তন করে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যেন তারা মার্জিত আচরণের নিময়ম-কানুন মেনে চলতে পারে এবং একই সময় তারা সুযোগ রাখে অঙ্গভঙ্গির স্বাধীনতার ও চমৎকার নৃত্য প্রদশর্নীর। একটি বৃত্ত অপরটিকে ঘিরে ফেলে এরপর সমস্ত বৃত্ত ভেঙ্গে একটি বড় বৃত্তে সারিবদ্ধ হয় যার এক প্রান্তে কিশোর এবং অন্য প্রান্তে কিশোরীরা অবস্থান করে। যেন তারা এই বৃত্ত ভেঙ্গে নতুন করে দুটি মূখোমুখি সারিতে অবদ্ধ হতে পারে, একটি কিশোরদের আর অপরটি কিশোরীদের। এভাবে পর্যায়ক্রমে গান-বাজনা, আনন্দ-উল্লাস ও পবিত্র যুব আনন্দ-উল্লাস চলতে থাকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। তখন বাদক শিল্পীরা আগমন করে ও নব দম্পতি দ্বয়ের কাছে এগুতে থাকে যারা উজ্জ্বলতা ও সৌন্দদের্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে বসে আছে। তারা যেন অন্ধকার বাতে লাবণ্য, সৌনদের্য্য ও লজ্জায় মধ্যরাতের পূর্ণিমার চাঁদ। আর আনন্দের আতিসয্যে আবেগে আপ্লুত হয়ে অনন্দ আশ্রু যেন তাদের চোখ হতে দুগন্ড বেয়ে ঝর্ণা ধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে।

সবাই সারিবদ্ধ হলো এবং কিশোরকিশোরীদের দল দুটি সারিতে আবদ্ধ হলো। তারা নব দম্পতিদেরকে স্বাগত জানিয়ে মোস্তফার (নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আগমেনের সংবর্ধনায় রচিত ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত পরিশোনা শুরু করে দিল (তাঁর উপর সর্বোত্তম সালাম সর্বোৎকৃষ্ট শান্তি বর্ষিত হোক)। যখন ইসলামের সোনালী প্রভাত পূর্ব দিগন্তে উদিত হয় এবং মানবতার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ইসলামের উজ্জ্বল সূর্য্য উদ্ভাসিত হয়। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলইহি ওয়া সাল্লাম'র প্রতি তাদের ভালোবাসা ব্যক্ত করে এবং সেই আনন্দঘন অনুষ্ঠানের শুভ কামনায়।

من ثنية الوداع		طلع البدر علينا
ما دعا لله داع		وجب الشكر علينا
جئت بالأمر المطاع		أيها المبعوث فينا

আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে,

আল-অদা পর্বতের গিড়ি পথ দিয়ে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন আমাদের ওপর অবশ্যক হয়েছে,

যখন আল্লাহর জন্য একজন আহবানাকারী আহবান করেছেন।

হে আমাদের মাঝে প্রেরিত পুরুষ (রাসুল),

আপনি অনুসরণীয় আদেশ নিয়ে আগমণ করেছেন।

সোফার.ওপর উপবিষ্ট বরকনেদেরকে ঘিরে অবস্থান স্থিতিশীল হওয়ার সাথে সাথে বাদক শিল্পী দল সমনে আসলো। তাদের সাথে আসলো গায়করা। তারা বরকনেদের সম্মুখস্থ সারিগুলোর মাঝে এসে দাঁড়ালেন। এরপর তারা বাজনার তালে তালে গীতি কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন আনন্দদায়ক নৃত্যময় পদক্ষেপসমূহের সাথে সাথে শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার স্বহস্তে লিখিত সঙ্গীত পরিবেশনায়। সেখানে তিনি ও বায়াদাবা বরকনেদেরকে ঘিরে বসে থাকলেন তাদের পরিবারে বিশেষ লোক জনদের সাথে।

তারা সম্মানিত শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার সঙ্গীত পরিবেশনা করছে তাঁর ও পরিবার পরিজন ও অন্যান্যদের আনন্দ ব্যক্ত করে এই আনন্দঘন শুভবিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে।

يا أهل الحي
يا أهل هذي الدار
صلوا على المختار
وصحبة الأخيار
صلوا

হে এই মহল্লার অধিবাসীগণ,

হে এই বাড়ীর লোকজন,

তোমরা দরূদ পড়ো চয়নকৃত ব্যক্তির ওপর,

এবং তার সর্বোত্তম সাহাবীগণের ওপর।

তোমরা দরূদ পড়ো।

يـــا أهـــل حارتـــنا
يـــا أهـــل حـتـتـــنا
اللـــيـــلة ليلـــتـــنا
اللـــيـــلة فـــرحتنا
بأجـــــمل العـــرسان
وأنـــــبل العـــــرسان
فـــي كـــل بلدتـــــنا

হে আমাদরে জনপদবাসীগণ,
হে আমদরে শান্তিপূর্ণ জনপদের অধিবাসীগণ,
অদ্য রজনী আমাদের রজনী,
অদ্য রজনী আমাদের আনন্দের রজনী
সুন্দরতম বরকনেদেরকে ঘিরে
এবং সকল দেশে সবচেয়ে মহৎ বরকনেদেরকে নিয়ে।

يـا أهـــل هـــذا الـحي
يـا أهـــل هـذي الـدار
و أهـــل حـــــارتـنا
و أهـــل حـتـتـــــنا
غـــنوا لــــهم غـــنوا
بأجـــمل الأشـــعار
غـــنوا لــــهم غـــنوا
وأطـــــربوا الســـمار

হে মহল্লাবাসীগণ,
হে বাড়ীর অধিবাসীগণ,
হে আমাদের জনপদবাসীগণ,
হে আমাদের শান্তিপূর্ণ জনপদবাসীগণ,
তোমরা তাদের জন্য গান গাও, তোমরা গান গাও
সুদরতম সুরে
এবং সুন্দরতম কবিতার ছন্দে।
তোমরা তাদের জন্য গান গাও, তোমরা গান গাও
আর তোমরা বাদ্য বাজাও।

يا كــــل أحبـــابــــنا
يــا كـــل أصحــــابـنا
دقـــوا طـــبول الفـــرح
فـــي فــــرحة الأحـــباب
قـــلوبنا نشـــوة وفرح
فـــي ليـــلة فرحتــــنا
بزيـــــنة العــــــرسان
فـــي كـــل بلـــــدتــــنا

হে আমাদের সকল প্রিয়জন ও বন্ধুবান্ধব,
হে আমাদের সঙ্গীসাথীগণ,
তোমরা আনন্দের তবলা বাজাও
প্রিয়জনদের আনন্দ উল্লাসে
তোমাদের হৃদয়সমূহের সুগন্ধিময় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে
আমাদের আনন্দ রজনিতে, আমাদের প্রতিটি দেশে বরকনের সুসজ্জায়।

يــا نســـمة النــــوار
وغـــنوة الأطـــــيار
فـــي ليـــلة الأفـــراح
هـــنوا حـــبايبــــنا
وجمـــــعة حـــبايبـــنا

হে ফুলের সৌরভ,
হে পাখির কলকাকলি,
অদ্য আনন্দ রজনিতে
তোমরা আমাদের প্রিয়জনদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো,
তোমরা আমাদের প্রিয়জনদের জন্য গান গাও
আমাদরে প্রিয়জনদের দলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো।

يـــا أهـــل بلـــدتـنا
وكـــل أحـــبابـــنا
بالحـــب والأشـــعار
والـــورد والأزهـــار
حـــيوا حـــبايبـــنا
وهـــنوا حـــبايبـــنا

হে আমাদের দেশবাসীগণ,
এবং আমাদরে প্রত্যেক প্রিয়জন,
ভালোবাসা ও কবিতাসমূহ দিয়ে
গোলাপ ও ফুলরাশী দিয়ে তোমরা আমাদের প্রিয়জনদেরকে সংবর্ধনা দাও
তোমরা আমাদের প্রিয়জনদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো।

يــــا أهــــل حارتــنا
وأهــل حتتـــــــنا
شـــــوفوا حبــــايبـنا
نالـــــوا المــنى نالـــوا
نالــــوا الهــنا نالــــوا
وفرحـــــوا الأحـــباب
هــنوا حــبايبــــــنا
وغـــنوا لحـــبايــبنا

হে আমাদের জনপদবাসী,
হে আমাদের শান্তিপূর্ণ গ্রামবাসী,
তোমরা আমাদের প্রিয়জনদেরকে দেখ,
তোমরা সৌভাগ্য অর্জন করো, তোমরা সৌভাগ্য অর্জন করো
তোমরা পরিতৃপ্তি অর্জন করো, তোমরা পরিতৃপ্তি অর্জন করো
তোমরা প্রিয়জনদেরকে আনন্দ দাও
তোমরা আমাদের প্রিয়জনদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো
এবং তোমরা আমাদের প্রিয়জনদের জন্য গান গাও।

دقـــوا طـــبول الفـرح
غـــنوا أغــاني الفــرح
في فــرحة الأحـــــباب
فـــي ليـــلة فــــرحتنا
غـــنوا لحــــبايـــبنا
وهـــنوا حــــبايبــــنا

তোমরা আনন্দের তবলা বাজাও
তোমরা আনন্দের গান গাও
প্রিয়জনদের আনন্দে

আমাদের আনন্দের রাত্রিতে
আমাদের প্রিয়জনদের জন্য তোমরা গান কর
এবং আমাদের প্রিয়জনদেরকে সংবর্ধনা দাও।

يـــا رب تحميـــــــهم
يـــا رب تســـــعدهم
تســـعد لياليـــــهم
ما حـــط طـــير وطـار
وطلـــعت الأز هـــار
وغنــــت الأطـــيار
وطلـــع نـــور الضحى
هلـــلت الأقـــــمار
فـــي كـل أرض وسـما
وفـــي كـل ليل ونـــهار
غـــنوا لحـــبايبـــنا
وهنـــوا حـــبايبـــنا
وادعـــــــــــوا

হে রব তুমি তাদের হেফাজত করো
হে প্রতিপালক তুমি তাদের সুখী কর
তাদের রাত্রিগুলোকে আনন্দঘন করো
যতদিন পাখি পড়ে ও উড়ে যায়,
ফুলসমূহ ফোটে,
পাখিরা গান গায়,
উষার আলোতে উদ্ভাষিত হয়
প্রতিটি পৃথিবী ও দিগন্তে
প্রতি রাতে ও দিনে
তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্রদের জন্য গান গাও
তোমরা আমাদের প্রিয় পাত্রদেরকে সংবর্ধনা দাও
আর তোমরা আমাদের প্রিয়জনদের জন্য দোয়া করো।

يـــا أهـــل كـل الـحي
وكـــل أحـــبابـــنا
صلـــوا علـــى المختار
وآلـــه الأطـــــهار
وصحـــبة الأخـــيار

হে সকল মহল্লাহবাসী,
হে আমাদের সকল প্রিয়পাত্র,
তোমারা চয়নকৃত মহা মানবের প্রতি দরূদ পড়ো,
তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজনের উপর ও তাঁর উত্তম সাহাবীগণের উপর।

ما ذر قرن الشمس
وطلع نور الفجر
يفتح الأزهار
ويزهر النوار
صلوا
صلوا على المختار
يا أهل بلدتنا
صلوا عليه وصلوا
صلوا

যত দিন পর্যন্ত সুর্য্যরশ্মী উদিত হয়,
প্রভাতের আলোক উদ্ভাসিত হয়
এবং ফুল ফোটে ও পুষ্প পল্লবে ভরে ওঠে
তোমরা দরূদ পাঠ করো
তোমরা তাঁর উপর দরূদ পাঠ করে , দরূদ পাঠ করো
তোমরা দরূদ পাঠ করো।

এসময় সকলেই সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো:

اللهم صل وسلم وبارك عليه

হে আল্লাহ, তুমি তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করো ও তার উপর বরকত নাজিল করো।
****

সঙ্গীত পরিবেশন শেষ হওয়ার সাথে সাথে বরকনেরা উঠে গেলো। শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা এবং বায়দাবাও তাদের পেছনে পেছনে উঠে গেলেন। বিশেষ করে পরিবার পরিজন ও সমস্ত আমন্ত্রিত মেহামান সুস্বাদু খাবার পরিবেশনের স্থানে চলে গেলেন। যার মাঝে বায়দাবা তার উত্তম নির্বাচন দ্বারা নতুনত্ব এনেছেন যেন তা সমস্ত প্রিয়জন ও সঙ্গী সাথীর জন্য প্রকৃতপক্ষে আনন্দ উল্লাসের রজনীতে প্ররিণত হয়।

বায়দাবা বলেন এটা এমন একটি রজনী ছিলো উপস্থিতদের মাঝে কেউ তাকে ভুলতে পারবে না। এটা আমাদের আনন্দ ও সম্মানিত শিক্ষাগুরুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তাঁর ভ্রমণ ও বিদায় আমাদের অন্তরে সাংঘাতিক ভাবে দাগ কেটেছিলো এবং আমাদের হৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার করেছিলো। এ জন্য আমাদের অন্তরসমূহ তাঁর প্রাপ্য যথাযথ ভালোবাসার স্মৃতি ও সম্মান বোধ চিরঞ্জীবি করে রেখেছিলো।

॥ ১৩ ॥

গুপ্তধনের রহস্য উদঘাটন

বায়াদাবা বলেন, কিন্তু কঠিন বিষয় হলো কোন অনিষ্টকারী যেন আনন্দের স্বচ্ছতা ঘোলাটে না করে। সৌভাগ্য বসতঃ নিরাপত্তা প্রতিনিধি অনুষ্ঠান শেষ হওয়া ও তা পরিপূর্ণ আনন্দ-উল্লাসে সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই শিক্ষাগুরুর কাছে দৌড়ায়ে আসে নি। যখন সে আমদের নিকটবর্তী হলো তখন আমি ও শিক্ষাগুরু ইতোমধ্যে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি। প্রথমে আমি তাঁকে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তারপর আমি আমার বাড়ীতে ফিরে আসবো বলে।

পাহারা ও নিরাপত্তা কর্মী ব্যক্তিটি শিক্ষাগুরুর কাছে আসলেন এবং খবর দিলেন, তাঁরা ঘরে অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করা হয়েছে যখন সে ঘরের আসবাবপত্র এলোমেলো করছিলো এবং তাতে কোন কিছুর জন্য খোঁজাখুঁজি করছিল। সে তার মজবুত লাঠি দ্বারা দেয়ালে আঘাত করছিলো দেয়ালের মাঝে কোন ছিদ্র অথবা গুপ্ত একটা কিছু অনসন্ধান করার জন্য শিক্ষাগুরু তা দেয়ালের মাঝে লুকিয়ে রাখতে পারেন এই ভেবে।

নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিটি বললেন, যে বিষয়টি নিয়ে আমরা একই সময় আফসোস করছি হে শিক্ষাগুরু, তাহলো অনুপ্রবেশকারী আমাদের দেশের কোন সন্তান নয় বরং সে আপনার নাবিক মাসউদ। যে আপনাকে জাহাজে আরোহণ করিবে আমাদের দেশে বয়ে এনেছে এবং যে আপনার মজলিসে নিয়মিত উপস্থিত হয়। সে আপনার শিক্ষা ও আলোচনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মাঝে অন্যতম একজন। হে শিক্ষাগুরু, আমরা যখন তাকে পাকড়াও করলাম তখন নিজেদের চক্ষুকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি। যাহোক, সর্ব অবস্থাতেই সে তার অপকর্মের জন্য অচিরেই কঠিন শাস্তি পাবে।

বায়দাবা বলনে, বিস্ময়বিহবলতা হঠাৎ করে শিক্ষাগুরুর চেহারাপটে স্পস্ট হয়ে উঠলো। অনুরূপভাবে আমরা সকলেই বিষয়টি নিয়ে হতবম্ব ও বিস্মিত হলাম।

শিক্ষাগরু তারা স্বাভাবিক গাম্বির্য্য নিয়ে বললেন, তোমাদের কোন দোষ নেই। আমি চাই তোমরা আমাকে সেখানে নিয়ে যাও যেখানে সে ব্যক্তিকে বন্ধি করে রেখেছো। আমি তার সাথে কথা বলতে চাই এবং তার সথে আলোচনার আলোকে তার ব্যাপারে আমরা শীঘ্রই পরামশ্যক্রমে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহন করবো আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যাতে মঙ্গল রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি চললো। শিক্ষাগুরুও তাকে অনুসরণ করে হাঁটতে থাকলেন। তার সাথে যাচ্ছিলেন বায়দাবা। প্রত্যেকে তাদের বুদ্ধিতে অনুমান করার চেষ্টা করছেন, ঘটনাটির অর্থ ও কারণ কী হতে পারে কিন্তু এতে কোন ফল হলো না। শিক্ষাগুরু

পুলিশ কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে পুলিশ কেন্দ্রের প্রধান দাঁড়িয়ে শিক্ষাগুরুকে ও বিজ্ঞপন্ডিত বায়াদাবাকে স্বাগত জানালেন এবং তাদেরকে মেহমান সংবর্ধনার জন্য প্রস্তুতকৃত আসনে বসালেন। এরপর তিনি নাবিক মাসউদকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন।

বায়দাবা বলেন, নাবিক মাসউদকে উপস্থিত করা হলো তার হস্তদ্বয় লোহার বেড়িতে বাঁধা অবস্থায়। সে শিক্ষাগুরুর সম্মুখে লজ্জায় রাঙ্গা চেহারা নিয়ে চোখ নিঁচু করে দাঁড়ালো শিক্ষাগুরুর অধিকারের ব্যাপারে তার দুহাত যে অন্যায় করেছে, তার জন্য।

শিক্ষাগুরু মাসউদের জন্য একটি চেয়ার দিতে বললেন। পুলিশফাঁড়ির প্রধানকে মাসুদের হাতকড়া খুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তারপর তিনি মাসউদকে চেয়ারে বসার নির্দেশ দিলেন। মাসউদ চেয়ারের এক কোণায় বসলো শিক্ষাগুরুর ভয়ে ও লজ্জায়। তখন শিক্ষাগুরু মাসউদের দিকে এগিয়ে এলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে যে অপরাধ করেছে তার কারণ কী। সে কী জিনিস খোঁজা-খুজি করছিলো দিনের পর দিন কোন প্রকার ক্লান্তি-শ্রান্তি ছাড়াই? শিক্ষাগুরুর ঘরে ও তাঁর ঘুমানোর কমরায় যে ক্ষতি ও ধ্বংস সে করেছে সে সম্পর্কেও তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেলন।

শিক্ষাগুরু মাসউদকে বললেন, তুমি আমার সাথে ঐ জাহাজের ওপর ছিলে যে জাহাজ আমাদেরকে এই দেশে বহন করে নিয়ে এসেছে। তুমি আমার দীর্ঘ্য সফর সঙ্গী এবং আমার সবচেয়ে নিকটতম মানুষ ছিলে। আমার কাছ থেকে কখনই তুমি বিচ্ছেদ হতে আগ্রহী ছিলো না। এমনকি আমরা এই দেশে পৌঁছানোর পরও তুমি আমার কাছে কাছেই ছিলে ও আমার সাহচার্যে ছিলে। তুমি আমাদের শিক্ষা ও আলোচনায় অন্যান্য লোকজন ও ছাত্রদের তুলনায় সবচেয়ে বেশী নিয়মিত উপস্থিত হতে। সে কারণে তুমিই সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত ছিলে এ বিষয়ে জানার যে, আমার নিকট এমন কিছু নেই যা চুরি করার জন্য কেউ ব্যাকুল হবে অথবা তা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে। আমি কোন কিছুরই মালিক হতে চাই না শুধুমাত্র যাকিছু আমার সর্বনিম্ম প্রয়োজন মেটায় ও আমার ক্ষুধা নিবারণ করে তা ব্যতিত। তাহলে হে মাসউদ, তুমি কেন একাজ করলে যা তুমি করেছো ? কেন এ অপরাধ করলে যা তুমি করেছো ? তুমি কী খুঁজছিলে? তোমার খোঁজার বিষয়টি আমার অন্তরে উদ্বিগ্নতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে আমরা এই দেশে পৌঁছার পর হতেই।

মসউদ চুপ চাপ বসে থাকলো। সে এর কোন উত্তর খুজে পাচ্ছিল না। শিক্ষাগুরু মাসউদকে বললেন, হে মাসউদ আমি তোমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছি তার উত্তর দাও। তোমার এই অপকর্মের গুরু রহস্য কী আমাকে খুলে বলো। তোমার জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা হতে এটাই একমাত্র তোমার মুক্তির পথ যদি আমরা তোমার কথার সত্যতা স্বীকার করি এবং সঠিক বলে স্বীকৃতি প্রদান করি।

মাসউদ বললো, হে আমার মহোদয় শিক্ষাগুরু, আমি মনে করি, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না যদিও আমি আপনাকে প্রকৃত সত্য কথাটিই বলবো।

শিক্ষাগুরু বললেন, তোমার আর কিছুই করতে হবে না, তুমি শুধুমাত্র আমাদেরকে প্রকৃত সত্য বিষয়টি সম্পর্রে বলো। কারণ এজাতীয় কঠিন অবস্থানে মুক্তির জন্য সত্যের চেয়ে উত্তম কোন পন্থা নেই।

নাবিক বললো, হে আমার মহোদয় শিক্ষাগুরু, আমার একাজটি করার মূল কারণটি হলো, আমি একজন দরিদ্র মানুষ। আমার স্ত্রী, মা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে যাদেরকে আমারই দেখাশোনা করতে হয়। ওরা অত্যন্ত কষ্টে জীবন যাপন করে। ওরা বড় হতভাগা! আর আমি মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটাই তাদের থেকে অনেক দূরে তাদের জন্য জীবন জীবিকার সন্ধানে। হে আমার মহোদয়, যখন আমরা জাহাজের উপরে ছিলাম বিস্তৃত উত্তাল সাগরের বুকে তখন আমি আপনাকে বলতে শুনেছি, আপনি জাহাজের একজন যাত্রীর সাথে আলোচনা করছেন আপনার দুটি প্রিয় গুপ্তধন সম্পর্কে। সে দুটি থেকে আপনি কখনই বিচ্ছিন্ন হন না আপনার নিজগৃহে অবস্থান কালে অথবা ভ্রমণ কালে। যে গুপ্তধন দুটির সমতুল্য বিশাল প্রাচুর্য্য সম্ভারও নয়,তা যতই বেশীই হোক না কেন।

সেটা ছিলো জাহাজের উপর আমাদের সর্বশেষ দিন। আমি আপনার জাহাজের ছাদের উপর নামজে যাওয়ার সুযোগটির সন্ধানে ছিলাম। আমি জিনিষপত্র দেখেছি এবং তাতে তন্ন তন্ন করে এই গুপ্তধনের অনুসন্ধান করেছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কিছুই খুঁজে পাই নি।

শিক্ষাগুরু বললেন, হ্যাঁ, আমার মনে পড়ে। সে রাত্রিতে আমি যখন জাহাজে আমার শোবার কক্ষে ফিরে আসি তখন আমার জিনিষপত্র এলোমেলো অবস্থায় পেয়েছিলাম কিন্তু তখন এ সম্পর্কে কোন গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন অনুভব করি নি। আমি ধারণা করেছিলাম, জাহাজের ঝাঁকিতে এবং সামদ্রিক হাওয়ায় সবকিছু এলো মেলো হয়ে গেছে।

অতপর শিক্ষাগুরু তাঁর কথার বাকী অংশ এই বলে শেষ করলেন, "হ্যাঁ, তুমি তোমার বক্তব্য পূর্ণ করো হে যুবক।

মাসউদ বললো, একারণেই আমি সে সময় থেকে আপনার সাহচার্য্যে ও আপনার পদক্ষেপসমূহ অনুসরণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়েছি। আপনার গুপ্তধনসমূহকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এবং তা দ্বারা আমার দরিদ্র ও অভাবী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য। একারণে আমি আপনার অনুপস্তিতি ও আপনার সঙ্গীসাথীদের অনুপস্থিতির অনুসন্ধান ওঁৎ পেতে ছিলাম ঘরের মধ্যে অনুপ্রবেস করার জন্য। যেখানে যেন আমি সেই মহামূল্যবান গুপ্তধনটি খুঁজে পাই কিন্তু ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা কর্মী আমাকে পাকড়াও করে ফেললো। আমি

আপনার জ্ঞান অন্বেষী ছাত্র-ছাত্রী, ভক্ত-অনুরক্তদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলাম তাদের অনন্দ অনুষ্ঠানের দিন গুপ্তধটি খুঁজে পাওয়ার জন্য। বিশেষকরে আপনার কাফেলা যাত্রার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি আশংকা করছিলাম যে, গুপ্তধনগুলো আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে, আমি আর ওগুলোকে খুজে পারোনা। সকলেই শিক্ষাগুরুর দিকে তাকালেন আর তাদের দৃষ্টিসমূহ এই গুপ্তধনের ব্যাখা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে যে সম্পর্কে নাবিক মাসউদ কথা বললো।

নীরবতা সবাইকে আবৃত করে ফেলেছে শিক্ষাগুরু শীঘ্রই কী বলবেন তা শোনার প্রতিক্ষায়। এর দ্বারা তিনি এই সমস্ত রহস্যজনক অজ্ঞাত ত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। যে সম্পর্কে তারা মাসুদের মুখ থেকে শ্রবন করলো তার কোন কিছুই না বুঝে অথবা তাকে বিশ্বাস করতে পাললো না।

শিক্ষাগুরু অট্টো হাঁসিতে ফেটে পড়লেন, তাঁর পাগড়ী তাঁর মাথার উপর থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। যদি তিনি সেটাকে দ্রুত ধরে না ফেলতেন তাহলে পড়েই যেতে। উপস্থিত সকলের হতবিহ্বলতা বৃদ্ধি পেলে। শিক্ষাগুরুর আট্রো হাসিও ছিলো আরেকটি বিশ্ময় যা তারা প্রত্যাশা করে নি। তারা অনুধাবনও করতে পারছে না যে, এই হতবিহ্বলতা ও বহস্যের মাঝে কী কারণে শিক্ষাগুরু এভাবে অট্টো হাঁসিতে ফেটে পড়লেন।

বায়দাবা বললেন আমি সম্মানিত শিক্ষাগুরুর প্রতি দৃষ্টি পাত করলাম। এ মতাবস্থায় আমার পুরোটাই বিশ্ময় ও হতবিহ্বলতায় পরিপূর্ণ। আমি তাঁকে বললাম, হে শিক্ষাগুরু, আল্লাহ্ পাক আপনার দাঁত হাঁসিতে ভরে তুলুক কিন্তু আমরা জানি না মাসউদ যা বললো তাতে আপনি কেন এভাবে হাঁসলেন। এই গুপ্তধনের বিষয়টি কী যা মাসউদ উল্লেখ করলো, আপনি যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যখন আপনি জাহাজের ওপর আরোহিত ছিলেন?

শিক্ষাগুরু বললেন তোমরা ধীরেসুস্থ্যে শোন, তাড়াহুড়া করো না। কারণ তোমরা জানো, আমার মত একজন ব্যক্তি কোন ধনসম্পদের মালিক হয় না। আমি বুঝতে পারলাম এই দরিদ্র ব্যক্তি তার অজ্ঞতার কারণে ধারণা করেছিলো যে, আমি অনেক ধনসম্পদের অধিকারী। এই দরিদ্র ব্যক্তিটি নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলেছে তা খোঁজ করে এবং তার বেহুদা কাজ কর্ম দ্বারা। সে তার লোভ-লালসা দ্বারা আমাকে বিরক্ত করেছে। তার যদি একবিন্দু পরিমান বিবেকবুদ্ধি থাকতো তাহলে সে বুঝতে পারত আমি যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, তা কখনও ধনসম্পদ ও অমূল্য রত্ন হওয়া সম্ভব নয়।

আমার প্রিয় মহা মূল্যবান গুপ্তধন আমার অন্তরের মাঝে লুকায়িত আছে, যার সমতুল্য বিপুল রিমান সম্পদও নয়। হে সম্মানিত মহোদয়গণ, তা ছিলো একটি মুসহাফ (কুর'আন মাজীদ) ও নামাজ পড়ার জন্য একটি জায়নামাজ। এছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এদুটি সম্পদ

আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে মূল্যবান। আমার পিতা-মাতা আমার জন্য যা কিছু রেখে গেছেন তার মধ্য হতে এদুটো আমার কাছে আছে। ঐ মুসহাফটি (কোরআন মাজীদ) ও সেই জায়নামটি ছিলো তাদের প্রিয় বন্ধু। তাদের ইবাদত, তাদের কেরা'আত, তাদের নামাজ এবং তাদের তাহাজ্জুদে। এ কারণে আমি এ দুয়ের মাঝে তাদের গন্ধ পাই ও তাদের অম্লান স্মৃতি খুঁজে পাই যার সমতুল্য আমি আর কোন কিছুকেই মনে করি না পৃথিবির কোন ধন-সম্পদ ও স্মৃতিসমূহ হতে। আমি এ সমস্ত স্মৃতি চারণ করি যখন এ দুটি আমার দু হাতের সামনে থাকে। আমার শৈশবের স্মৃতি এবং আমার হৃদয়ের প্রতি আমার পিতা-মাতার প্রিয় সাহচার্য্যের স্মৃতি। আমার বয়বৃদ্ধি ও বার্ধক্য সত্ত্বেও আমি যেন আমার মাথা তাদের কোলে রেখে শুয়ে থাকি যেমন করতাম আমার শৈশবকালে তাদের সাথে। আমার গুপ্তধন দুটি ছিলো তার দু চোখের সম্মুখে টেরিলটির উপর আমার ঘুমানোর কক্ষে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি কীভাবে এরকম একটি গুপ্তধনকে দেখবে যার নাফসের (আত্মার) উপর লালসা প্রাধান্য লাভ করেছে?

বায়দাবা বললেন, আজকের দিনে আমাদের উপর দিয়ে যে সমস্ত বিশ্ময় অতিবাহত হচ্ছে তার মধ্যহতে শিক্ষাগুরুর উত্তর আমাদেরকে বড় বিস্ময়ের দিকে নিয়ে গেলো ।

বায়দাবা বললেন, বিস্ময় আমাদেরকে হতবিহ্বল করে ফেলা ও আমাদের বুদ্ধি লোপ করে দিলো। আমরা আমাদের বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম। আমরা জানি না কী বলবো। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আমরা সবাই অট্টো হাঁসিতে ফেটে পড়লাম। এরসাথে যোগ দিলো পুলিশকেন্দ্রে যে সমস্ত লোকজন ছিলো তারাও। যারা অবলোকন করছিলো আমাদের মাঝে কেমন ধরণের সব বিস্ময়কর ও হতবিহ্বলকারী ঘটনা ঘটছে। আর এমতাবস্থায় আমরা আমাদের হাসি সংবরণ করতে পারছিলাম না।

আমাদের বিক্ষিপ্ত আত্মাসমূহকে একত্রিত করলাম যেন শিক্ষাগুরু পুলিশকেন্দ্রে পরিচালককে বলেন, হে মহোদয় আপনি তো শুনলেন কী ঘটে গেলো। রহস্য উদঘাটন হয়েছে। হে মহোদয়, আমি অপনাকে যে অনুরোধটি করবো তাহলো আপনি নাবিক মাসউদের পথ মুক্ত করে দিন আমরা তার অবস্থা ও তার ছোট ছোট বাচ্ছাদের অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু জানালাম সে কারণে। আমার পূর্ণ আত্মবিশ্বাস আছে সে তার শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং সে আর কখনও এজাতীয় বোকামী করবে না। সে হালাল রুজিতেই সন্তুষ্ট থাকবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়।

মাসউদ শিক্ষাগুরুর হাতের প্রতি ঝুকে পড়লো ও তাঁর হস্তদ্বয় চুম্বন করতে উদ্বত হলো কিন্তু শিক্ষাগুরু তাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি তার মাথাকে চেয়ারে উপরের দিকে উচু করে ধরলেন।

মাসউদ বললো, হে আমার মহোদয় আমার শিক্ষাগুরু, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি আমি তৌবা করবো। আমি আপনার শীষ্য ও একনিষ্ঠ অনুসারী হবো। আমি আমার অন্তর থেকে লোভ-লালসা দূর করে ফেলবো এবং এর স্থলে হালাল রুজিতেই সুন্তুষ্টু থাকার প্রবনতাকে স্থলাভিষিক্ত করবো। আমি ঐ সমস্ত প্রত্যেক বিষয়াদি থেকে উত্তরণ করবো যার মধ্যে অন্তরের কষ্ট ও সম্পদের অপচয় রয়েছে।

পুলিশকেন্দ্রের পরিচালক বললেন, হে মাসউদ, শিক্ষাগুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করে আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম তোমার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করে এবং তোমার তৌবার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে।

বায়দাবা বললেন, শিক্ষাগুরুর চরিত্র ও তাঁর বদান্যতা কত মহান! যা কিছু ঘটে গেলো তাহতে আমরা অনেক কিছুই শিখলাম মহান আত্মা, মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতার পরিধি সম্পর্কে। আমরা শিখলাম পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ ও মানবীয় আত্মার মর্যাদায় তাদের উচ্চ স্থান সম্পর্কে।

বায়দাবা বললেন, এই ঘটনার মাধ্যমেই বিজ্ঞ দার্শনিক বিশ্বপরিব্রাজক শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতার সাথে আমাদের গল্পের পরিমাপ্তি ঘটলো। আশা করি যে প্রাচেষ্টা ব্যায় করেছি এই গল্পটি লিখতে ও বর্ণনা করতে এর মাধ্যমে আমি সম্মানিত শিক্ষাগুরুকে যে আঙ্গীকার করেছিলাম তা পূর্ণ করতে পেরেছি। আমি এই বইটি দ্বারা তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীবনের বাস্তবতা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি সহজ করে দিয়েছি প্রত্যেকের জন্য যারা এই গল্পটিকে পড়বে আমাদের পরবর্তীতে অনাগত প্রজন্মসমূহের মধ্যহতে। এটা যেন তাদের জন্য সাহায্যকারী হয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হওয়ার ব্যাপারে। তা তাদেরকে সাহায্য করবে তাদের জীবনের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে এবং প্রচেষ্টা ও সৃজনশীলতার মাধ্যম তাদের উত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছাতে সংস্কার, সংশোধন ও সফলতার পথে এবং নিরাপত্তা ও শান্তির পথে। ঐসমস্ত নির্মাণ সম্পন্ন করার জন্য যা আল্লাহ পাক নির্দেশ প্রদান করেছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। যেমন জনপদের সৌন্দর্য্য, সভ্যতার উপকারিতা, এর উত্তম প্রাকৃতিক ও হালাল উপভোগ্য সামগ্রীসমূহ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়।

॥ ১৪ ॥

বিশ্বপরিব্রাজকের জাহাজ দক্ষিণের উদ্দেশে যাত্রা করলো

যাত্রার সময় ঘনিয়ে এলো। বতাসা ছিলো শান্ত ও নিস্তব্ধ। আকাশ ছিলো মলিন ও ফ্যাকাশে। পূর্ব দীগন্তে সূর্য্যের চক্ষু রক্তিম থালার ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার পাশের মেঘরাশি যেন দুঃখ ও বেদনার অশ্রু হয়ে দুগন্ড বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো। বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপনকারীগণ দাড়িয়ে আছে সম্মানিত শিক্ষাগুরুকে শেষ বারের মত একজনজর দেখার আশায়। নাবিক মাসউদও তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। তারা সবাই হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছেন তাঁর সম্মানিত মুখমন্ডলের প্রতি আর তিনি যাত্রাকারী জাহাজে আরোহন করছেন। যাকে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ বহন করবে আর তাকে বহু দূরে বয়ে নিয়ে যাবে জাহাজের পাল দীগন্তের গভীর নিস্তবদ্ধতার দিকে। তাদের কাছ থেকে যে প্রিয়জনদের থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের পরে যে সমস্ত প্রিয়জন আছেন তাদের সাক্ষাতের আশায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফিরে আসা ও পুনরায় সাক্ষাতের আর কোন আশাই নেই।

বায়দাবা বললেন, নাবিক মাসউদ শিক্ষাগুরুর সবচেয়ে উত্তম শিষ্যে পরণত হয়েছে। তার কাজ-কর্মে অত্যন্ত একনিষ্ঠ হয়েছে। এমন কি সে সবচেয়ে উত্তম অবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং দক্ষিণ দেশের সবচেয়ে বড় জাহজের নাবিক হয়েছে সে সময়কার। যাতে শিক্ষাগুরু অনেক সময়ই আরহণ করতেন তাঁর বড় বড় ভ্রমণে আল্লাহ পাকের দেশসমূহ জরিপ ও গবেষণার উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্য, তাদের মাঝে শিক্ষা ও দাওয়াত (কল্যানের প্রতি আহ্বান) প্রচার করে। আর মাসউদ ছিলেন শিক্ষাগুরুর সবচেয় উত্তম সাথী। এটাই প্রত্যেকের অবস্থা হয় যখন সে তার কর্মে একনিষ্ট হয়, তার কাজ-কর্ম উত্তমরূপে সম্পাদন করে এবং উত্তম মানুষদের সাহচার্য্যের প্রতি আগ্রহী হয়।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এভাবেই শিক্ষাগুরু ইবনে বতুতা বিজ্ঞপন্ডিত বায়দাবাকে ও তার সাঙ্গী-সাথীদেরকে বিদায় জানিয়ে দক্ষিণ দেশের উদ্ধেশ্যে রওনা হলেন। আর তাঁর ভক্তি ও ভালোাসার পাত্র সবাই তাঁর বিচ্ছেদে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো।

বায়দাবা বলেন, আমি শিক্ষাগুরু সম্পর্কে জেনেছি, তাঁর বিস্ময়কর বিড়াল ফুল্লাহ অনেক গুলো বাচ্ছা দিয়েছে। তাঁর ছোট ছোট বাচ্ছাগুলো শিক্ষাগুরুর ঘুমানের কামরার বিশাল একটি কোণা দখল করে নিয়েছে। শিক্ষাগুরুকে ঐ সমস্ত ছোট ছোট বাচ্চাদের দূর্ভাগ্যে কতই না দূর্ভোগা পোহাত হয়! সেগুলো তাকে ঐভাবে স্মরণ করে, যেভাবে তাঁকে স্মরণ করতো ফুল্লাহ। সে নিজেও ছোট হয়ে গেছে আশে পাশে নড়া চাড়া করে এমন প্রত্যেক বস্তুর পিয়ে ধাওয়া করার হতভাগ্যে, এমন কি তার নিজের লেজকেও।

আমি শিক্ষাগুরুর সংবাদ হতে আরও জানতে পালাম, শিক্ষাগুরুর বিড়াল ফুল্লাহ্ আর আগের মত নাবিক মাসউদকে অপছন্দ করে না অথবা তার কাছ থেকে দূরেও সরে থাকে না। বরং অনেক সময়ই মাসউদের কোলে বসে থেকে শিক্ষাগুরুকে পাহারা দেয় যখন তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন কোন মজলিসে। অনেক সময়ই সে তার ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে তার কাছে। যেন সে তাদেরকে নিয়ে খেলা করে এবং তার লোমশ নরম পিঠে আলতোভাবে হাত বোলায় ও তাদের কাছে পরিচিত হয়। যেভাবে উল্লেখ করেছি, মাসউদ এসব কিছুর বদৌলতে শিক্ষাগুরুর প্রিয় ছাত্র, ভক্ত ও ভালোবাসার পত্রে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকেই যারা শিক্ষাগুরুকে ভালোবাসে তারা প্রকৃতপক্ষে জানে যে, তাঁর বিড়াল ফুল্লাহর হৃদয়ে প্রবেশ করার পথ কোনটি।

বায়দাবা বলেন, কত প্রাণীই মানব সন্তানের চেয়ে বেশী মহৎ ও একনিষ্ঠ হয়ে থাকে।

বিজ্ঞ দার্শনিক আরও বলেন, প্রত্যেক মানুষ যেন দেখে, সে কীভাবে কাজ করবে এবং কী কাজ করবে। তার নিজেকে সে কোথায় রাখছে এবং এর পরিণতি ও শেষ গন্তব্যই বা কী হবে।

এগল্পের শেষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এগুলো এমন ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও উপদেশাবলীতে পূর্ণ জ্ঞাণের অভিজ্ঞতায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে এবং পৃথিবীর বুকে সুদীর্ঘ্য ভ্রমনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যিনি জ্ঞান অন্বেষণে রাতেরপর রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়েছেন।

হে প্রিয় পাঠক, আমাদেরকে জানতে হবে যখন আমরা নির্মাতাগণের দ্বীপ ভ্রমণ করলাম ও আমাদের মূল চক্ষু দ্বারা অবলোকন করলাম তাদের সবুজ শ্যামল সুন্দর দ্বীপ ও উপত্যাকাটিকে তখন আমরা ঐ কথার সত্যতা খুজেঁপেলাম, সম্মানিত শিক্ষাগুরু বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতা আমাদেরকে যা আলোচনা করেছে, যা আমাদের জন্য বর্ণনা করেছে বিজ্ঞ দার্শনিক বায়দাবা নির্মাতাদ্বীপের সন্তানদের সম্পর্কে তাদের অপরূপ সুন্দর উত্যাকা সম্পর্কে। তাদের একনিষ্ঠ মুমিন নাগরিকদের সম্পর্কে যাদের রয়েছে সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক চিন্তাধারা। তাদের রয়েছে সঠিক অন্তরসমূহ তৈরীর পদ্ধতি, তাদের কর্ম সম্পাদনের মাঝে সৃজনশীলতা ও তাদের কর্মের মাঝে একনিষ্ঠতা। এর দ্বারা ঐসমস্ত দেশের যুবকেরা সক্ষম হয়েছে প্রতিযোগিতসমূহে অংশ গ্রহনের এবং প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ প্রতিষ্ঠায় যা প্রকৃতপক্ষে তাদের দেশসমূহে জনপদ র্নিমাণে ব্যাপক ভুমিকা রেখেছে, তাদের সম্পদসমূহ নিয়ন্ত্রন করতে ও তার সৌন্দর্যের মাধুর্য্য বর্দ্ধন করতে। আমরা দেখেছি যে, কীভাবে সেই দ্বীপের সন্তানেরা তাদের সমাজসমূহকে সাজিয়েছেন ও তটস্থ করেছেন। তাদের ছয়টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্টান প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদের রাষ্ট্র ও সরকারী সাশন ব্যবস্থাকে সাজিয়েছেন। তাদের শত্রুদেরকে বিতাড়িত করতে সক্ষম

হয়েছেন যেন তারা ভলোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় একত্রে বসবাস করেন, স্বচ্ছলতায় আনন্দে প্রবৃদ্ধিতে শান্তিতে ও নিরাপত্তায়। যেমন প্রজ্ঞাময় উদাহরণ সমূহে বলা হয়,

"যে চেষ্ঠা করে সে পায়, যে চাষ করে সে ফসল ঘরে তোলে" এবং "যে গিড়ি পথে চলে সে গন্তব্যে পৌছায়"।

হে সূধী পাঠকবৃন্ধ, এই সৌভাগ্যবান সমাপনীর দ্বারা সমাপ্ত হলো নির্মাতাদ্বীপ সম্পর্কে বায়দাবার গল্প। তাদের অবস্থা কেমন ছিলো এবং তারা পারস্পরিক সহযোগিতায়, পাস্পরিক সহায়তায়, পারস্পরিক সহমর্মিতায়, পারস্পরিক আলোচনায় ও একনিষ্ঠতায় তারা দূরাবস্থা পরিবর্তন করে ভাল অবস্থার সৃষ্টি করলো। এসব বিষয়ই পাওয়া যাবে লিখিত অবস্থায় অত্যন্ত সূক্ষভাবে ও গুরুত্বের সাথে লিখিত বিলুপ্ত গল্পে। আমাদের বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী গল্পের বই 'কালীলাহ্ ওয়া দিমনাহ' (দূর্বল ও ধ্বংসাবশেষ) এর বর্ণনায়।

হে সূধী পাঠকবৃন্দ, আমাদের কর্তব্য হলো চেষ্ট চালানো যেন আমরা নিজেরাও এই পুস্তকে যা বর্ণিত হয়েছে তা পালন করে নির্মাতাদ্বীপের অধিবাসীদের মত হতে পারি। অনুরূপভাবে এই পুস্তকের দ্বারা উদ্দেশ্য হলে উপদেশ, প্রজ্ঞা ও ধৈর্য্য ধারণ। জীবনের অর্থ অনুধাবনের জন্য আমাদের শৃঙ্খখলা নির্মাণ, দেশ রক্ষায় আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের প্রয়োজনসমূহ মেটাতে আমাদের সম্পদসমূহ নিয়ন্ত্রন, আমাদের মান-মর্যদা সংরক্ষণ করা এবং আমাদের বিশ্বকে জনপদে পরিণত করা। আমাদের কর্তব্য হলো আমাদের প্রিয় দার্শনিক বায়দাব ও সম্মানিত শিক্ষাগুরু বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার প্রতি আমাদের ধন্যবাদ ও মূল্যায়ন জ্ঞাপন করা তাঁরা উভয়েই আমাদেরকে যে বিষদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তার জন্য। উপদেশ, ধৈর্য ধারনের অনুপ্রেরণা ও সতর্কতামূলক উপদেশ প্রদানে যে কষ্ট সাধন করেছেন তার বিনিময়ে।

প্রিয় পাঠক, যখন আমরা এই কল্পনা করবো আপনি আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যখন পর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকে ভ্রমণের চিন্তাভাবনা করবেন। সেই মহাসাগরে বুক চিরে চলবেন যেন আপনি সুবিস্তৃত দিগন্তে পৌছান গোধূলি বেলায় পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম লাল রেখার (শাফাক্ব) পশ্চাতে চন্দ্র উদয়ের স্থানে সেই নিঝুম নিস্তব্ধ অপরূপ সুন্দর দ্বীপে। তখন আপনি নিঃসন্দেহে আপনার জীবনের সুন্দর দিনগুলো অতিবাহিত করবেন সেই অপরূপ সবুজ শ্যামল উপত্যাকায় তার শক্তিশালী কর্মঠ উত্তম ও শান্তিকামী অধিবাসীদের মাঝে। তাদের সথে আপনি উপভোগ করবেন সমস্ত সুন্দর সুস্বাদু ও রুচিশীলতা। আপনার স্বচ্ছতাকে কোন অত্যাচারী ঘাতক অনিষ্টকারী ঘোলা করবে না। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সেই সময় দেশ থেকে ফিরে আসবেন অনেক সুন্দর সুন্দর ও সুনির্মিত উপহার ও উপঢৌকন নিয়ে।

প্রিয় পাঠক, গল্পের শেষে আমি আশা করি যে, আপনি গল্পটি পাঠ করে উপভোগ করেছেন। এর উপদেশাবলী ও শিক্ষাসমূহ হতে আপনি অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। দার্শনিক বায়দাবা ও শিক্ষাগুরু বিশ্বপরিব্রাজক বিজ্ঞ পন্ডিত ইবনে বতুতার প্রজ্ঞাসমূহ হতে। আমরা আপনার সৌভাগ্যবান ভবিষ্যত, উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কর্মঠ জীবন, পারস্পরিক সহমর্মিতামূলক ঐক্যবদ্ধ ও একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল সমাজ কামনা করি। আর কামনা করি আল্লাহ পাকরে ইচ্ছায় একটি শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ'র।

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ পাকের জন্য।

সমাপ্ত

বিআইআইটি'র বাংলা বইসমূহ

বই	লেখক	মূল্য
◆ আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য	*ইসমাইল রাজী আল ফারুকী*	১৭৫/-
◆ ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	৩০০/-
◆ ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	*ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*	২৫০/-
◆ মুসলিম মানসে সংকট	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	১৫০/-
◆ জ্ঞানের ইসলামায়ন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	৩০/-
◆ ইসলামের দন্ডবিধি	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	২০/-
◆ মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতির সংকট	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	২২৫/-
◆ মুসলিমের ইউরোপ	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	১৫০/-
◆ নির্মাতাদের গুপ্তধন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	/-
◆ নির্মাতা দ্বীপের গুপ্তধন	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	/-
◆ ইসলামে নারী অধিকার : কতিপয় সমালোচনার জবাব	*ড. আব্দুলহামিদ আহমেদ আবুসুলায়মান*	/-
◆ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	*ড. এম উমর চাপরা*	২০০/-
◆ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	*ড. এম উপর চাপরা*	২০০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	৫০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খণ্ড)	*ড. আকরাম জিয়া আল আমরী*	১৭০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (১ম খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (৩য় খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	/-
◆ রাসূলের (স:) যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খণ্ড)	*আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ*	৩০০/-
◆ কোরআন ও সুন্নাহ: স্থান-কাল প্রেক্ষিত	*তাহা জাবির আল আলওয়ানী ও ইমাদ আল দীন খলিল*	৫০/-
◆ ইসলামে উসুলে ফিকাহ	*ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী*	৭০/-
◆ ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি	*ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী*	১২০/-
◆ ইসলামী শিক্ষা সিরিজ (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড একত্রে)	*ড. জামাল আল বাদাবী*	৩০০/-
◆ মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক	*ড. জামাল আল বাদাবি*	২০০/-
◆ রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত	*অধ্যাপক আবদুর রশিদ মতিন*	১৭৫/-
◆ প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. মুহাম্মদ আল ব্যুরে*	৩০০/-
◆ শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামী প্রেক্ষিত	*ড. এম. জাফর ইকবাল*	১৫০/-
◆ উন্নয়ন ও ইসলাম	*প্রফেসর খুরশিদ আহমেদ*	৩৫/-
◆ তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক	*প্রফেসর ড. রশীদ আহমদ কালন্দরী*	১০০/-
◆ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	*বি.আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন*	৫০/-
◆ ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	*এম. আকরাম খান, এম. রকিবুজ জামান*	৭০/-
◆ লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা	*প্রফেসর আবদুন নূর*	২০০/-
◆ ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট	*ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী*	২০০/-
◆ জ্ঞান ইসলামীকরণ : স্বরূপ ও প্রয়োগ	*ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী*	৩০/-
◆ ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	*কাজী মো: মোরতুজা আলী*	১৭৫/-
◆ ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা-সামাজিক প্রেক্ষাপট	*এম রুহুল আমিন অনুদিত*	১৩০/-
◆ আমাদের সংস্কৃতি	*প্রফেসর মো: জয়নুল আবেদীন মজুমদার সম্পাদিত*	৬০/-
◆ গণতন্ত্র ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১২০/-
◆ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম	*এম. আবদুল আযিয সম্পাদিত*	১০০/-
◆ অভিচিন্তন : অনুভাবের দৃশ্যায়ন্যতা	*মালিক বদরী*	৫০/-
◆ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ	*ড. তাহির আমিন*	১০০/-
◆ ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা	*এম. হাশিম কামালী*	২০০/-
◆ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন	*এম. এ. কে. লোদী*	১৫০/-
◆ লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড	*আইআইআইটি স্টাইলশীট*	৫০/-
◆ সুন্নাহর সান্নিধ্যে	*ইউসুফ আল কারযাভী*	/-
◆ সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামী প্রেক্ষিত	জামাল বাদী ও মুস্তফা তাজদীন	/-
◆ ইসলামী সভ্যতার প্রাণ	শাইখ মুহাম্মদ আল-ফাদিল বিন	/-

লেখক পরিচিতি

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান ১৯৩৬ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৫৯ সালে বাণিজ্যে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি এবং ১৯৬৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে তিনি প্যানসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কর্ম জীবনের প্রথমে সৌদী আরবের স্টেট প্লানিং কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে দুবছর দায়িত্ব পালন করেন, এরপর তিনি রিয়াদস্থ বাদশাহ্ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৮ সালে তিনি মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রথম রেক্টর হিসেবে যোগদান করেন।

আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সাবেক সভাপতি এবং বর্তমানে এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ এর সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক একাডেমিক কনফারেন্স ও সেমিনার আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া মুসলিম উম্মাহর সংস্কার ও জাগরনের লক্ষ্যে তিনি বেশকিছু মূল্যবান পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ক'টি হলো-

- The Islamic Theory of International Relations : New Directions for Islamic Methodology and Thought.
- Azmat al-Iradah Wa-al-Wijdan- Al-Muslim(Crisis in the Muslim Will & Sentiment)
- Theory of Economics : Philosophy and Contemporary Means.
- Azmet Al Aql-Al-Muslim (Crisis in the Muslim Mind)
- Islamization of Knowledge : IIUM as a Model.

অনুবাদক পরিচিতি

জাহিদ শিরাজী (মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম) ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার পূর্ব পীকোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সৌদী আরবের বাদশা ফাহাদ বিন আব্দুল আজীজের স্কলারশিপ নিয়ে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে লিসান্স (অনার্স) ডিগ্রী অর্জন করেন। দীর্ঘ চার বছর মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আরবি সাহিত্যের বিস্ময়কর জগতে আকৃষ্ট হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার বাইরে ব্যক্তিগত আগ্রহে আরবি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। সমকালীন ও প্রাচীন আরবি সাহিত্যে অভিজ্ঞ জাহিদ.শিরাজীকে বর্তমান প্রজন্মের আরবি বিশেষজ্ঞ বলা চলে। তিনি মাতৃভাষা ছাড়াও আরবি, ইংরেজি, ফার্সি, হিন্দি ও উর্দূ ভাষায় লিখতে পড়তে ও কথা বলতে পারেন। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে তিনি পারদর্শী। বর্তমানে তিনি Event Management পেশায় জড়িত আছেন। তিনি সৌদী আরব মালায়শিয়া, ভারত, নেপাল, ভুটানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন।

বহু সরকারি, বেসরকারি, বাণিজ্যিক নথিপত্র ও বইপুস্তক বাংলা, ইংরেজী ও আরবি ভাষায় অনুবাদ করে অনুবাদক হিসেবে জাহিদ শিরাজী ইতোমধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের অনিয়মিত অনুবাদক। বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার ভ্রমন কাহিনী অবলম্বনে প্রখ্যাত পারস্য দার্শনিক বায়দাবা রচিত আরবি গ্রন্থ (কুনুয জাযিরাতিল বাল্লায়ীন) এর বাংলা অনুবাদ নির্মাতা দ্বীপের গুপ্তধন জাহিদ শিরাজীর (মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম) প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হলো।

সম্পাদক পরিচিতি

আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন একজন প্রথিতযশা লেখক, গবেষক ও সম্পাদক। পেশাগত জীবনে ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমীর প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফারইষ্ট লাইফ বার্তা নামক ত্রৈমাসিক (বুলেটিন) পত্রিকার তিনি সম্পাদক। এছাড়া তিনি গবেষণা ম্যাগাজিন মাসিক 'চিন্তাভাবনা'র সম্পাদক। শিক্ষকতায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ড. নেছার উদ্দিন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সম্পাদনার ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর একজন প্যানেল গবেষক। বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক ও অনুবাদক তিনি। পত্র-পত্রিকায় তার শতাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ISBN
984-70103-0010-8